রণ-ভেরী

পঞ্চাঙ্ক নাটক

(১লা জানুয়ারী ১৯১৮—ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায়-প্রণীত

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু।

দেবী-দা,

নিষ্ঠুর দুর্দ্দৈবের সহিত জীবন-সংগ্রামে তোমায় কখনও ভগ্নোৎসাহ হইতে দেখি নাই। আজ বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ আমার রণ-ভেরী তোমার কিণাঙ্কিত করে সাদরে অর্পণ করিলাম।—

কলিকাতা,
১৭ই পৌষ, ১৩২৪

স্নেহানুগত
দাশু

নিবেদন

মৎপ্রণীত 'সোমনাথ' নাটকের ভিত্তির উপর **রণ-ভেরী** প্রতিষ্ঠিত। সোমনাথের এক-তৃতীয়াংশ পরিবর্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া **রণ-ভেরীতে** সন্নিবেশিত হইয়াছে। অবশিষ্টাংশ, নূতন।

সোমনাথের মুদ্রিত পুস্তকগুলি নিঃশেষিত। বলা বাহুল্য, উহা পুনর্মুদ্রিত করিবার বাসনা নাই।

এই নাটক-রচনায় আমার শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদবর্গের এবং শ্রদ্ধাস্পদ প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসুর নিকট অনেক অমূল্য উপদেশ পাইয়াছি। তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট আমি চির-কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থকার

চরিত্র

পুরুষ

মমিন	...	...	হিরাট-সুলতান
এব্রাহেম	...	...	ঐ সেনাপতি (ভ্রাতুষ্পুত্র)
রোহিম	...	...	পাঠান-গোয়েন্দা
রুদ্রদেব	...	...	শক্তিনাথ-পুরোহিত
খ্যাতিসিংহ	...	...	যশল্মীর-পতি
কুমার	...	...	ঐ পুত্র
বীরচাঁদ	...	...	ঐ রাজ-পারিষদ
ব্রহ্মদেব	...	...	শক্তিপুর-রাজ
জয়সিংহ	...	...	চন্দ্রতট-রাজ
নন্দরায়	...	...	কলিঞ্জর-পতি
ধীরসিংহ	...	...	পট্টন-রাজকুমার
সুলক্ষণ	...	...	সরযূর পিতৃ-রাজ্যের অমাত্য

শিবির-রক্ষক, পাঠানগণ, হিন্দুসৈন্যগণ, শিষ্যদ্বয়,
ফকির, পট্টন-সৈনিকদ্বয়।

স্ত্রী

যমুনা	...	...	যশল্মীর-মহারাণী
সরযূ	...	...	ঐ (দ্বিতীয়া মহিষী)
ইন্দুমুখী	...	...	শক্তিপুর-রাজকন্যা
চঞ্চলা	...	...	শক্তিপুর-রাজের পালিতা কন্যা

সখিগণ ও নাগরিকাগণ।

রণ-ভেরী

১৩২৪ সাল, ১৭ই পৌষ, ষ্টার থিয়েটারে
প্রথম অভিনীত।

স্বত্বাধিকারী	শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন হালদার
অধ্যক্ষ	„ মাখনলাল মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত-শিক্ষক	„ কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়
নৃত্য-শিক্ষক	„ পাঁচকড়ি ঘোষ
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	„ আশুতোষ পালিত

প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ

মমিন	শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী
এব্রাহেম	„ প্রবোধচন্দ্র বসু
ব্রহ্মদেব ও রোহিম ...	„ অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
রুদ্রদেব	„ লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়
খ্যাতিসিংহ	„ রামকালী বন্দ্যোপাধ্যায়
কুমার	„ মাখনলাল মুখোপাধ্যায়
ধীরসিংহ	„ মনোমোহন গোস্বামী বি,এ
বীরচাঁদ	„ হীরালাল দত্ত
জয়সিংহ	„ আশুতোষ মিত্র
নন্দরায়	„ শীতলচন্দ্র পাল
সুলক্ষণ	„ অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী
ফকির	শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী
যমুনা	„ কুসুমকুমারী
সরযূ	„ হরিসুন্দরী
ইন্দুমুখী	„ মণিমালা
চঞ্চলা	„ চারুবালা

রণ-ভেরী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সাগরতীরস্থ নিভৃত নিবাস—কাল সূর্য্যোদয়।

সরযূ ও সখীগণ।

গীত।

নীলে নীলে রাঙ্গা রবি ঢলে যায়।
ত্যজি নীল ঘন জলধি-জীবন
নীলিম গগনে ফুটিতে ধায়।
বালু-বেলা 'পরে অভিমান ভরে
অধীর বারিধি আছাড়ি গুমরে,
বুকভরা আলো নিভে যদি গেল
শত কলকল বিফল হায়।
উথলি' লহরে মিছে বারে বারে
সাধিছে নিঠুরে 'ফিরে আয় আয় আয়'।

[১ম ও ২য় সখী ব্যতীত অপর সখীগণের প্রস্থান।

১ম সখী। ছেলে নইলে মহল মানায় না! কেমন একটি ফুলের মত ছোট্ট রাজ-কুমার আমাদের কোলে কোলে বেড়াবে, এ সুখ-ঐশ্বর্য্য তবেই সার্থক। তুমি আর একবার শক্তিনাথ-মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে অর্ঘ্য দাও। রুদ্র পুরুতকে ডেকে পাঠাও।

সরযূ। আবার! প্রাণান্তে নয়। তিনবার শক্তিপুরে গিয়ে অপমানিত হয়েছি। একটা পুরুত-বামুনের এত তেজ! মুখের ওপর বলে—"মনে দ্বেষ-হিংসা আছে, তাই দেবতা অর্ঘ্য নিলেন না।"

২য় সখী। বড় রাণীরও বন্ধ্যা-অপবাদ ছিল। তারপর কত ছিষ্টি করে' শক্তিনাথের দোর ধরে' ওই রাজকুমার। আমার বোধ হয়, ও পুরুত মিন্‌সে ইচ্ছে করে' তোমার বেলা অশুদ্ধ মন্ত্র পড়েছিল।

সরযূ। বিচিত্র নয়! সে ওঁর অনুগতা শিষ্যা—শ্রদ্ধাবতী—ভক্তিমতী, আর আমি সতীন, গুরুর চক্ষুঃশূল তো হ'বই! মহারাজ আসছেন।

[সখীদ্বয়ের প্রস্থান।

(খ্যাতিসিংহের প্রবেশ)

খ্যাতি। রাণী, আজই যশল্মীরে ফিরতে হবে! হিরাট-সুলতান মমিন খাঁ আবার শক্তিপুর আক্রমণ করতে আসছে।

সরযূ। শক্তিপুর তো সুলতানের বিজীত! বশ্যতা স্বীকার করে' তা'রা আমাদেরই মত পাঠানকে বাৎসরিক নজর দিচ্ছে। আবার তবে নতুন করে' এ যুদ্ধ-যাত্রা কেন মহারাজ?

খ্যাতি। একটা কিছু যুদ্ধ-বিগ্রহের উত্তেজনায় মত্ত না

থাক্‌লে দিনগুলো সুলতানের নিতান্ত অলস মনে হয়। তা'র ওপর, এবার একটা উপলক্ষ জুটেছে! শক্তিনাথ-পুরোহিত রুদ্রদেবকে হিরাটে পাঠাবার জন্ম শক্তিপুর-রাজ ব্রহ্মদেবকে সুলতান আদেশ-পত্র পাঠান। আদেশ প্রতিপালিত হয়নি, তাই এই নূতন করে' রণ-ভেরী!

সরযূ। রুদ্রদেব ব্রাহ্মণ—দেব-পুরোহিত। তা'কে সুলতানের কি প্রয়োজন?

খ্যাতি। প্রয়োজন বিশেষরূপ ছিল। দু'জন পাঠান-ওমরাহ সুলতানের মোহরাঙ্কিত ছাড়-পত্র নিয়ে ভারতের অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণের পর শক্তিপুরে উপস্থিত হয়ে শক্তি-কাননের দিকে হরিণ-শীকার করতে যায়। আর তা'দের উদ্দেশ পাওয়া যায়নি। সম্প্রতি কে সুলতানকে সংবাদ দিয়েছে যে, পুরোহিত রুদ্রদেব স্বহস্তে সেই পাঠানদ্বয়ের শিরশ্ছেদ করেছেন!

সরযূ। মহারাজের জ্ঞানতঃ—এ ঘটনা কি মিথ্যা?

খ্যাতি। তা' কেমন করে' বলি! জনরবেও তো ওই কথা কানাকানি করে!

সরযূ। ঘটনা যদি সত্য হয়, তবে নরহত্যাকারী ব্রাহ্মণকে বিচারার্থ সুলতানের কাছে না পাঠিয়ে শক্তিপুর-রাজ নিতান্ত অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

খ্যাতি। কিন্তু, সে তো সম্ভব নয়! সারা শক্তিপুর রুদ্রদেবের পদানত। আর, শুধু শক্তিপুর কেন? গুর্জ্জর, চন্দ্রতট, কলিঞ্জর, এমন কি আমাদের প্রজারাও শক্তিনাথ-সেবক রুদ্রদেবের নামে সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করে। হিরাটে পাঠালে ব্রাহ্মণের শিরশ্ছেদ হ'ত।

সরযূ। আর, না পাঠালে যে পাঠান-তরবারি-স্পর্শে কত সহস্র নিরীহ শক্তিপুর-প্রজার শিরশ্ছেদ হ'বে। তা ছাড়া—যার প্রাণরক্ষার জন্য এই অজস্র নররক্তপাত, সে পাঠানঘাতী ব্রাহ্মণও তো তখন পরিত্রাণ পাবে না! মহারাজ! আমি হ'লে এই মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে' পাঠান-শিবিরে পাঠিয়ে রাজ্যের ভাবী অমঙ্গল দূর করতেম।

খ্যাতি। চুপ কর সরযূ। বড় রাণী বা কুমার শুনলে মর্ম্মাহত হবে—অনর্থ বাধবে। রুদ্রদেবকে তা'রা দেবতা জ্ঞান করে।

সরযূ। কিন্তু, সেই রুদ্রদেবের মস্তক যে সুলতান মমিন খাঁর লক্ষ্য,—শুধু তারই জন্য যে এই তুমুল বিগ্রহ আসন্ন, এ সমাচার তো গোপন থাক্‌বে না প্রভু! তখন যদি আপনার আদরের বড়রাণী ও উগ্রস্বভাব রাজকুমার শক্তিপুরাভিমুখী পাঠানের গতি প্রতিরোধ করতে অনুরোধ করে, কি স্তোকবাক্যে তা'দের নিরস্ত করবেন? বিশেষতঃ—চির-পাঠান-বিদ্বেষী কুমারসিংহ আপনার সেনাপতি। যশল্মীর-সৈন্য তা'র প্রতি একান্ত অনুরক্ত। তা'র এক অঙ্গুলী-চালনায় তা'রা দলবদ্ধ হয়ে' ক্ষেপে উঠ্‌বে। হয়ত —আপনার আদেশ অমান্য করে'—ভবিষ্যত ফলাফলের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ না করে'—কুমারের নেতৃত্বে পাঠান-শিবির আক্রমণ করে' বসবে। তখন কি হবে মহারাজ? আপনার এই বড় মমতার রাজ্যে কি বিপ্লবই না উপস্থিত হবে!

খ্যাতি। দুশ্চিন্তার কথা সরযূ! দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে এই মমিন যখন প্রথমবার ভারতে এসে যশল্মীর আক্রমণ করে, ভিক্ষা ক'রেও শক্তিপুর চন্দ্রতটের কাছে একটা পদাতিক পর্য্যন্ত সাহায্য পাইনি। রাজ্য-রক্ষার জন্য যৌবনের অদম্য উৎসাহে

একা বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেম। রাজপুত পাঠানের রক্ত-ধারা লুণী-তীর পর্য্যন্ত ছুটেছিল। কিন্তু, বিজয়-লক্ষ্মী প্রসন্না হলেন না। তার পর, এই দ্বাদশ বৎসরের উপর্য্যুপরি বিজয়-গৌরব-লাভে সেই পাঠান আজ দ্বাদশ গুণে বলীয়ান। এখন এ পরিণত বয়সে সে দিগ্বিজয়ী বাহিনীর সম্মুখীন হ'য়ে জয়লাভের আশা আকাশ-কুসুম।

সরযূ। বুঝে দেখুন মহারাজ!

খ্যাতি। কিন্তু রাণী, এক-একবার মনে হয়,—এ যদি সম্ভব হ'ত,—যদি এই অসহ্য জ্বালাময়ী পাঠানদন্তের অবিরামনির্গত রন্ধ্রপথ যশল্মীর-বাহিনী অন্ততঃ একবার রুদ্ধ করে' দিতে পারত—

সরযূ। কল্পনার কুহকে উত্তেজিত হবেন না! সে আশার কণিকা মাত্র নেই!

খ্যাতি। সত্য—কঠিন সত্য। লেলীহান দাবানলে পতঙ্গের মত ভস্মীভূত হবো! যশল্মীর লুপ্তযশঃ—শক্তিপুর শক্তিহীন—রাহুগ্রস্ত চন্দ্রতট। কুমার বালক—পদমর্য্যাদার জন্য সেনাপতি, রণকৌশলের কি জানে?

সরযূ। প্রভু, আমি মতিহীনা অবলা। কিন্তু, চরণে দাসী—কায়মনোবাক্যে মহারাজের মঙ্গলাভিলাষী। যদি আমার কথা শোনেন—

খ্যাতি। কি কথা? কি মন্ত্রণার বাতাসে সুখব্যাপ্ত যশল্মীর-আকাশ-লক্ষি অশান্তির এ আসন্ন ঘনমেঘ দিকভ্রষ্ট ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়—স্থির শান্ত নিরুপদ্রব রাজ্যে বিপদের বিজয়-দুন্দুভি বেজে না ওঠে, অথচ যশল্মীর-রাজললাটে জীবনব্যাপী কলঙ্ক-রেখাও না পড়ে, এমন কথা কি জান সরযূ?

সরযূ। আসুন মহারাজ, ওই প্রস্তরবেদীর ওপর বসে' অধীনীর নিবেদন শুনবেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রান্তর—পাঠান-শিবির।

মমিন।

মমিন। এত ছল—এত খল শক্তিপুর-রাজ!
হৃদে তা'র এত হলাহল!
কূটচক্রে সরল সে ইর্‌ফান্‌ রোস্তমে
পাঠাইল মৃগ-অন্বেষণে নিবিড় কাননে,
সেথা রাজ-নিয়োজিত ঘাতক ব্রাহ্মণ
গুপ্তখড়্গ প্রহারিল—
শ্রমক্লান্ত—বৃক্ষতলে শায়িত পাঠানে।
এ হত্যার প্রতিশোধ কত যে ভীষণ,
পরিচয় দিব তার রাজা ব্রহ্মদেব!
শক্তিপুর! শক্তি তব শত চূর্ণ করে'
রাজপথে মিশাইব ধূলির মাঝারে!
আর, সেই গুপ্তঘাতী নীচ ব্রাহ্মণের—
রক্তমাখা ছিন্নশির অশ্বতর 'পরে
নগরীর দ্বারে দ্বারে নাগরিকগণে—
বুঝাইবে প্রতিহিংসা বিচিত্র ভীষণ!

(এব্রাহেমের প্রবেশ)

কি সংবাদ এব্রাহেম ?

এব্রা। সমাচার এই মাত্র দিল গুপ্তচর,—
কলিঞ্জর, চন্দ্রতট, গুর্জ্জর-ঈশ্বর
সম্মিলিত শক্তিপুরে দৃঢ় পণ করি' !

মমিন। দলবদ্ধ মৃগ চাহে জিনিতে কেশরী ?
কৌতুকের কথা এব্রাহেম !
রণস্থলে বলবান শত্রুপক্ষ যত,
বহে বীর-ধমনীতে উত্তেজনা তত।
নাচে মন রণোন্মত্ত অতুল উল্লাসে
নবীন বিজয়-আশে।
মমিনের তীক্ষ্ণ অসি—ভীম পরাক্রম—
বহুদিন ভুলে আছে ক্ষত্র-রাজ-গণ !
এত স্পর্দ্ধা—তাই এত রণ-আয়োজন !
আর, যশল্মীর ? কি উদ্দেশ্য তার ?

এব্রা। দূতমুখে মহারাজ দেছেন বারতা,
তিনদিন পরে—পত্রোত্তরে—
জানাবেন নিবেদন সুলতান-পাশে।

মমিন। তিনদিন ? দীর্ঘকাল তিনদিন !
রণ-নীতি অতি ক্ষিপ্রগতি !
এত দীর্ঘ বিলম্বের নাহি অবসর !
ফিরায়ে পাঠাও দূতে,
আজই আমি চাহি প্রত্যুত্তর !

এব্রা। অনুমতি হয় যদি, দূতবেশে—
আমি যাই যশল্মীর-পাশে!
বাধে যদি রণ,
বিপক্ষের সৈন্যবল, প্রজাদের মন,—
কোন পথে আক্রমণ-সুযোগ কেমন,
বহু তত্ত্ব র'ব অবগত!

(শিবির-রক্ষকের প্রবেশ)

শি-র। মহারাজ খ্যাতিসিংহ আগত শিবিরে। [প্রস্থান।

মমিন। খ্যাতিসিংহ? যশল্মীরপতি?
যাও ত্বরা—সসম্মানে নিয়ে এস তাঁরে!

[এব্রাহেমের প্রস্থান।

অবনত যশল্মীর! অবশিষ্ট ক্ষুদ্র কয় রাজা!
অনুমানি—আসন্ন সমর যবে,
এ রাজ-পদাঙ্ক তা'রা করিবে আশ্রয়!
স্থির জানি বহুদিন আমি,
মমিন পাঠান সনে সমর-অঙ্গনে—
ধরণী ধরেনা বীর—হয় অগ্রসর!

(এব্রাহেম, খ্যাতিসিংহ ও বীরচাঁদের প্রবেশ)

মমিন। আসুন মহারাজ, মহাবীর আপনি—রাজপুত-গৌরব!

খ্যাতি। জাঁহাপনার জন্য কিঞ্চিৎ উপহার কোষাধ্যক্ষের হস্তে অর্পণ করেছি, কৃপা করে' গ্রহণ করেন তো—

বীর। শঙ্কিত হবেন না! সুলতান কি আমাদের মনঃকষ্ট দিতে পারেন?

মমিন। অবশ্য গ্রহণ করবো মহারাজ। আপনার স্বেচ্ছা-প্রদত্ত উপহার সানন্দে গ্রহণ করবো!

এব্রা। মহারাজের সহিত বিনাবিবাদে কার্য্যসিদ্ধি হওয়ায় সুলতান বড়ই প্রসন্ন।

মমিন। খোদাতালা মহারাজকে সুবুদ্ধি প্রদান করেছেন।

বীর। তাঁ'র অপার করুণা কি না!

মমিন। দেখুন মহারাজ, কাল অপরাহ্নে পাঠান-বাহিনী শক্তিপুর-অভিমুখে যাত্রা করবে। বিলম্বে ক্ষতির সম্ভাবনা! আমরা এখন পরস্পর মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ। সুতরাং যশল্মীর মধ্য দিয়ে পাঠানসৈন্য গমনে নগরবাসীদের বোধ করি আপত্তি হবে না!

খ্যাতি। কিছুমাত্র না! আমি নাগরিকদের পক্ষ হ'তে সাদরে সুলতানকে আহ্বান করছি।

বীর। একটা কথা ভরসা করে' জনাবকে নিবেদন করি। সামান্য একটা চালকলাখেগো পাগলা বামুনকে বন্দী করতে এত-বড় পরাক্রান্ত সুলতানের অজগর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এই দুর্দ্দান্ত পথ-হাঁটাহাঁটী কি ভাল দেখায়? পাগল সন্ন্যাসী হঠাৎ ক্ষেপে উঠে যদি একটা কুকর্ম্মই করে' থাকে, তার কি মার্জ্জনা নেই সুলতান? আপনি ন্যায়বান্ বলেই বল্‌ছি!

মমিন। ব্রাহ্মণ, আমি অর্থলোভে বা রাজ্য-বিস্তার-আকাঙ্ক্ষায় এই যুদ্ধসজ্জা করে' আসি নি! মহারাজ ব্রহ্মদেব পূর্ব্বসন্ধিমতে আমাদের অধীনতা স্বীকার ক'রেও এক্ষণে আমার ন্যায়সঙ্গত অনুরোধ লঙ্ঘন করাতে পাঠানের আত্মসম্মানে গুরুতর আঘাত লেগেছে। এমন কি—আমাদের পত্রের একটা প্রত্যুত্তর দেওয়াও তিনি যুক্তিসঙ্গত বোধ করেন নি। স্পষ্টাক্ষরে—ব্রহ্মদেব বিদ্রোহী,

—গুপ্ত পাঠান-হত্যার পরিপোষক। তা'র দর্প চূর্ণ করে' সর্ব্ব-সমক্ষে সেই নৃশংস হত্যাকারীর উচিত শাস্তি না দিলে সুলতানের অপকীর্ত্তির সীমা থাকবে না।

বীর। কিন্তু, জাঁহাপনা, হত্যাকারী যদি ইতিমধ্যে প্রাণভয়ে দেশত্যাগী হয়ে পলায়ন করে?

এব্রা। শক্তিপুর-রাজ ব্রহ্মদেবকে তার জবাবদীহি করতে হবে।

মমিন। অপরাধীর দণ্ড রাজ-মস্তকে পড়বে!

বীর। ঠিক! তা হলে—মহারাজ, আপনারা সদালাপ করুন। আমি যথাসম্ভব নগর-সজ্জার ব্যবস্থা করিগে।

[প্রস্থান।

মমিন। মহারাজের এই অকৃত্রিম মিত্রতার প্রতিদান-কল্পে আজ আমি প্রতিশ্রুত হচ্চি, স্বদেশে প্রত্যাগমন করে' মন্ত্রীসভা দ্বারা হুকুম-নামা পাঠাব, যা'তে ভবিষ্যতে যশল্মীর-রাজের আর হিরাটে বাৎসরিক নজর পাঠাবার আবশ্যক হবে না! তখন আপনি অক্ষরে অক্ষরে স্বাধীন নরপতি।

খ্যাতি। মহানুভব সুলতান! আপনার এ প্রতিশ্রুত দান যশল্মীরের আশার অতীত। আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি—দিগ্বিজয়ী সুলতানের বীরত্বের অধিক এই অপরিসীম মহত্ত্ব ভারতে অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করবে!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

যশল্মীর-প্রাসাদ—কক্ষ।

যমুনা ও বীরচাঁদ।

বীর। তখন মা আমি দীনদরিদ্র। শক্তিপুরে দু'চার ঘর যজমান, তা'দের পৌরহিত্য করে' কায়ক্লেশে জীবন-যাত্রা চলে। আবাস—শক্তি-কাননের অদূরে এক জীর্ণ কুটীরে, অবলম্বনের মধ্যে মাতৃহারা আট বছরের ছেলে—সোণার! বালকের স্বর্ণকান্তি দেখে পাড়ার লোকে আদর করে' তা'কে 'সোণার' বলে' ডাকত। যখন মা দীপ্ত মধ্যাহ্নে দেবার্চ্চনার পর ক্ষুধার্ত্ত মলিন মুখে গৃহে ফির্তেম, দূর হতে দেখ্তেম—কুটীর-সম্মুখে বটবৃক্ষতলে সঙ্গীহারা সোণার আকুল দৃষ্টিতে পথের দিকে চেয়ে আছে। কতদূর পর্য্যন্ত ছুটে এসে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্তো—বিলম্বের জন্য অভিমানের কত মধুর তিরস্কার করতো!

যমুনা। কোথায় সে বালক! তা'কে যশল্মীরে আননি কেন?

বীর। বলছি মা—কেন তা'কে আনিনি! একদিন দূর হ'তে নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষতলে সোণারকে দেখতে পেলেম না! কত অশুভ আশঙ্কা কল্পনা করতে করতে—পুত্রের কল্যাণ-কামনায় কি প্রাণ মনে শক্তিনাথকে ডাক্তে ডাক্তে বাকি পথটুকু ফুরিয়েছিল, কি বলবো মা!

যমুনা। তারপর?

বীর। কুটীর-প্রাঙ্গণের দক্ষিণে একটা বহুপুরাতন পাত্‌কো ছিল! দেখলুম—তা'র সন্নিকটে দু'জন প্রতিবেশী বিমর্ষমুখে বসে'

আছে। আমার সঙ্গে চোখোচোখী হ'তেই মুখ ফিরিয়ে নিলে। আর মা,—দেখে স্তম্ভিত হলেম! তা'দের অন্তরালে ধূলোর ওপর সিক্তবস্ত্রে সোণার আমার স্পন্দহীন পড়ে আছে। দরিদ্রের নিধি—মুমূর্ষু ব্রাহ্মণীর বড় মমতায় গচ্ছিত রত্ন অভাগাকে ইহজীবনের মত ফাঁকী দিয়ে চলে গেছে!

যমুনা। অসাবধানে বুঝি কূপের মধ্যে পড়ে গেছল?

বীর। তা'তো নয় মা? দু'জন পানোন্মত্ত পাঠান-ওমরাহ শীকারের পর জয়চিহ্নস্বরূপ বর্ষার ফলকে হতমৃগের ছিন্নশির বিদ্ধ করে' ওই পথে ফিরছিল। অপরূপ হরিণ-মুণ্ড দেখে বালক উল্লাসে করতালী দিয়ে ওঠে। দুর্বৃত্তেরা তা'তে রুষ্ট হয়ে সেই বর্ষাবিদ্ধ হরিণ-মুণ্ড নিয়ে শিশুকে প্রহার করতে উদ্যত হয়। ভয়ে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাতে গিয়ে সোণার কূপের মধ্যে পড়ে গেল। কিন্তু, চোখের ওপর অবোধ শিশুর এই চরম বিপদ দেখেও নৃশংসেরা পরম নিশ্চিন্ত মনে গন্তব্য পথে চলে গেল। প্রতিবেশী দু'জন দূর হ'তে অনুমানে কতকটা সন্দেহ করে ছিল। তা'রাই এসে বহু আয়াসে মৃতদেহ কূপ হতে উদ্ধার করে।

যমুনা। আহা! বালক! অজ্ঞান! তা'রা কি মায়া-মমতা-বর্জ্জিত!

বীর। আমি তখন উন্মাদের মত পাঠানেরা যে পথে গেছে, সেই দিকে টল্‌তে টল্‌তে ছুট্‌লেম। সৌভাগ্যক্রমে শক্তি-আশ্রমের অপরপ্রান্তে বৃক্ষতলে বসে' দুরাত্মারা শ্রান্তিদূর করছিল। পেছন থেকে একেবারে বাঘের মত লম্ফ দিয়ে তা'দের এক-জনের টুঁটী টিপে ধরলেম। কিন্তু, মনের জোরের মত গায়ের জোর তো নেই মা! পরক্ষণেই দেখি—প্রচণ্ড আঘাতে আমি

ভূতলে নিক্ষিপ্ত—পাষণ্ড আমার বুকের ওপর পর্ব্বত-ভার নিয়ে চেপে আছে। আর, তার সহচরের উদ্ধৃত কৃপাণ আমার গ্রীবা লক্ষ্য করে' তর্ তর্ নেমে আসছে।

যমুনা। কি বিপদ!

বীর। বিপদ নিশ্চিত হ'তো, যদি মা তোমার গুরু—শক্তিনাথ-পুরোহিত রুদ্রদেব সেই মুহূর্ত্তে সেথায় উপস্থিত হয়ে যমের হাত হ'তে তরবারি ছিনিয়ে না নিতেন! ব্যর্থমনোরথ পাঠান ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে রুদ্রদেবের বক্ষে পদাঘাত করলে!

যমুনা। অ্যাঁ!

বীর। অপর পাঠানটাও আমায় পরিত্যাগ করে' অসি-হস্তে তাঁ'কে আক্রমণ করতে গেল। কিন্তু, মা, আশ্চর্য্য দেখেছি পুরোহিত ব্রাহ্মণের শক্তি—অসাধারণ অস্ত্র-কৌশল। চমক ভেঙ্গে যখন দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেম—অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা নীরব হয়ে গেছে। অদূরে বর্ষাগ্রবিদ্ধ প্রতিহিংসাতৃপ্ত মৃগমুণ্ড দুটো সদ্যঃছিন্ন ভূলুণ্ঠিত পাঠানমুণ্ডদের দিকে স্থিরনেত্রে চেয়ে আছে।

যমুনা। এতক্ষণে বুঝেছি! এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে সুলতান এত ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছেন! এই অপরাধে রুদ্রদেবের প্রতি তাঁ'র এত লোলুপ-দৃষ্টি!

বীর। শক্তিপুর-রাজের আদেশে এ কথা এতদিন অপ্রকাশিত ছিল। এখন মা তোমার গুরুদেবকে—আমার প্রাণদাতা নিরপরাধ দেবচরিত্র রুদ্রদেবকে ক্রুদ্ধ সুলতানের কবল হ'তে রক্ষা কর। আশ্রয়ার্থী হয়ে ভয়ার্ত্ত ব্রাহ্মণ আজ তোমার দ্বারে শরণাগত।

[প্রস্থান।

(রুদ্রদেবের প্রবেশ)

যমুনা। প্রণাম চরণে গুরুদেব ! একি প্রভু—একি মূর্ত্তি আজ !
রক্ত-জবা ক্রুদ্ধ আঁখি বরিষে অনল,
থর থর বিকম্পিত সর্ব্ব অবয়ব,
ঘনশ্বাসে প্রবল পবন,
হে ব্রাহ্মণ ! ক্ষমা কর—পরিহর' রোষ !

রুদ্র। গুরুদ্রোহী—মহাশত্রু মমিনের সনে
এত আকিঞ্চনে সৌহার্দ্দ্য-স্থাপন ?
ভাল—ভাল মহারাণী !
অটুট বন্ধনে বাঁধিয়াছ সিংহাসন !
সেথা—চন্দ্রতট, কলিঞ্জর, কনৌজ, গুর্জ্জর
সম্মিলিত শক্তিপুর সনে,—
জনে জনে করেছে শপথ
প্রাণপণে রক্ষিতে এ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণে,
আর হেথা—অপুত্রক যশল্মীর-পতি,
দেব-বরে পাইয়া কুমার—কুমার সমান রথী,
লালায়িত কা'র সনে মিত্রতা-বন্ধনে ?
পুত্র-কল্পে পূত যজ্ঞ অনুষ্ঠানে তব,
উপবাসী অহর্নিশি হোতা যে ব্রাহ্মণ,
তার মৃত্যু পণ করে'—
যে পাঠান সমাগত সুদূর হিরাট হ'তে !
ক্ষত্র-ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ-পালন—গেল রসাতলে,
চক্ষুঃলজ্জা—একবিন্দু ক্ষীণ কৃতজ্ঞতা—
মহারাণি ! তাহারও অভাব এত ?

যমুনা। দেবদেবে করিয়া অর্চ্চনা পেয়েছি নন্দন,
দেব-কার্য্যে দিতে বলি তারে,
জেনো প্রভু—ক্ষত্রিয়-রমণী নাহি ডরে!
শান্ত হও দেব!
পাদপদ্ম স্পর্শ করি'—করি অঙ্গীকার,
তব প্রাণরক্ষা-ভার রহিল আমার।
প্রত্যাগত হ'লে নররায়,
বুঝাব তাঁহায় ছার সন্ধি দিতে বিসর্জ্জন।

রুদ্র। আশীর্ব্বাদ করি লক্ষবার,
পূর্ণ হোক প্রয়াস তোমার।
এবে—শোন মাতা স্বরূপ বারতা!
প্রাণরক্ষা তরে তোমার দুয়ারে
আসি নাই লইতে শরণ!
জীর্ণ দেহ লোল অঙ্গ অল্পদিন আর
ধরণীরে দেবে ভার!
ক'দিনের তরে কতটুকু মমতা জননী?
হাসিমুখে ধরা দিতে সুলতান মমিনে,
স্বেচ্ছায় যেতেম চলে পাঠান-শিবিরে।
কিন্তু, উদ্দেশ্য আমার—
এই রণ-উপলক্ষে শিষ্যের কল্যাণ-প্রতিকার।
তোমাদেরই সুমঙ্গল-আশে, আশ্রিতের আর্ত্ত বেশে—
দেশে দেশে ফিরিতেছে ব্যাকুল ব্রাহ্মণ।
হেরি মম মলিন বদন, দৃঢ়পণ ক্ষত্র-রাজগণ
বদ্ধ-পরিকর সবে বাহিরে পাঠানে

কর মাতা যোগদান তাহাদের সনে,
দিগ্বিজয়ী মমিনের রণদর্প যত,
ধ্বংস—চূর্ণ—বজ্রাহত রহিবে প্রান্তরে।
অক্ষয় গাহিবে কীর্ত্তি নগরে নগরে,
আর, শিষ্যের গৌরবে—
কৃতার্থ মানিবে দীন ব্রাহ্মণ-জীবন!

(খ্যাতিসিংহ ও কুমারের প্রবেশ)

খ্যাতি। কেন ত্যক্ত কর বৃথা চঞ্চল বালক?
জটিল সাম্রাজ্য-নীতি নহ অবগত,
তাই ক্রমাগত কহ রণ-রণ কথা!
প্রত্যক্ষ পেয়েছি পরিচয়,
সুলতান মমিন অতি মহৎ হৃদয়,
বীরত্ব ও মহত্বের পূর্ণ সম্মিলন!
পরের কারণে—পরাজয় স্থির জেনে—
কে নির্ব্বোধ হেন রণে হ'বে অগ্রসর?
এ কে হেথা? প্রভু রুদ্রদেব!

যমুনা। মহারাজ, বহু পুণ্যফলে আজ—
ইষ্টদেব-পুরোহিত সমাগত পুরে।
পবিত্র ব্রাহ্মণরূপে হিন্দুর প্রত্যক্ষ দেব,
প্রবলের উৎপীড়ন হ'তে রক্ষা তরে,
আশ্রয়-ভিখারী আজ হিন্দু-রাজ-পাশে!
অভয় প্রদান' নরনাথ!

খ্যাতি। ক্ষমা কর হে ব্রাহ্মণ, অসমর্থ আমি!
শক্তিপুরে সমুদ্ভূত বিবাদের মূল,

শক্তিপুর-অধিপতি দিবেন অভয়।
মিত্র মম সুলতান মমিন,
পণে বদ্ধ—অঙ্গীকার নারিব লঙ্ঘিতে!

যমুনা। ছিছি লজ্জা! কোন্ প্রাণে কহিলে ধীমান,-
রুদ্রদেব-প্রতিদ্বন্দ্বী মমিন পাঠান মিত্র তব?
আর, যদি বা সে মিত্র তব হয়,
রুদ্রদেব-অনুগামী প্রজাগণ সবে,
তাহাদের মিত্র সে তো নয়!
প্রজার কারণে গহন কাননে—
রামচন্দ্র পাঠালেন সাধ্বী জানকীরে!
রাজা তুমি—পূর্ণ কর প্রজার কামনা।
দুরন্ত প্লাবন সম প্রবল বাহিনী
ব্রাহ্মণে গ্রাসিতে ধায়, ক্ষত্র নামে দিয়ে পরিচয়-
ক্ষত্ররাজ! রহিবে নীরব সাক্ষ্য তার?

রুদ্র। মহারাজ! চিরাশ্রিত পুরোহিত তব,—
ভিক্ষা ক'রে তোমার দুয়ারে
প্রত্যাখ্যাত হইবে না কভু,
এই বিশ্বাসের ভরে আশ্বাসিত করে'
সমবেত করিয়াছি ক্ষুদ্র রাজগণে!
এবে যদি তুমি হও প্রতিকূল রণে,
একদণ্ডে ব্যর্থ হবে—
প্রাণপণ এত শ্রম রণ-আয়োজন!
বড় আশা 'পরে মর্ম্মাহত হবে বীরগণ।
রাখ কথা—এ বিপ্রের রাখ অনুরোধ!

রক্ষিতে তোরণ—দেহ আজ্ঞা সৈন্যগণে
অস্ত্র-করে রণসাজে হইতে সজ্জিত !

কুমার। আদেশ' কিঙ্করে, এখনি পাঠাব সমাচার।
মনভঙ্গে ম্রিয়মাণ সারা অনীকিনী,
শুনিলে এ সমর-কাহিনী—
বীরদর্পে রণরঙ্গে উঠিবে নাচিয়া।

খ্যাতি। অনেক ভেবেছি রাণী, রণ-যুক্তি মন নাহি মানে !
পরাক্রান্ত চন্দ্রধার লাহোর-ঈশ্বর,
কেশরী অমলধার তনয় তাঁহার,
পরাভূত বার বার মমিন-সমরে।
স্বচক্ষে এসেছি দেখে রণ-সজ্জা তার,
জ্ঞান হয়—সুনিশ্চয় ক্ষত্র-পরাজয়।
আর জেনো—এই পরাজয়ে
শুধু রাজ্য নয়—প্রাণ যাবে সবাকার !

যমুনা। প্রাণ যাবে, তা'র তরে এত ডর প্রভু !
ক্ষত্রিয়ের দশমুখে মান গেল যার,
প্রাণে তা'র মূল্য কোথা আর ?
চেয়ে দেখ—দেবব্রত ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ
বুকভরা আশা লয়ে ভিখারী দুয়ারে,
ওই দেখ—বংশের দুলাল
অপমানে ভূতল-সংলগ্ন দৃষ্টি,
মুক্ত ধরা কারা সম হেরে ;—
আর দেখ—শ্রীচরণে সেবিকা তোমার

করযোড়ে যাচে প্রতিকার,—আশ্রিতের রাখ মান,
অটুট রহুক ভবে ক্ষত্রিয়-গৌরব !

খ্যাতি। ভাল, তবে তাই হো'ক রাণী !
পূর্ণ হো'ক আকাঙ্ক্ষা তোমার !
রুদ্ধ কর নগর-তোরণ,
দামামা বাজায়ে রণবার্ত্তা দেহ ঘরে ঘরে।
মহারাণী, সেনাপতি, ব্রাহ্মণ-দেবতা
রণে যদি সবে অনুকূল, হো'ক তবে রণ।
কিন্তু, হে ব্রাহ্মণ,
গণনায় জেনেছ কি পরিণাম কিবা ?

(সরযূর প্রবেশ)

সরযূ। গণনার নাহি প্রয়োজন। স্বচ্ছ দর্পণের 'পরে—
স্বর্ণাক্ষরে সমরের ফলাফল-কথা
সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষীভূত নয়নে আমার।
পরাজয়, অগণ্য প্রজার প্রাণক্ষয়,
রণক্ষেত্রে তোমারে হারায়ে—
অগ্নিকুণ্ডে আমি দিব ঝাঁপ,
আলো করে' স্বর্ণ-সিংহাসন
সেনাপতি নব রাজ্য করিবে শাসন,
আর, জ্যেষ্ঠা রাজ-রাণী হবে রাজ-মাতা।
ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্রে—নারীর চক্রান্তে—
সরল নৃপের কি সুন্দর পরিণাম !

যমুনা। ওকি পুত্র ?
রোষ-দীপ্ত রক্তআঁখি সাজেনা তোমায় !

জননী তোমার—অমর্য্যাদা নাহি কর তাঁর!
আর, তুমি নত আঁখি কেন গুরুদেব?
অকারণ ত্যজ মনস্তাপ!
সাপিনীর কাল জিহ্বা হ'তে—
গরল তো চিরদিন উদ্গীরিত প্রভু!

সরযূ। মহারাজ, তোমার অনিষ্ট তরে হিত ক'য়ে—
এত সহি কটু বাক্যবাণ!

খ্যাতি। না—না—অনুচিত সমর-প্রস্তাব!
অল্প প্রয়োজনে পাঠানে করিয়া বৈরী,
কালসর্পে নিমন্ত্রিয়া আনিতে স্বগৃহে—
একান্ত অক্ষম আমি।

রুদ্র। দাও মা বিদায় তবে দরিদ্র ব্রাহ্মণে,
রাজ-রাজেশ্বরী তুমি, কি আর করিব আশীর্ব্বাদ!
এ ব্রাহ্মণ আজীবন কৃতজ্ঞ জননী!

সরযূ। নরহত্যা-পাপলিপ্ত সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ,
এ মুহূর্ত্তে রাজ্য হ'তে কর পলায়ন।
রাজ-পুরে আগমন পাইলে সন্ধান,—

রুদ্র। প্রভু সুলতান ক্রুদ্ধ হবে তোমাদের 'পরে?
সঙ্কটের কথা বটে! যেতেছি জননী।
রাজপুতকুলগ্লানি স্ত্রৈণ কাপুরুষ,
এই কালকূটভরা রমণী-হৃদয়—
তবু ভাল—উচ্চতর তবু তোমা' হ'তে!
ছিছি! এত ভ্রম পণ্ডশ্রম সব!

পাপপুরী এই দণ্ডে ত্যজিতে উচিত !

(প্রস্থানোন্মত)

যমুনা। কোথা যাও হে ব্রাহ্মণ ?

রাজ-গৃহে ভিক্ষাপ্রার্থী তুমি।

রাজা যদি পরাঙ্মুখ অতিথি-সৎকারে,

রাজরাণী জীবিত এখনো !

প্রার্থনা-পূরণ অবশ্য হইবে তব।

দেব-মূর্ত্তি রক্ষণের তরে—

এই নিয়ে যাও সাথে নন্দনে আমার।

মহাকার্য্যে কথঞ্চিৎ দীন উপহার—

দুখিনীর নয়নের মণি !

খ্যাতি। সাবধানে শোন পুত্র বচন আমার।

পিতৃ-আজ্ঞা—রাজ-আজ্ঞা করহ পালন।

মন্ত্রমুগ্ধা—উন্মাদিনী জননী তোমার !

কুমার। অপরাধ ক্ষম' পিতৃদেব !

উন্মাদিনী সত্য যদি জননী আমার,

হৃদিস্থিত বাসুদেব অলক্ষ্য-নির্দ্দেশে—

হৃদ্‌পিণ্ড-স্পন্দনের ছলে উপদেশে—

রণপথে উৎসাহিত করেন সেবকে।

তোমার চরণ স্মরি'—

পুণ্যময়ী জননীর বাক্য শিরে ধরি'

করিতেছি পণ—ব্রাহ্মণের রক্ষিব জীবন !

যতদিন সঞ্চালিত দেহে কণামাত্র ক্ষত্রিয়-শোণিত,

চন্দ্র সূর্য্য যতদিন হেরিবে নয়ন,

জীবন করিয়া পণ রোধিব মমিনে।
অনুগ্রহে সেনাপতি আছিল এ দাস,
অধিকার-চ্যুত আজি হ'তে।
লহ দেব কটিবন্ধ সুবর্ণ-খচিত,
তরবারি হীরক-মণ্ডিত,
শ্রীচরণে সসম্মানে করি প্রত্যর্পণ!

খ্যাতি। দম্ভ তব অত্যধিক উদ্ধত যুবক!
ভাল, এই দণ্ডে যাও চলে।
রাজ-আজ্ঞা—রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত তুমি।
স্থির জেনো মনে, যশল্মীর-সিংহাসনে
এ জীবনে স্থান নাহি তব। [প্রস্থান।

সরযূ। স্তব্ধ কেন মহারাণী?
বস্ত্রাঞ্চলে আঁখি-নীর কেন বা সম্বর?
চক্রান্ত বিফল হ'ল, তা'ই কি আক্ষেপ?
অথবা—এ নন্দনের চির-নির্ব্বাসনে
বিদায়ের শোকাশ্রু-নির্ঝর?

যমুনা। নয়নের জ্যোতিঃ মম সোণার কুমারে
রাখি দূরে আঁখির অন্তরে,
ভেবেছ কি—সতিনী-প্রসাদ-ভিক্ষু হয়ে
রাজপুরে করিব বসতি!
শতজীর্ণ পর্ণশালা লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ!
নহি আর রাণী,
আজ হ'তে ভিখারিণী—সন্ন্যাসিনী আমি

পুণ্যক্ষেত্র শক্তিপুরে আশ্রয় আমার !
চল পুত্র—এস গুরুদেব !

[যমুনা, রুদ্রদেব ও কুমারের প্রস্থান।

সরযূ। কণ্টক উদ্ধার হ'ল—নিশ্চিন্ত এখন।

[প্রস্থান।

(বীরচাঁদের পুনঃপ্রবেশ)

বীর। বুদ্ধির পরিচয় খুব দিলে বীরচাঁদ! হতাশ্বাস ব্রাহ্মণ অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে শক্তিপুরে ফিরে যাচ্ছিল, সাধ্যসাধনা করে' তাঁকে রাজ-অন্তঃপুরে এনে কেমন একটা বিকট সর্ব্বনাশের সৃষ্টি করলে? রাজরাণী ভিখারিণী—কুমার নির্ব্বাসিত! হবে না? আমার মত লক্ষীছাড়ার কেন তা'রা হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল? আশ্রয়ার্থী ব্রাহ্মণবেশী শণিকে কেন চিন্‌তে পারে নি? এ অদৃষ্টের এমনি দুর্ব্বিবহ তেজ—যেথায় যাব, দশদিকে অগ্নি-ধারা ছুট্‌বে! চাঁদের মত ফুট্‌ফুটে ছেলেটা বড় মুখ-চাওয়া হয়েছিল—বড় গলায় গলায় থাক্‌তো, একটা ঝাপ্‌টার ভর সইল না! ত্রস্ত হয়ে ছুটে এসে রুদ্রদেব বড় মৃত্যু-মুখ হ'তে উদ্ধার করেছিল, প্রতিশোধে মৃত্যু এসে দশগুণ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরে' রাক্ষসের মত তা'র টুঁটী চেপে ধরেছে! গুরু-অনুরোধে যমুনাদেবী বড় যত্নে আশ্রয় দিয়েছিল, সেই পাপে ছেলের হাত ধরে' রাজরাণী মা আমার নিরাশ্রয়া! এ কি আমার কম শক্তি! একবার আমায় আশ্রয় দিয়ে দেখ দেখি সুলতান, বুঝবো তোমার কেমন বিক্রম! তা হয় না পাঠান! ভিন্ন-ধর্ম্মা-বলম্বী,—তাই রক্ষা পেলে! নইলে ছলছুতো ধরে' প্রচ্ছন্ন

সর্ব্বনাশের ভরা মাথায় করে' এই দণ্ডে তোমার দ্বারে উপস্থিত হতেম, কিছু না হোক্—ভূ-কম্পে পাঠান-শিবির ধ্ব'সে যেতো !

[প্রস্থান।

শক্তিপুর—রাজকক্ষ।

ব্রহ্মদেব ও ধীরসিংহ।

ব্রহ্ম। বিবাহ-বন্ধন এবে রহিল স্থগিত !

ধীর। কেন মহারাজ ? অন্তরায় কিবা তাহে ?
সমাগত পূর্ণিমার নিশি, মহোৎসবে মত্ত শক্তিনাথ !
প্রতি গৃহে জ্বলিবে মঙ্গল-দীপ,
আরতির শান্তি-শঙ্খ—
উৎসবের শুভবার্ত্তা করিবে প্রচার।
গ্রহাচার্য্য দৃঢ়কণ্ঠে কহিল সভায়—
উদ্বাহের প্রশস্ত দিবস সেই,—

ব্রহ্ম। শোন রাজপুত্র !
সংসার-আঁধারে উজ্জ্বল চন্দ্রমা সম
একমাত্র দুহিতা আমার,
এ ব্যাকুল সাথী-হারা বৃদ্ধের নয়নতারা !
ছিল সাধ মনে—যশল্মীর-রাজপুত্র কুমারের সনে
উদ্বাহ-বন্ধনে বাঁধিব সে স্বর্ণলতা !

কিন্তু, হায়! জীবনের এই অবেলায়,
মৃত্যুচ্ছায়াম্লান এই জীবন-সন্ধ্যায়—
প্রাণ নাহি চায় দুহিতায় পাঠাতে অন্তরে।
শৈশবে জননীহারা নন্দিনী আমার,
চলে গেলে পতি-গৃহ-বাসে,
নিভে যাবে বৃদ্ধের নয়ন-আলো!
ভাবিলাম পরে, তা'রে অর্পি তব করে—
রাজসিংহাসনোপরে স্থাপিব তোমায়।
কিন্তু, দৈব প্রতিকূল, বিঘ্ন উপস্থিত এবে!

ধীর। আমন্ত্রণ-পত্র তব শিরোধার্য্য করে'
সমাগত সুদূর পট্টন হ'তে!
এবে ভঙ্গ হয় যদি বিবাহ-প্রস্তাব,
নিদারুণ অপযশ রটিবে আমার।
অপদস্থ হ'ব লোক-মাঝে।

ব্রহ্ম। শুনেছ সংবাদ—
সাক্ষাৎ শমনরূপী সুলতান মমিন
অগণন তুর্ক-সেনা লয়ে আক্রমিতে আসে শক্তিপুর!
দেব-পুরোহিত রুদ্রদেব—
যশল্মীর-রাজ্যেশ্বরে করিতে আহ্বান
স্বয়ং গেছেন তথা!
এ ঘোর সঙ্কট-কালে—রাজা আমি—
সাজে না তো দুহিতার বিবাহ-উৎসব!

ধীর। বিক্রমে বিশাল সেই মমিন-বাহিনী,

পরাজিত বারবার ক্ষত্র-সেনা।
নরনাথ! জয়-আশা ক্ষীণ এ বিগ্রহে।

ব্রহ্ম। যশল্মীর হইলে সহায়, অসম্ভব নহে জয়-আশা!
কুমারসিংহ যুবরাজ তা'র,
শুনিয়াছি কুমার সমান বীর্য্যবান,
অসমসাহসী বীর-যুবা!
দৃপ্ত রাজপুত সহ এ মিলিত সেনা
দৃঢ়পণে রণে যদি হয় আগুয়ান,
অসম্ভব নহে জয়-আশা!

ধীর। কিন্তু, যদি অসম্মত হয় যশল্মীর?

ব্রহ্ম। যদি অসম্মত হয় যশল্মীর? বিষম সমস্যা তবে!

(রুদ্রদেব ও কুমারের প্রবেশ)

রুদ্র। মহারাজ! অসম্মত যশল্মীর!

ব্রহ্ম। সে কি দেব! নিষ্ফল প্রার্থনা তব?

রুদ্র। যশল্মীর বিক্রীত মমিনে! কিন্তু,
একান্ত নিষ্ফল নহে সাধনা আমার!
উচ্চকুলোদ্ভব হের ক্ষত্রিয়-যুবক
স্বেচ্ছায় ত্যজিল গৃহ-বাস, পণে বদ্ধ—
প্রাণদানে এ ব্রাহ্মণে করিবে রক্ষণ!

ব্রহ্ম। ধন্য হে ক্ষত্রিয়-বীর! দেবতার মঙ্গল-আশিস্—
শতধারে বর্ষুক তোমার 'পরে!
ছিল আশা—যশল্মীর হইবে সহায়!

ধীর। পরিবর্ত্তে আবির্ভূত উন্মত্ত যুবক!

রুদ্র। রাজপুত্র ! জন্মান্ধ যে জন,
চন্দ্রসূর্য্যতারাপ্রভ নিখিল ভুবন
আঁধার নয়নে তা'র।
হতভাগ্য আলোকের মূর্ত্তি নাহি চেনে !
মহারাজ ! সম্ভ্রান্ত এ ক্ষত্রিয়-যুবার
আতিথ্যের ভার—তোমা' পরে করি' সমর্পণ
পরিশ্রান্ত চলিল ব্রাহ্মণ ! [প্রস্থান।

ব্রহ্ম। স্বাগতঃ হে ক্ষত্রিয়-যুবক,
রাজপুরে আতিথ্য করহ অঙ্গীকার !
এ প্রাসাদে—রাজোদ্যানে—রাজসভা-গৃহে
জেনো তব অবারিত-দ্বার !

[ব্রহ্মদেব ও কুমারের প্রস্থান।

ধীর। ব্রাহ্মণ-চালিত রাজা—
পতঙ্গের প্রায় মরণ-বহ্নির বুকে ধায় !
কে রোধিবে মমিনের দুর্দ্দম সে গতি ?
জয়সিংহ ? নন্দরায় ?
স্রোতে তৃণ ভেসে যাবে আক্রমণ-বেগে।

[প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য।

শক্তিপুর—রাজপুর-সংলগ্ন উদ্যান—কাল সূর্য্যাস্ত।

চঞ্চলা।

গীত।

চুরি করে' করে' রূপ দেখি।
কত যে যাতনা সে তো তা বোঝেনা
সহসা যখন চোখোচোখি।
দুঁহের আগুনে গুমরি' গুমরি'
এ জ্বালা যতনে রাখি বুকে ধরি,
চোখে আসে বারি, চকিতে শিহরি
লাজ-ভয়ে ঢাকি দু'টী আঁখি।

(ইন্দুর প্রবেশ)

ইন্দু। একা একা আপন-হারা এ গান কেন চঞ্চল ? আজ ধরা পড়েছ !

চঞ্চলা। গান আবার আপনহারা কি ? মনে হল—গাইলুম ! আর, দোকা না থাকলে কাজেই একা !

ইন্দু। তবে না হয় মনের মত একটি দোকা এনে কায়েমী বন্দোবস্তে বেঁধে দিই !

চঞ্চলা। আগে তোমার বাঁধনের শাঁখ বাজুক ! ধীরসিংহ মিলনের আশায় যে অধীর হয়ে আছেন !

ইন্দু। আমরা এদিকে যুদ্ধের ভাবনায় অধীর হয়ে আছি !

চঞ্চলা। তা' হলে ধৈর্য্য ধর! রণ-ভেরী থামলেই বাঁধনের বাজনা সুরু হবে!

ইন্দু। নারী হয়ে জন্মেছি, মরণ না হ'লে অদৃষ্ট-বাঁধন এক-দিন পরতেই হবে। কিন্তু, সে ধীরসিংহের সঙ্গে নয়! বরং দেখো—তিনি যেমন ধীরসিংহ, তাঁকে চঞ্চল-বাঁধনে বাঁধব! ইস্-ইস্-গোধূলির আরক্ত রবির মত মুখ যে রাঙ্গা হয়ে গেল!

চঞ্চলা। না—না—একি ঠাট্টা তোমার!

ইন্দু। মৃত্যুর সময় মাসীমা বড় বিশ্বাসে তোমায় মা'র কোলে দিয়ে গেছলেন। শৈশব হ'তে একসঙ্গে দু'জনে সহোদরার মত আছি। আমায় কি এত সহজে ভোলাতে পার? নির্ব্বাক রুদ্ধ প্রেম ওই তোমার মুখ-চোখ-ভঙ্গীমায় পরিস্ফুট! অবিশ্বাস কেন বোন? আমি তো অন্তরায় নই! বরং কৌশলে দুরন্ত বিদ্রোহীকে বন্দী করে' এনে রাণীর দরবারে হাজীর করবো!

চঞ্চলা। এত লজ্জাও দিতে পার? ছিছি! আমি তাঁর একান্ত অযোগ্যা!

ইন্দু। এ রত্নের যোগ্য অধিকারী পৃথিবীতে অল্পই আছে! ধীরসিংই মাণিক চিনতে পারেনি! যে দিন ভুল ভাঙ্‌বে, আদর করে' মাথায় তুলে নেবে।

চঞ্চলা। তবু ওই অনাছিষ্টি কথা! যাও—আর যদি কখনও তোমার সঙ্গে কথা কই! [প্রস্থান।

ইন্দু। শোন চঞ্চল—যেওনা। ভাল, আর না হয় ও কথা না'ই বলবো! [প্রস্থান :

(কুমারের প্রবেশ)

কুমার। এসেছিল স্নিগ্ধ ভানু রক্তিম বরণে—

উষার কনক কান্তি তরুণ অধরে,
মধ্যাহ্নে অমিততেজ মার্ত্তণ্ড প্রখর—
জীবকুল তাপ-ক্লিষ্ট আকুল তরাসে,
এবে—রবি ম্লানছবি পশ্চিম গগনে,
অস্তমুখী—পরিশ্রান্ত দিবস-সংগ্রামে!
আসে যায়, প্রকৃতির চিরন্তন নীতি!
আছিলাম রাজপুত্র গৌরব-মণ্ডিত,
কত শত রণদক্ষ সেনার নায়ক,
আজ হেথা নাম-ধাম-পরিচয়-হীন,
পর-গৃহে পর-অন্নে নির্ভর-প্রত্যাশী!

(ইন্দু ও চঞ্চলার পুনঃপ্রবেশ)

ইন্দু। (জনা) কেবা এই সুন্দর যুবক! দেখ সখী—
বীরত্ব-প্রতিভা যেন বদনমণ্ডল!

কুমার। (স্বগত) ভুবন-মোহন ছবি!
কমনীয় তনু—পদ্ম-পলাশ-আঁখি,
নন্দন-বাঞ্ছিত এই হেম-পারিজাত!
এ স্বর্ণ-বিহঙ্গ কা'র ফাঁদে দেবে ধরা?

চঞ্চলা। কেবা তুমি সদাশয়? শুনিয়াছি—
বিদেশী যুবক এক—এ সময়ে সাহায্যের তরে
সমাগত শক্তিপুরে রুদ্রদেব-সাথে!
সেই মহাপ্রাণ তুমি?

কুমার। বিদেশী সৈনিক আমি!
অপ্রতিভ ক'রনা ললনা অপাত্রে সম্মানে'।

অনুমানি—অযাচিত আসিয়া এ স্থানে—
বর্ব্বরতা করেছি প্রকাশ, ক্ষমা-প্রার্থী তার তরে!

(ধীরসিংহের প্রবেশ)

ধীর। এই যে—উদ্যান-কুঞ্জে তুমি রাজবালা!
এ কে! প্রভাতের সেই অভ্যাগত যুবা!
স্পর্দ্ধিত যুবক,
কোন্ অধিকারে হেথা করেছ প্রবেশ?

কুমার। নাহি জানি—অধিকার কোথায় তোমার,
রাজপুত্রী বিদ্যমানে—অতিথির কর অসম্মান!
এ প্রাসাদে তুমি আমি সমান অতিথি!

ধীর। নিমন্ত্রিত, অভ্যাগত নহি রাজপুরে।
বাক-দত্তা পত্নী মম রাজার তনয়া!

চঞ্চলা। নহে রাজপুত্র, বাক-দত্তা নহে রাজবালা!

ইন্দু। বিশেষতঃ—সমাগত বিষম বিগ্রহ,
ধীরসিংহ, ভুলে যাও উদ্বাহের কথা!
যে ক্ষত্রিয়-বীর এই পাঠান-সমরে
অধিক দেখাবে বীর-পনা,
কৃপায় যদ্যপি গ্রহণ করেন মোরে,
কায়মনে হ'ব তাঁর দাসী!
মহাশয়! অতিথি আলয়ে,
ইচ্ছামত অসঙ্কোচে করুন ভ্রমণ! [প্রস্থান।

কুমার। (স্বগত) হুতাশনে ঘৃতাহুতি করিলে প্রদান,
বহ্নি-শিখা শতমুখে পরশে গগন!

প্রসন্ন দেবতা যদি হ'ন,
পারি যদি মমিনেরে ফিরাতে সময়ে,
রাজবালা ! ভিক্ষা তরে দাঁড়াব দুয়ারে।

[প্রস্থান।

ধীর। রূপ-মোহে হতভাগ্য হারায়েছে জ্ঞান !
বামনের চাঁদ-ধরা সাধ !

চঞ্চলা। এই বুঝি প্রণয়ের চিরন্তন রীতি !
অন্ধ প্রেম পার্থক্যের বাধা নাহি মানে,
নির্ঝরিণী একাকিনী সমুদ্রে মিশায় !
কায়মনে ভালবাসে, অসম্ভব মিলন
যে তিলমাত্র নাহি গণে,
রাজপুত্র ! পরিণাম বল দেখি তার ?

ধীর। নিঃস্বার্থ প্রণয় যেথা,
প্রাণমনে সত্য যদি ভালবাসে কেহ,
আকাঙ্ক্ষার পরিণতি প্রাণের মিলনে !

চঞ্চলা। সার্থক প্রণয় ! ভাল, যদি কেহ যেচে হয় দাসী,
জীবন-অর্পণ করে তোমার চরণে ?

ধীর। ইন্দু বুঝি ?

চঞ্চলা। আর কেহ যদি তব প্রেম-প্রার্থী হয় ?
প্রাণ-মূল্য ভালবাসা-হার উপহার যদি কেহ দেয় ?

ধীর। অভিসন্ধি বুঝেছি চঞ্চলা,
ইন্দু চায় পরীক্ষিতে হৃদয় আমার !
বোলো রাজ-দুহিতারে—
সে আমার ধ্যান, জ্ঞান, জীবন-সর্ব্বস্ব ! [প্রস্থান।

চঞ্চলা। নারী হয়ে কত আর সাধি ?
হীন প্রাণ ! দুরাশারে বুকে দেছ স্থান,
অপমান তাই পদে পদে হেন !
ধীর ! ধীর ! তুমি তো বোঝনা—
বুকভরা সিন্ধুসম প্রেম অনাদরে পড়ে' অপেক্ষায়,
অন্ধ তুমি—বিন্দু লোভে ছুটেছ ব্যাকুল !
[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

যশল্মীর—উদ্যানের অপরাংশ।

(বীরচাঁদ ও সুলক্ষণের প্রবেশ)

বীর। সকাল-সন্ধ্যে ছোটরাণী লতাকুঞ্জেই বিরাজ করেন !

সুল। আবার বলে—ছোটরাণী ! আরে—সে ত্রিকালজ্ঞা বৃদ্ধাটা যথন গাই-বাছুরে পগার-পার হয়েছে, আমাদের রাজকন্যাই তো সর্ব্বেসর্ব্বা অধিশ্বরী ! ছোটো-ফোটো বোলোনা—খবরদার ! দিব্যি ফুল-বাগান ! তোল তো হ্যা গোলাপটা ! বোঁটার কাঁটাগুলো নির্ম্মূল করে' আন—বিঁধে না যায় !

বীর। (স্বগত) কাঁটাগুলো রাখতে হ'ল—কাজে লাগ্‌বে। (পুষ্প-চয়ন ও নিষ্কণ্টক করিয়া সুলক্ষণকে প্রদান)

সুল। একটু সৌগন্ধ অনুভব করা যাক্, কি বল ?

বীর। আচ্ছা, আপনাদের রাজা হঠাৎ যে আপনার মত

দুষ্প্রাপ্য রত্নটিকে এ রাজ্যে বিলিয়ে দিলেন, ব্যাপারটা কি? ছোটরাণী কি——

স্থূল। আবার ছোটরাণী! তুমি তো ভারী বেল্লিক হে!

বীর। বলি—আপনাদের রাজকন্যে বাপের বাড়ী খবর টবর পাঠিয়ে ছিলেন নাকি?

স্থূল। নয় তো কি যেচে এয়েছি? আমরা ক্যাঙলা নই ঠাকুর! মান-মর্য্যাদা আত্ম-সম্ভ্রম আট-ঘাট বজায় রেখে—(পৃষ্ঠে বীরচাঁদ কর্ত্তৃক কণ্টকাঘাত) উহু-হু! সর্পাঘাত নাকি রে বাবা! বামুন ঠাকুর, দেখ দেখ—গোখ্‌রো বেটা মরণ-কামড় কামড়েছে!

বীর। হাঃ হাঃ হাঃ! কিছু ভাববেন না—এ দেশে মশার এই রকম উৎপাত!

স্থূল। মশা নাকি? সর্ব্ব রক্ষে! কিন্তু, সাংঘাতিক হুল ফোটায় হে! বেটা হুলো মশা! যাই হো'ক্—মা মন্‌সার কৃপায় সাপ তো নয় রে বাবা! গরুড়—গরুড়!

বীর। ভয়ের কারণ নেই,তবে ওই যা—সামান্য একটু জ্বলুনি!

স্থূল। না—ভয় আবার কি? মশাবেটাদের আবার ভয়! হাঁ—তারপর যা বলছিলেম—আমার ডাক্‌সাইটে কূট-বুদ্ধি! দেখলে তো মহারাজ খ্যাতিসিংহের কত আহ্লাদ! আমায় পেয়ে চাঁদ হাতে পেলেন। (বীরচাঁদ কর্ত্তৃক পৃষ্ঠে কণ্টকাঘাত) উ-হু-হু! কি জ্বালা রে বাবা—গেছি—গেছি—আবার একটা কাম্‌ড়েছে হে! বেটাদের হুল নির্ব্বংশ হোক্!

বীর। ও কিছু নয়—তুচ্ছ ব্যাপার—মশার আবার কামড়? তা—মহারাজ তো আহ্লাদ করবেনই! আপনি হলেন—শালিক লোক।

সুল। শালিক লোক—কি রকম? আমি শালিক? উড়ি? কিচ্‌মিচ্‌ করি? 'চি-কট্‌-কট্‌-কোঁ-ক্যাঁ' করি?

বীর। না—না—শালিক, অর্থাৎ কিনা শালা-সম্বন্ধী লোক!

সুল। তাই বল! তোমাদের দেশে 'শালিক' কথাটার গভীর অর্থ বটে! দেখ ঠাকুর, আমি হ'ব রাণীর বিশ্বস্ত মন্ত্রী! অর্থাৎ তোমাদের রাজ্যের বুকে বসে কল-কাটী নাড়্‌ব! কিন্তু, ভেবোনা, তুমি আমার নজরে লেগেছ! তোমার একাদশে বৃহস্পতি—(বীরচাঁদ কর্তৃক পৃষ্ঠে কণ্টকাঘাত) ওরে বাপ্‌রে! কি জ্বালা! 'দম্‌ ফাটে মরি প্রাণ যায়'! না বাবা, এ রকম খোঁচাদার হুলিয়ান্‌ মশা ব্রহ্মাণ্ডে দেখিনি!

বীর। অকিঞ্চিৎকর ঘটনা—ফুঁয়ে উড়িয়ে দিন! ও দিকে লক্ষ্য করবেন না।

সুল। আরে—লক্ষ্য আর কই করছি? আর ছাই—লক্ষ্য করবার যো'ই কি আছে? উপলক্ষটা যে ক্রমাগত অলক্ষ্য স্থানেই হচ্চে! উঃ—হুলটা চাম্‌ড়া ফুঁড়ে শির্‌দাঁড়ায় গিয়ে ঠেকেছে!

বীর। ও জ্বালা আর কতক্ষণ? জুড়িয়ে গেল বলে'!

সুল। দেখ বাবা, একটা কিন্তু বড় বিচিত্র দেখছি! মশা বেটারা তোমায় তো কিছু বলে না!

বীর। হাঃ হাঃ! আমাদের ও সয়ে গেছে—গ্রাহ্যও করি না! এর মধ্যে অন্ততঃ দশ-বিশটা কামড় খেয়েছি!

সুল। বটে নাকি? বীর বট ঠাকুর—তুমি বীর বট! আমার তো এখনও থেকে থেকে চিড়িক্‌ মারছে! উঃ—পিটের এই খানটা—(বীরচাঁদের কাঁটা ফুটাইতে যাওয়া ও সুলক্ষণের সহসা দৃষ্টিপাত) আরে মর্‌! এ তো মশা পিটে ছেড়ে দিচ্চে হে!

বীর। আরে মশাই, একটা বাগা মশা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে' তেড়ে যাচ্ছিল, তাই চুপি চুপি হাত বাড়িয়ে বেটাকে—

সুল। পাকড়েছ নাকি ? দেখি—দেখি—

বীর। ধর্‌তে ধর্‌তে ভারি পিছলে গেছে !

সুল। নজর রেখে এক বেটাকে ধরতো ভায়া—ওর হুলের পিত্তি বের ক'রে দিই !

বীর। মশাই, একটু গা-ঢাকা দিন ! সহচরীরা আসছে !

সুল। আসুক না ঠাকুর—ভয় কি ? রাণী মুঠোর ভেতর !

(সহচরীগণের প্রবেশ ও গীত)

ফুলে ফুলে ফুল-ময় ফুল্ল কানন।
মন্দ-সুরভিত মধু-উপবন।
উছলে অধরে নয়নে হাসি,
সরোজে আকাশে বিকাশে হাসি,
উচ্ছ্বসি' দিশি দিশি শিহরে পবন।
ভানু-কর-বিম্বিত বিমল সর-নীর,
পল্লব-শ্যামল সচল তরু-শির,
উল্লাস-অধীর মধুকর-নিকর,
গুঞ্জন-মুখর কুঞ্জ-ভবন।

[সখীগণের প্রস্থান।

সুল। কেয়া বাহবা ! গানে কোকিলা—নাচে চঙিলা—পোষাকে রঙিলা—

বীর। আর, চেহারায় ফণিলা ! ছোবল্ মন্দ মারে না !

(বীরচাঁদের কাঁটা ফুটাইতে যাওয়া ও সুলক্ষণের দৃষ্টিপাত)

সুল। বেশ ভাই—ধরো—ধরো—হুঁসিয়ার—বেটা এবার

না ফস্কায়। ও মশা'ই হোক্ আর হাতীই হোক্, বেটাকে বেমালুম বগল্‌বাজী কর।

(সরযূর প্রবেশ)

সরযূ। এ কি ! সুলক্ষণ যে—কখন এলে ?

সুল। এই মা প্রত্যূষে এসে পৌঁছেছি ! খবর সমস্তই মঙ্গল !

সরযূ। তুমি এখানে কেন ব্রাহ্মণ ?

বীর। নিষ্প্রয়োজনে আসিনি মা ! রাজ-আদেশে এঁকে সঙ্গে করে' এনেছি ! চল্লেম মন্ত্রী মশায় !

সরযূ। দাঁড়াও ! রাজ-অন্তপুরে ও উদ্যানে তোমার প্রবেশাধিকার নেই, এ কথা আজ থেকে সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রেখো !

বীর। ছোটরাণীর আদেশ অমান্য করি না ! কিন্তু, মা, রাজ-আজ্ঞায় সর্ব্বত্র আমার অবারিত-গতি !

সরযূ। আমার বিশ্বাস—শীঘ্রই রাজ-সরকার হ'তে মুক্তি-লাভ করে' দ্বারে দ্বারে আবার তোমায় পৌরহিত্য কর্‌তে হবে !

বীর। এ তো আমার পক্ষে আশীর্ব্বচন মা ! আজন্ম আমি লক্ষ্মীছাড়া বটে, কিন্তু সহস্র প্রলোভনেও অলক্ষ্মীর উপাসনা আমার ধাতে কিছুতে সহ্য হয় না ! আশীর্ব্বাদ করি—মহারাজের মঙ্গল হোক্—ব্রাহ্মণ বিদায় হ'ল ! মন্ত্রীমশায়, সত্যই আমার আজ একাদশ-বৃহস্পতি। [প্রস্থান।

সরযূ। জেনে রাখ সুলক্ষণ, এ ব্রাহ্মণ আমাদের পরম শত্রু !

সুল। তাই তো দেখ্‌ছি মা—বেটা দারুণ ধড়ীবাজ !

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

শক্তিপুর—মন্ত্রণাগার।

ব্রহ্মদেব, জয়সিংহ, নন্দরায়, ধীরসিংহ ও কুমার।

নন্দ। সরীসৃপ পদশব্দে লুকায় বিবরে,
কিন্তু, যবে হয় উৎপীড়িত,
গর্জ্জি ঘন উর্দ্ধফণ ক্রুদ্ধ আশীবিষ—
প্রাণপণে দংশে প্রহারকে!
চিরারাধ্য রুদ্রদেবে করে অপমান,
মমিন কি এত বলবান?
কি মন্ত্রণা! দেহ ত্বরা যুদ্ধের ঘোষণা!
এ দেহে থাকিতে প্রাণ,
ব্রাহ্মণের অপমান সহিতে নারিব।

ধীর। কনৌজ-ভূপতি অসম্মত যোগদানে,
জয়-আশা অলীক দুরাশা।
মনে মম এই যুক্তি লয়,—
অর্থদানে সুলতানে করি' পরিতোষ
উচিত করিতে সন্ধি।

কুমার। অসঙ্গত হেন উপদেশ! আজ যদি সুলতানে
অর্থদানে করি বশীভূত প্রশ্রয় করহ দান,
রক্তলিপ্সু উন্মত্ত শার্দ্দূল যথা—
আকাঙ্ক্ষায় পুনরায় হবে অগ্রসর।
কেন ভয়? মৃত্যু-জয় করেনি পাঠান!

যশল্মীর-অধিপতি অসম্মত যদি,
এত ক্ষতি কিবা তায় ?
চন্দ্রতট কলিঞ্জর আদি রথীগণে
বীর-পনে রণাঙ্গনে হবে অগ্রসর,
জয়-আশা কোথায় দুরাশা ?

জয়। যশল্মীর হইলে স্বপক্ষ—আছিল ভরসা !
অর্থদানে—সন্ধি-সংস্থাপনে মিটে যদি বাদ-বিসম্বাদ,
আপত্তির না দেখি কারণ।
আর, সন্ধি-পত্রে যদি অসম্মত সুলতান,
নিরুপায়ে যথাশক্তি করিব সমর।

ব্রহ্ম। বিজ্ঞ তুমি—বিচক্ষণ মন্ত্রণা তোমার !
কে আছ ? পাঠান-দূত !
অর্থবলে শান্ত যদি হ'ন সুলতান,
অকারণ দ্বন্দ্ব কেন ? বিশেষতঃ প্রবল অরাতি—

(দূত-বেশী এব্রাহেমের প্রবেশ)

নন্দ। মম মতে———

ব্রহ্ম। স্থির হও কলিঞ্জর-পতি। শোন দূত,
ধন-রত্ন আশাতীত উপহার-রূপে
অর্পিতে প্রস্তুত যদি ক্ষত্ররাজগণ,
সম্মত কি হবেন সুলতান ত্যজিতে এ সমর-বাসনা ?

এব্রা। মহারাজ ! দূতমাত্র আমি।
যথা আজ্ঞা নিবেদিব সুলতান-পাশে।

নন্দ। কিন্তু, নরনাথ, শুন বক্তব্য আমার !

কাপুরুষোচিত এই সন্ধির প্রস্তাবে,
এই অপমান-ভার পায়ে ধরে' ভিক্ষা করে'
করিতে বহন—অসম্মত নন্দরায় !

ধীর। সপ্তবার পরীক্ষিত মমিন-বিক্রম,
সপ্তবার ক্ষত্রসেনা ছত্রভঙ্গ রণে,
সম্ভব তো নয়—হীনবল ক্ষত্রিয়-তনয়
বিমুখিবে দুর্ব্বার সে অরি !
অনুমতি হয় যদি, রুদ্রদেবে লয়ে
যাই আমি অবিলম্বে পাঠান-শিবিরে !
সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে—উদার সুলতান—
মুহূর্ত্তেকে নিভে যাবে সমর-আক্রোশ।

ব্রহ্ম। মহারাজ জয়সিংহ, অভিমত কিবা তব ?

ধীর। উপস্থিত কঠিন সমস্যা রাজগণ !
এক পক্ষে লক্ষাধিক উন্মত্ত পাঠান,
যম-জয়ী দুরন্ত মমিন নেতা,—
অন্য পক্ষে মুষ্টিমেয় দুর্ব্বল ক্ষত্রিয় !

(যমুনা ও রুদ্রদেবের প্রবেশ)

যমুনা। তাই অভিমত তব আশ্রিতে বর্জ্জিতে ?
ব্রাহ্মণ-দেবতা-বধ স্বচক্ষে হেরিতে ?
রামচন্দ্র ভরত লক্ষ্মণ কৃষ্ণার্জ্জুন ভীম দুর্য্যোধন,
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপুত্র আশ্রিত-পালক,
অবতীর্ণ যে পবিত্র কুলে,
সেই বংশধর তুমি ক্ষত্র-ধুরন্ধর,

কোন্ মুখে উচ্চারিলে এ ঘৃণ্য বাসনা ?
ভয় তো হল না, কুটিল রসনা বজ্র এসে দগ্ধ করে' দেবে ?

ব্রহ্ম। একি মূর্ত্তি এলোকেশী বিশ্ব-বিজয়িনী !
ছদ্মবেশে রণচণ্ডী এলে কি মা তুমি ?

যমুনা। শত্রু-করে কোষ-মুক্ত তীক্ষ্ণ অসি হেরে,
প্রাণ-ভয়ে অরাতির পদানত হয়ে,
কোটী কোটী স্বর্ণমুদ্রা পাদ-পদ্মে অর্থদণ্ড দিয়ে—
বিনা অপরাধে মার্জ্জনা-প্রার্থনা ?
এত ডর হৃদি-মাঝে করিয়া পোষণ,
খর অসি কটিবন্ধে কোন্ প্রয়োজন ?
রাজগণ ! অক্ষত্রিয় হেন আচরণ,
শুনিলে যে ত্রিভুবন স্তব্ধ হ'য়ে রবে।
উচিত সবার—রমণীরে দিয়ে রাজ্য-ভার,
অন্তঃপুরে—আলো করে' থাক স্নিগ্ধ বিশ্রাম-আগার !

ধীর। প্রলাপ-বচন ! কোথা হ'তে এল ভিখারিণী ?

রুদ্র। ভিখারিণী ? ব্যঙ্গ বটে রাজপুত্র !
তোমা'সম ক্ষত্রিয়ের নির্লজ্জতা দেখে—
ক্ষোভে, দুঃখে, মর্ম্মবিদ্ধ খেদে অভিমানে,
স্বর্ণলক্ষ্মী মা আমার আজ ভিখারিণী।
কিন্তু, এই গৈরিকবসনা ভিখারিণী,
এত কাল ছিল যশল্মীর-মহারাণী।

ধীর। অসম্ভব !

নন্দ। যশল্মীর-মহারাণী ?

ব্রহ্ম। তুমি মাতা যশল্মীর মহালক্ষ্মী ?

যমুনা। লজ্জা নাহি দেহ রাজা—অভাগিনী আমি!
নহে, মহারাণী কত লক্ষ প্রজার জননী—
ভিক্ষা তরে' এসেছি পরের দ্বারে?
ওই দেখ—কুমার আমার বিমলিন দীনহীন
ভিখারীর মত অতিথি তোমার পুরে।
অনাহুত যশল্মীর-যুবরাজ—
হের আজ অভ্যাগত তোমার দুয়ারে!
প্রত্যাখ্যান ক'রনা ধীমান্!
রাজচক্রবর্ত্তিগণ! আশ্রিতের রাখ মান,
ক্ষত্রিয়ের কর মুখোজ্জ্বল,
ভিখারিণী এই ভিক্ষা চায়!

(ইন্দুর প্রবেশ)

ইন্দু। পিতা, আজীবন আদরে পালিতা—
প্রাণসমা তোমার দুহিতা—
সকাতরে চরণ ধরিয়া সাধে!
রাখ এই জননীর মান, রাখ দেব ব্রাহ্মণের মান,
রণ-ক্ষেত্রে হ'য়ে আগুয়ান,
দূর ক'রে দাও সেই মমিন পাঠানে।

নন্দ। যুদ্ধ! যুদ্ধ! কেহ যদি না হয় সহায়,
নন্দরায় একা রোধ করিবে পাঠানে।

জয়। মহারাণী! মমিনেরে ভেটিব সংগ্রামে।

ব্রহ্ম। স্থির তবে এ মীমাংসা—যুদ্ধ!

এরা ও ধীর ব্যতীত সকলে। জয় শক্তিনাথ!

রুদ্র। উৎসাহ-বিহীন হেরি পট্টন-কুমার!

অনুমানি—অনিচ্ছুক সমর-চর্চ্চায়।

ধীর। অসাধ্য-সাধন-লিপ্সা নাহি গুরুদেব!
আমি যা'ব নির্ব্বিবাদে পট্টনের পথে!

রুদ্র। উত্তম কল্পনা—প্রাণ অমূল্য রতন!

ব্রহ্ম। পত্রোত্তর সুলতানে প্রেরিতে উচিত!
দূতবর! দণ্ড দুই রহ অপেক্ষায়! (পত্র লিখনে প্রবৃত্ত)

এব্রা। (স্বগত) অপরূপ নেহার' নয়ন!
শতচন্দ্র-সমদ্যুতি সুন্দর বদন,
মৃগআঁখি-বিনিন্দিত আকর্ণ নয়ন,
শারদ-কৌমুদী জিনি বরণ-প্রভা!
বুঝি সুনিপুণ চিত্রকর কেহ
শত নিশি অনিদ্রায় করিয়া কল্পনা—
ব্যর্থশ্রম চিত্রিতে এ বিমোহিনী:ছবি!
অপূর্ব্ব সুন্দরী!

ব্রহ্ম। (পত্র দিয়া) যাও দূত—রণবার্ত্তা দেহ সুলতানে!

এব্রা। সমর-সঙ্কল্প তবে স্থির মহারাজ?

যমুনা। ভাল, তুমি যদি হ'তে আজ শক্তিপুর-রাজ,
কোন্ পথ বল দেখি করিতে গ্রহণ?

এব্রা। শরণাগতের তরে—পর-আক্রমণ হ'তে
প্রজার জীবন-রক্ষা তরে—
বিনা তর্কে রণসাজে হ'তেম সজ্জিত!
প্রাণ যদি যেতো, খোদার চরণতলে পেতাম আশ্রয়!
মহারাণী! গোলামের সহস্র সেলাম!

———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শক্তিপুর—নগর-প্রান্তরস্থ বৃক্ষতল।

জয়সিংহ ও নন্দরায়।

নন্দ। চন্দ্রতট-রাজ যে নির্ব্বাক হয়ে আছেন?

জয়। সত্য মহারাজ, আমি বিস্মিত হ'য়ে ধীরসিংহের সমর-অভিনয় দেখছি। আশ্চর্য্য যে, এই যুবাই যুদ্ধে আমাদের নিবৃত্ত করতে দৃঢ়পণে যত্নবান হয়েছিল!

নন্দ। তার চেয়ে আশ্চর্য্য যে, প্রাতে পাঠান-আক্রমণ অনিবার্য্য দেখে এই রণ-অভিনয়-কুশল যুবক সদলে আজ শক্তিপুর হ'তে পলায়ন করছে। অস্ত্রশিক্ষিত ক্ষত্রিয়ের এমনতর নির্লজ্জ ভীরুতা পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্ল্লভ! নকলে অলৌকিক, আসল শূন্যগর্ভ।

(ধীরসিংহের প্রবেশ)

ধীর। অযথা অপবাদ কেন মহারাজ? বিগ্রহে আপনাদের সহায়তা করতে আমি তো অস্বীকৃত নই!

নন্দ। এ সমাচার নূতন বটে। ইতিপূর্ব্বে সন্ধির জন্যই তোমার আগ্রহ যেন অধিক দেখেছি!

ধীর। যুদ্ধের পরিণাম-সম্বন্ধে আমার স্বাধীন অনুমান অকপটে ব্যক্ত করেছিলাম, এই মাত্র অপরাধ! মতামত, মহারাজ, মানব মাত্রেরই বিভিন্ন থাকে!

জয়। কিন্তু, আসন্ন সমর-কালে আজ তোমার এই সহসা স্বদেশযাত্রার উদ্দেশ্য ?

ধীর। পুরোহিত রুদ্রদেবকে এ প্রশ্ন করবেন। ব্রাহ্মণ আমার প্রতি একান্তই অপ্রসন্ন !

নন্দ। প্রসন্ন হ'বার কারণ তো নেই ! অভিনয় যা দেখালে—সুন্দর, কিন্তু কার্য্য-ক্ষেত্রে তার ছায়াটুকুরও পরিচয় নাই !

ধীর। পরিচয় দেবার জন্যই তো অনুতপ্ত হয়ে রুদ্রদেবের আশ্রমে গিয়েছিলেম। আমার যুদ্ধ-সঙ্কল্প শুনে ব্রহ্মচারী অবজ্ঞার হাস্যে ভ্রুকুঞ্চিত করে' আমার 'পরে নগররক্ষার ভার অর্পণ করলেন ! যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার অনুমতি ভিক্ষা করায় বিদ্রূপের স্বরে বললেন—'তুমি অল্পশিক্ষিত—রণস্থলে বিপদ-আশঙ্কা আছে।'

জয়। রুদ্রদেব ব্যঙ্গ করলেন ?

ধীর। অক্ষরে অক্ষরে এই উক্তি ! যশল্মীর-রাজপুত্র সমরক্ষেত্রে রক্তরঞ্জিত অসি-হস্তে বীরকীর্ত্তি অর্জ্জন করবে, আর পট্টনরাজকুমার নিরাপদ অন্তরালে কোষবদ্ধ অসি নিয়ে নগর-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত ! না মহারাজ, সন্ধির অনুকূলে স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করে' যথেষ্ট কলঙ্ক ক্রয় করেছি। সে কলঙ্ক মুছতে গিয়ে কলঙ্কের পর্ব্বত এসে মাথার উপর পড়বে।

জয়। মহারাজ কি এ তথ্য অবগত আছেন ?

নন্দ। এ অভিযোগ আমি এই প্রথম শুনছি।

ধীর। তবে ক্ষত্রিয় হ'য়ে অস্ত্রধারণে আমি যে একেবারেই অক্ষম,এ ধারণাটুকু শক্তিপুরবাসীদের মন হ'তে দূর করবার জন্যই বিদায়ের পূর্ব্বে প্রান্তরে এই সমর-অভিনয়ের আয়োজন। মহারাজদেরও এই উদ্দেশ্যে নিমন্ত্রণ করে' এনেছি। যুদ্ধভয়ে পলায়ন

করছি, এ একটা অলীক কল্পনা। এক্ষণে বিদায় দিন মহারাজ, আমাদের বহুদূর যেতে হবে। (প্রস্থানোদ্যত)

নন্দ। ভাল, এখন যদি কুমারের পরিবর্ত্তে তোমার 'পরে উত্তরপার্শ্ব-রক্ষার ভার অর্পিত হয়?

ধীর। জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে জীবন-পণে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবো। জয়-পরাজয় অদৃষ্টের 'পরে নির্ভর, কিন্তু গর্ব্ব করে' বলছি মহারাজ, এমন যুদ্ধ করবো, দিগ্বিজয়ী বাহিনী নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে থাকবে! একটা ফোঁটা রক্ত আমার দেহে থাকতে একটা পাঠান প্রাচীর অতিক্রম করবে না!

নন্দ। বীরের মত কথা! এস—ব্রহ্মদেবকে তোমার জন্য আমরা বিশেষ অনুরোধ করবো!

ধীর। একবার বিদায়-যাত্রা করে' নগর হ'তে বহির্গত হয়েছি! অনুরোধ যদি রক্ষিত না হয়, নতশিরে আবার ফিরতে হবে! পথের উভয়পার্শ্ব হ'তে নাগরিকেরা আবার টিট্‌কারী দেবে! না, মহারাজ, এই বৃক্ষতলে অপেক্ষা করি। যথাসম্ভব সত্বর এইস্থানে সংবাদ পাঠাবেন।

জয়। ভাল, সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত রাজদূতের জন্য অপেক্ষা কোরো! আসুন মহারাজ!

[জয়সিংহ ও নন্দরায়ের প্রস্থান।

ধীর। শক্তিপুর-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ-উপলক্ষে শঙ্খ-কলরবে সগৌরবে পট্টন হ'তে নিক্রান্ত হয়েছি। অপযশমণ্ডিত সর্ব্বাঙ্গে কোন্ লজ্জায় সেথায় উপস্থিত হ'বো? দুর্নাম-নিরাকরণের একমাত্র ভরসা সংগ্রাম-ক্ষেত্র! যদি ব্রহ্মদেব সম্মত হয়, দাম্ভিক কুমারকে নগর-রক্ষায় রেখে একবার যদি রণক্ষেত্রে

প্রবেশাধিকার পাই, সাবধান সুলতান—সে যুদ্ধ-চিত্র কল্পনায় কখনও অঙ্কিত করনি! মৃত্যু? দুর্নাম নিয়ে বেঁচে থাকা, সেও তো মৃত্যু! কিন্তু, রণজয়ে জীবনভরা দুর্নামের ক্ষয়—বীরত্বের পণে অমূল্য মণি উপহার-লাভ। উৎসাহে হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠ্‌ছে! শক্তিনাথ! শক্তিনাথ! এই প্রার্থনা—ব্রহ্মদেব যেন সম্মত হয়!

(চঞ্চলার প্রবেশ)

চঞ্চলা। আমি আশ্বাস দিচ্চি রাজপুত্র, সঙ্গত প্রার্থনা শক্তি-নাথ কখনও প্রত্যাখ্যান করেন না।

ধীর। তুমি—চঞ্চলা এখানে?

চঞ্চলা। সখীদের সঙ্গে—তোমার খেলাঘরের অপূর্ব্ব যুদ্ধ দেখতে এসেছি।

ধীর। ইন্দু?

চঞ্চলা। মিছে চতুর্দ্দিকে অমন ক'রে চাইছ! সে তো আসেনি।

ধীর। বুঝেছি—তাচ্ছিল্য ক'রেই সে আসেনি! কিন্তু, এলে আমার উপকার হ'তো—তারও একটা অন্যায় ভুল ভেঙ্গে যেতো।

চঞ্চলা। ভুল করতে—রাজপুত্র—তুমিও তো ভোলোনি! যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার যদি এত সাধ, কেন তবে যুদ্ধ নেভাতে ব্যাকুল হয়েছিলে? রাজসভায় যুদ্ধ-ঘোষণা শুনে পট্টনে ফিরে যাবার কেন কল্পনা করেছিলে?

ধীর। যুদ্ধ-নিবারণের প্রয়াস স্বার্থ-জড়িত হ'লেও ভুল নয় চঞ্চলা! বিজয়-সম্ভাবনা তোমাদের অল্পই আছে! কিন্তু, সে জন্য যুদ্ধ-বিরত হয়ে নগর-ত্যাগ করার সঙ্কল্প—সেইটেই আমার

ভুল, আর সেই ভুল সংশোধনের জন্যই আজ আমার এই আগ্রহ। একটা কথা তোমায় মনে করিয়ে দিই। ইন্দু অঙ্গীকার করেছে—যে ক্ষত্রিয়-বীর পাঠান-যুদ্ধে অধিক বীরপনা দেখাবে,—

চঞ্চলা। জানি। 'তিনি গ্রহণ করলে, তাঁরই গলায় সে বর-মাল্য দেবে।' নিশ্চিন্ত হও—তার কথা ফেরে না। আর, প্রয়োজন হ'লে তোমার পক্ষে আমি সাক্ষ্য দেব। শতমুখে তোমার নিন্দা—তোমার অপযশ দিনরাত শোনার চেয়ে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি রাজপুত্র—তুমি বিজয়ী হও! আর, কালই যেন তোমার সেই শুভদিন উপস্থিত হয়! [প্রস্থান।

ধীর। এতক্ষণে চিনেছি চঞ্চলা! কিন্তু, এ পর-বশ মন আর এখন ফেরে না। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পাঠান-শিবির-সম্মুখস্থ পথ।

পাঠানবেশী বীরচাঁদ।

বীর। 'দুর্গা' ব'লে দলে তো বেমালুম ভিড়েছি। বীরচাঁদ এখন রহমতউল্লা খাঁ! আর মওড়া নেয় কে? ভগবানের কেরামতি—মানুষ ম'লে আর ফেরে না। আসল রহমত যখন তলোয়ারের খোঁচায় সে পথে রওনা হয়েছে, নকল আর কে ধরে? এই বীরচাঁদের প্রথম বীরত্ব! কুমারও লড়্‌তে এসেছেন, শ্রীমান্‌ বীরচাঁদও এসেছে। তাঁর তীক্ষ্ণ অস্ত্রবল, আমার প্রচুর বুদ্ধিবল! দেখা যাক্—ধারে কাটে কি ভারে কাটে!

(এব্রাহেমের প্রবেশ)

এব্রা। (স্বগত) অপূর্ব্ব সুন্দর! রূপমোহে বিমুগ্ধ অন্তর!
সেই আর্ত্ত ব্যথিত বদন,
সুনির্ম্মল কালো দু'টী নয়নের তারা,
আরক্তিম প্রফুল্ল অধর,
জাগ্রতে স্বপনে হৃদে উদ্ভাসিত মম!
একি খেলা দয়াময়!
যে দুরাশা এ জীবনে হবে না পূরণ,
তা'র তরে কেন আকিঞ্চন?
কিন্তু, মত্ত লুব্ধ মন মানা নাহি মানে!
শতবীণাবিনিন্দিত সে স্বর-লহরী
প্রবাহিত নিশিদিন শ্রবণ-বিবরে!
কাফের-নন্দিনী সর্ব্বনাশ করিল আমার!

বীর। (স্বগত) ব্যাপার কি! মিঞা যে একদম্ লোপাট্!

এব্রা। (স্বগত) ভিন্নধর্ম্মাশ্রিতা রাজবালা,
অসম্ভব দোঁহার মিলন।
রূপ-মুগ্ধ মন! কেন যেচে পর' এ বন্ধন,
আজীবন—ছিছি! অনুচিত চিন্তার প্রশ্রয়!

বীর। (স্বগত) 'কাফের নন্দিনী'র ওপর 'রাজবালা'! কর্ত্তা সুলুক্-সন্ধান জানতে দূত সেজে রাজসভায় গেছ্‌লেন। বোধ হয়, কোনও গতিকে রাজকুমারীকে দেখে গিন্নী করবার সথ্ হয়েছে! খাঁ সাহেব সৌখীন বটে। ওরে বাপ্‌রে! বড় কর্ত্তা আসছে! এখন তবে বীরচাঁদের—থুড়ী—রহমতউল্লার নিঃশব্দে অন্তর্ধ্যান!

[প্রস্থান।

(মমিনের প্রবেশ)

মমিন। নিরুৎসাহ কেন এব্রাহেম ?
আসন্ন সংগ্রাম—পরীক্ষার কাল—
তাই কি দুর্ব্বল চিত্ত পাঠান-যুবক ?
ভেবেছ কি কতিপয় তৃণের বন্ধন—
নিবারিবে মদমত্ত বিমুক্ত বারণ ?
সপ্তবার হিন্দুস্থানে—
বিজয়-গৌরব করিয়াছি প্রবর্ত্তিত,
সপ্তবার রণস্থলে নির্লজ্জ ক্ষত্রিয়
শীকারের মৃগ সম পলায়নপর, অষ্টম নহেক তার !

এব্রা। সুলতান ! রণরঙ্গে উন্মত্ত পাঠান
হাসিমুখে প্রবেশে আহবে।
সম্মুখ-সংগ্রামে উপহার দিতে এ জীবন
বিমুখ নহে তো আফ্‌গান !
মমিন-বিরোধী ক্ষত্রসেনা কতক্ষণ যুঝিবে সংগ্রামে ?
পূর্ণজ্যোতি প্রদীপ্ত তপন কতক্ষণ ঘেরিবে আঁধার ?
শরতের স্বচ্ছ মেঘ নিমেষে মিলাবে,
দীপ্ত রবি ত্বরা দেবে দেখা !

মমিন। হ্রদ-তটে সুসজ্জিত হেরি মম সেনা—
বিপক্ষ করেছে স্থির,
কাল প্রাতে সেই পার্শ্ব হবে আক্রমিত।
তাই সেনা চতুরঙ্গে স্থাপিত উত্তরে !
কিন্তু, পশ্চিম আমার লক্ষ্য ! গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে—
আঁধারের আবরণে লুকাইয়া কায়,

যাও অর্দ্ধ লক্ষ সেনা লয়ে।
অরক্ষিত পশ্চিম-বিভাগ,
অকস্মাৎ আক্রমণে নিশ্চিত বিজয় !

এব্রা। যথা আজ্ঞা সুলতান ! [প্রস্থান।

মমিন। এই রণ-মাদকতা—তীব্র উত্তেজনা—
'কি হয় কি হয়' ভয়—সংশয়-যাতনা—
অবসাদ পরিব্যাপ্ত সৈনিক-জীবনে
ক্ষণপ্রভাসম কয় আনন্দ-মুহূর্ত্ত !
নৃত্য, গীত, ব্যসন, বিলাস,
সে তো রমণীর অধিকার অন্তর্ভূত !
পুরুষের অনুচিত সে রাজ্যে প্রবেশ।
প্রাণ যায়, সঙ্গে সঙ্গে নাম মুছে যায় !
কিন্তু, এই মৃত্যু-পণে রণখেলা খেলে—
যায় যদি জল-বিম্ব প্রাণ,
ইতিহাস বুকে ধরে' রাখে নাম !
হ'লে রণজয়, কীর্ত্তি ব্যাপ্ত বিশ্বময় !
মরণে জীবনে বীরত্বের চির-সমাদর ! [প্রস্থান।

(রোহিম, পাঠানদ্বয় ও বীরচাঁদের প্রবেশ)

রোহিম। কি হে রহমত ? ঝোপের ধারে কি করছিলে ?

বীর। এই ভাই—লড়াই জিতে টাকা-কড়ি লুট করবো কিনা, বিবির জন্তে কি কি গয়না গড়াতে হবে, নিরিবিলি একটা ফর্দ্দ করছিলেম ! এই ধরনা—পিটে ঝুলবে কাঁকড়া-বিছে, আর দু' ছড়া হিড়িম্বে গোট—

২য় পা। পিটের গয়না ?

১ম পা। তার ওপর—হিড়িম্বে গোট! কই বাবা জন্মে শুনিনি!

রোহিম। আরে, ছেড়ে দাও ও সব কথা! ও'তে কেবল মন খারাপ করে!

বীর। কেমন? করে না দাদা?

রোহিম। আর মন খারাপ হ'লেই বা কি করছি? দেখা তো হ'বার যো নেই! আহা! আসবার সময় কি কান্নারে দাদা! সে যদি দেখতে—

বীর। ডাক্‌তে হয় বন্ধু!

রোহিম। চোখের জলে দরিয়া হয়ে গেল!

২য় পা। দেখ, সেই খুনে বামুনটার ওপর এমনি রাগ হচ্চে! তা'র জন্যেই তো এত গোল! নইলে বালি ঠেলে এ বদ্‌খৎ জায়গায় কে আসে বাবা!

বীর। তা বই কি! আমাদের দেশ মেওয়ার আড়ত্‌। আঙ্গুর খাও, বেদানা খাও, খোবানি খাও, ওর নাম কি—হ্যাঁ—তাই খাও, দু'দিনে শরীর তাজা ব'নে যাবে।

রোহিম। আরে কি সব বাজে মেওয়ার কথা বলছ? আসলে এস দাদা! আহা! কি মুখখানি! হা আল্লা!

গীত।

নয়নতারা বঁধু-হারা বাঁধেনাক চুল।
পথের পাশে দাঁড়িয়ে আশে,—কাল দু'টী নয়ন আকুল।
কত করে' বুঝিয়ে তারে এসেছি হেথায়,
শতেক ছলে নয়ন-জলে দিয়েছে বিদায়,
আঁখি ঠেরে ফিরে ফিরে, ঘন মোছে মুখ আঁচরে,
তুফান-ঘোরে অথই নীরে ভাস্‌ছে সদ্য-ফোটা ফুল।

২য় পা। কই হে রহমত, তোমার কাশ্মিরী-ভাং আজ চলবে না?

রোহিম। না ভাই, ভোরে লড়াই—শেষে কি ভাং খেয়ে কাত্‌ হয়ে থাক্‌বো!

বীর। আরে খোদা—খোদা—খোদা! ক্ষেত্রী করবে লড়াই? তারা তো চড়াই! খালি মুখে বড়াই! এক চড়ে হবে ফুট্‌কড়াই।

২য় পা। হাঁ—হাঁ—চল! কাল সে যা হয় হবে। আজ তো মৌজ করা যাক!

রোহিম। আমি ভাবছি,—

বীর। আবার ভাবনা কেন ধন? ভেবে ভেবে সোণার অঙ্গ কি কালি করবে? যাও, আরও জনকতককে জুটিয়ে আন। ভাং তৈরী করতে রহমতের এমন কেরামত্‌ যে দিল্‌ মেরামত হয়ে যাবে!

[পাঠানদ্বয়ের প্রস্থান।

ধুঁত্‌রোর বিচি মিশিয়ে এমন দোব ঠুসিয়ে যে কাল আর বাছাধনদের চক্ষু খুলতে হবে না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দির-সম্মুখ।

যমুনা ও ইন্দু।

যমুনা। অনাথের সখা বিশ্বনাথ !
কি এত হয়েছে ত্রুটী কমল-চরণে—
মর্ম্মে দাও নিদারুণ ব্যথা ?
কোন্ অপরাধে দেব বিমুখ আশ্রিতে ?
ধর্ম্মাশ্রয়ী একান্ত নিরীহ ভক্ত তব,
সেবা তরে জীবন করিতে সমর্পণ
কাতর নহেত তা'রা !
কেন তবে প্রকাশ' বিরূপ ছবি ?
দূর—দূরান্তর হ'তে ঘূর্ণ পথে ছুটে আসে প্রলয় পবন,
ভয়-নিবারণ ! সভয়ে অভয় কর দান !
মেলি' প্রভু কমল-নয়ন, ভক্ত-প্রাণ কর নিরীক্ষণ !
দু'নয়নে বহে দশধারা, শূন্যপ্রায় ধরা,
জ্ঞান-হারা সঙ্কট-পাথারে !

(কুমার ও রুদ্রদেবের প্রবেশ)

কুমার। মাতা, কালি প্রাতে সুলতান মমিন—
আক্রমিবে উত্তর-প্রাচীর !
সুসজ্জিত ক্ষত্রিয়-বাহিনী !
সেনাপতি—ধীরসিংহ পট্টন-কুমার !
দলে দলে ধায় বীর রক্ষিতে প্রাচীর।

অল্প সেনা লয়ে আমি—রাজ-পার্শ্বচর—
রহিলাম নগরের শৃঙ্খলা-রক্ষায় !

যমুনা। যশল্মীর-রাজপুত্র নগর-রক্ষক !
গুরুদেব ! তোমারও কি এই অভিমত ?

রুদ্র। রণ-সভা কেন ল'বে ব্রাহ্মণ-মন্ত্রণা ?
বিশেষতঃ—মতান্তরে গৃহ-বিচ্ছেদের ভয়ে—
উপায়-বিহীন মাতা সন্তান তোমার।
রাজগণ একবাক্যে কহিছে সকলে—
সমর-কৌশলে অদ্বিতীয় ধীরসিংহ !
অপূর্ব্ব রচিছে ব্যূহ চতুরঙ্গ-দলে।

ইন্দু। শুনি প্রভু, চতুর্গুণ যমিন-বাহিনী !
সুশৃঙ্খল শক্তিপুর ! নগর-রক্ষায়—
খ্যাত-নাম সৈনিকের কিবা প্রয়োজন ?
মনঃক্ষুণ্ণ রাজপুত্রে পাঠাতে সমরে—
পিতার গোচরে আর বার কর অনুরোধ !

কুমার। অনুরোধ বৃথা রাজবালা !
সেনাপতি অপ্রসন্ন অভাগার 'পরে।

যমুনা। শক্তিপুর উদ্ধারিতে আসনি হেথায়,
আগমন—গুরুদেবে' রক্ষার কারণ !
প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন সেনাপতি যদি,
নাহি তায় বিন্দুমাত্র ক্ষতি !

ইন্দু। প্রসাদী এ বিল্বপত্র ধর যুবরাজ !
দেবতার বরে রণজয়ী হয়ো কাল !

কুমার। রণ কোথা ? নির্ব্বিবাদে রহিব নগরে।

ইন্দু। আসি মাতা—প্রণাম চরণে দেব ! [প্রস্থান।

রুদ্র। মাতা ! গুরুতর কার্য্যভার আছে বর্ত্তমান !

অর্দ্ধ-নিশি শক্তিনাথে করিতে অর্চ্চনা—

র'ব আজ দেব-সন্নিধানে !

চন্দন-তুষার-লগ্ন পুণ্য ঘৃত-দীপ—

শক্তিমন্ত্রে করি সমাহৃত,

দেব-স্থানে মহা-শক্তি করিব কামনা !

রবি দৃশ্যমান যবে উদয়-অচলে,

প্রজ্বলিত তদবধি যদি এ প্রদীপ,

রণজয় অব্যর্থ লিখন।

কিন্তু, গ্রহ-বিবর্ত্তনে—

দীপ নির্ব্বাপিত যদি যামিনী-আঁধারে,

দেব-রোষে অনিবার্য্য পরাজয় !

সেই হেতু যাচি মাতা কুমারে তোমার—

একক প্রহরী র'বে মন্দির-দুয়ারে !

যমুনা। দেব-কার্য্যে নিয়োজিত পুত্রের জীবন,

যেবা তব অভিরুচি—সাধিবে কিঙ্কর !

কুমার। প্রভু, দেবতার দ্বারে হইব দুয়ারী,

এ সম্মান আশার অতীত মম।

রুদ্র। রেখ' মনে—নিশি-অর্দ্ধে আরব্ধ অর্চ্চনা !

আর, যেন অপ্রকাশ রহে এ বারতা ! [প্রস্থান।

কুমার। আশীর্ব্বাদ কর মাতা,—চরণ-প্রসাদে

কৃতকার্য্য হই যেন মন্দির-রক্ষায় !

(বীরচাঁদের প্রবেশ)

বীর। এই যে কুমার! পেয়েছি—জয় শক্তিনাথ!

যমুনা। এ কে! বীরচাঁদ?

কুমার। বীরচাঁদ, অকস্মাৎ তুমি কোথা হ'তে?

বীর। পাঠান-শিবির হ'তে আসছি!

যমুনা। সে কি! তুমি সেখানে কেন?

বীর। আর কেন! মমিনের সর্ব্বনাশের জন্ত! মনে পড়ে মা—যে দিন মহারাজকে অস্ত্র-ধারণ করতে অনুরোধ কর! সে দিন অন্তরাল হ'তে মায়ের সে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখে মনে হ'ল—নিরপরাধ ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষার জন্ত মা ভবানী বুঝি কৈলাস হ'তে অবতীর্ণা! সে মূর্ত্তি—সে আকাশ-বাণী এ সন্তানের যে মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধে আছে মা! সেই মুহূর্ত্তে অন্ধ চোখে দৃষ্টি ফিরে এল। নতুন চোখে নতুন ক'রে দেখলেম! দেখলেম যে—আমার বুকের কল্‌জে ননীর পুতুল সোণার নিষ্ঠুর পীড়নে ভয়ে দেশ-ত্যাগী হয়ে শূন্তে ওই আকাশ-ভেদ করে' লুকিয়ে আছে। আমার প্রাণ রক্ষা করে' দয়ার্দ্র ব্রাহ্মণ বিপন্ন—প্রাণ হারাতে বসেছে! সেই দিনই ছদ্মবেশে পাঠান-শিবিরে প্রবেশ করেছি। মা! ব্রাহ্মণ-সন্তানের পবিত্র দেহ আজ পাঠান-আশ্রয়ে পালিত,—ব্রাহ্মণ-গৌরব স্কন্ধের উপবীত—পাষণ্ড আমি—এই দেখ কটিদেশে লুক্কায়িত।

যমুনা। ছি ব্রাহ্মণ! কেন এ কাজ করলে?

বীর। ভুল তো করিনি মা! প্রমাণ—প্রত্যক্ষ দেখ! কুমার, জাননা কি বিপদ উপস্থিত! পাঠান প্রাতে উত্তর-পার্শ্ব আক্রমণ করবে, তাই সে স্থান সতর্ক সৈন্ত দিয়ে সুরক্ষিত করেছ! কিন্তু, সেটা প্রলোভন! আজ রাত্রে অন্ধকারে অসংখ্য পাঠান বনের

ভিতর দিয়ে পশ্চিম-পার্শ্বে যাবে! সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম-প্রাচীর আক্রান্ত হবে। তা'রা জানে—সে দিকটা অরক্ষিত, সহসা আক্রমণে নগর অনায়াসে অধিকৃত হবে।

যমুনা। কি সর্ব্বনাশ! শক্তিনাথ, তুমিই নিস্তার-কর্ত্তা!

কুমার। বীরচাঁদ, কাল যদি নগর-রক্ষা হয়, তবে সে—দেবতা সাক্ষী—তোমারই জন্য! ভাই—ভাই—কি ভুল হ'তে উদ্ধার করলে?

বীর। কুমার, আর সময় নেই, এখনই ফিরতে হবে। (প্রস্থানোদ্যত ও পরে ফিরিয়া) মা, ভুলে গেছি, প্রণাম না করে'—ওঃ! অধিকার নাই বটে! আমি ব্রাহ্মণ! না—না—কিসের ব্রাহ্মণ! পাঠান-অন্নে পরিপুষ্ট—পাঠান-আশ্রয়ে বাস, আর আমি ব্রাহ্মণ কোথায়? হারিয়েছি—পুত্রহত্যার শোধ দিতে ব্রাহ্মণত্ব জলাঞ্জলী দিয়েছি! আমার আগমনে এ পুণ্য-স্থান কলঙ্কিত! কিন্তু, পতিত হ'লেও আমি তো মা সন্তান! দুরন্ত সন্তানকে এই আশীর্ব্বাদ কর্—যেন এই পাঁজর-ভাঙ্গা পুত্রশোকের নির্ম্মম প্রতিশোধ দিতে পারি। রুদ্রদেবের জীবন-রক্ষার ভার তোমার, আমার লক্ষ্য মমিন খাঁ! [প্রস্থান।

কুমার। মা, আর এক লহমা বিলম্ব উচিত নয়! সেনা-পতিকে সংবাদ দিই, রাত্রেই পশ্চিম-প্রাচীর সুরক্ষিত করতে হবে।

যমুনা। স্থির হও নির্ব্বোধ! যে দাম্ভিক সেনাপতি সিংহের প্রতিবাদী হয়েও তোমার সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত, অসমর্থ হয়ে এখন তুমি কোন্ লজ্জায় তার সাহায্য ভিক্ষা করবে? সম্ভবতঃ—এ সংবাদে অবিশ্বাসের বিদ্রূপে সে তোমায় অধিকতর অবমানিত

করবে! নগর-রক্ষার ভার-গ্রহণ করেছ, পার—আত্মশক্তি-বলে নগর-রক্ষা কর। নইলে—নইলে ওই দেখ—সমুদ্র তো দূর নয়!

কুমার। সৈন্যবল কই? ঊর্দ্ধাংশে পাঁচ সহস্র মাত্র!

যমুনা। সে তো অল্প নয়! আর, দেবতা যদি প্রসন্ন হয়, ওই তোমার পাঁচ সহস্র পাঁচ লক্ষ হয়ে যুদ্ধ করবে।

কুমার। তাই তো! এ উপদেশ কি আমার মা ছাড়া আর কেউ দিতে পারে! তাই হবে মা, তোমার আশীর্ব্বাদে নগর-রক্ষা আমিই করবো!

যমুনা। দেবতাকে প্রণাম করে' যাও! বীরচাঁদের নাম গোপন রেখো, আর—রাত্রে যেন পূজার বিঘ্ন না হয়!

[কুমারের প্রস্থান।

শক্তিনাথ! আমার স্নেহের বন্ধন নয়নের মণি অকূল সাগরে ভাসিয়ে দিচ্চি। চোখ ফেটে অশ্রু আস্‌ছে, প্রাণপণে চেপে আছি! দেখো প্রভু, ও আমার বড় কষ্টের অমূল্য নিধি!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শক্তিপুর—পশ্চিম-প্রাচীর।

প্রাচীর 'পরে ব্রহ্মদেব ও কুমার।

ব্রহ্ম। অবসান নিশা, কিন্তু কোথায় পাঠান?
নাহি জানি—কেবা দিল গুপ্ত সমাচার,
প্রতারিত নহ তো কুমার?

কুমার। ওই দেখ মহারাজ—
রবিকর সমুদিত পূরব গগনে!
ওই দূরে—বৃক্ষ-অন্তরালে
পাঠানের রৌপ্য শিরস্ত্রাণ!
অসত্য নহেক সমাচার!

বন্ধ। জ্ঞান হয়—অগ্রসর পাঠান-বাহিনা।
আক্রমণ তরে যেন হতেছে প্রস্তুত!

কুমার। এস অন্তরালে মহারাজ!
অতর্কিতে—উপযুক্ত অবসরে—
নক্ষত্রের বেগে পশি' অরাতি-মাঝারে
ছিন্নভিন্ন করিব বাহিনী!

[সকলের প্রাচীর-নিম্নে প্রস্থান।

(বীরচাঁদ ও পাঠানগণের প্রবেশ)

বীর। ভাই সকল, এককাট্টা হও। চেঁচিওনা—হল্লা ক'রনা। এ দিকটা সম্পূর্ণ অরক্ষিত। শত্রু বেটারা উত্তর-প্রাচীরে দল বেঁধে আছে। এই বেলা মই লাগিয়ে প্রাচীরে উঠে টপ্‌কে নীচে পড়ে দরজা খুলে দাও। যাও—যাও ভাই সব—কেউ এ দিকে নেই।

১ম পা। কিন্তু, সেনাপতি না এলে—

বীর। আরে রেখে দাও—সেনাপতি না এলে! আমরা সব পাঠান-বীর,—সেনাপতি আসবার আগেই বীরত্ব দেখাব, তা হ'লে সুলতানের কাছে এনামের আশা আছে। আরও এক কথা—এ দিকে খালি পাণ্ডারা থাকে। দুধ ঘি খেয়ে

বেটাদের সব ভুঁদো শরীর—গায়ে এক কড়ার বল নেই। এক এক বেটা ক্রোর-পতি। সেনাপতি না আসতে আসতে লুট ক'রে যদি এক এক জনে লাখো টাকার মালিক হ'তে পারি, মন্দ কি ?

২য় পা। বল কি ! আমি এখনই যাচ্চি।

সকলে। আমরাও যাব।

বীর। বিলোল খাঁ, গিয়েই দোরটা খুলে দিও। তারপর, আমরা সকলে ঢুকে আজ শক্তিপুর জ্বালিয়ে দোব।

(কয়েকজন পাঠানের মই দ্বারা প্রাচীরাভ্যন্তরে গমন)

আর কি ? ব্যাস্—শক্তিপুর ফতে। (তোরণ-সম্মুখে গিয়া) খাঁ সাহেব, দরজাটা খুললে ? খুলছে—খুলছে—হুঁসিয়ার আদ্মি কিনা—ধীরে সুস্থে কাজ করে।

৩য় পা। ওরে, কেউ যে বেরোয় না !

৪র্থ পা। দোরও যে খোলে না !

বীর। দেখ্লে—বেইমানীটা দেখ্লে ! নিজেরা গিয়েই লুটপাট সুরু করেছে। পাছে আমরা ভাগ নিই, তাই দোর খুললে না। কি বেইমান ! আচ্ছা বাবা, খোদা আছেন !

৪র্থ পা। ওরে, সেনাপতি আসছেন !

বীর। চুপ্—চুপ্—কোনও কথা বলিস্ নি। আমি ঠিক বুঝিয়ে দোব।

(এব্রাহেম ও পাঠানগণের প্রবেশ)

এব্রা। একি ! আর সৈন্য সব কোথায় ?

বীর। আজ্ঞে—আসছে—তা'রা ঠিক আসছে, আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না।

(তোরণ উন্মুক্ত করিয়া কুমার ও হিন্দুসৈন্যগণের প্রবেশ)

কুমার। চতুর পাঠান, শৃগাল-কৌশলে বারবার জিনেছ সমর!
আজ দিব প্রতিশোধ তার!

হিন্দু-সৈন্যগণ। জয় শক্তি-নাথ!

এব্রা। পাঠান-সৈনিকগণ! করহ স্মরণ—
দিগ্বিজয়ী সুলতানের পবিত্র আদেশ!
যাঁর অন্নে এতকাল পরিপুষ্ট দেহ,
রক্ষিতে সে পিতৃসম প্রভুর সম্মান
যায় যদি নশ্বর এ প্রাণ,
খোদার কৃপায় অক্ষয় লভিবে স্বর্গ!
বিচূর্ণিত করি' উচ্চ প্রাচীর-তোরণ,
ধূলিস্মাৎ করে' দাও আঁখির পলকে।
শতবার পরীক্ষিত পাঠান-বিক্রম,
আল্লার দোহাই—আর একবার আজ দেখাও সমরে!

পাঠানগণ। আল্লা—আল্লা হো!

(প্রাচীর 'পরে ইন্দুমুখীর প্রবেশ)

ইন্দু। সৈন্যগণ! আজ তব রাজার নন্দিনী
উপস্থিত রণক্ষেত্রে দেখিতে বিজয়!
সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মে দীক্ষিত তোমরা,
সমুজ্জ্বল সেই ধর্ম্মে ব্রাহ্মণ প্রধান,
তার মাঝে রুদ্রদেব অত্যুজ্জ্বল মণি!
কে আছ সন্তান হেথা—
রুদ্রদেব-ব্যথা ঘুচাইতে অটুট বিক্রমে,

মুক্ত অসি ধর দৃঢ় করে—বাম-হস্তে চর্ম্ম-আবরণ,
বজ্রধর ইন্দ্র যথা প্রবেশ' আহবে !

হিন্দুগণ। জয় শক্তিনাথ।

(উভয় পক্ষের যুদ্ধ)

বীর। (জনা) ভাই সব, পালাও—যে যার জান্ বাঁচাও !

(পাঠানগণের পলায়ন—হিন্দুসৈন্যগণের পশ্চাদ্ধাবন—কুমার ও এব্রাহেমের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)

(তোরণ-দ্বার দিয়া পতাকা-হস্তে ইন্দুর প্রবেশ)

ইন্দু। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ভীমার্জ্জুন অলঙ্কৃত যে ক্ষত্রিয়-মাঝে,
তাঁ'দের সন্তান পৃষ্ঠদান কোথায় কে করে ?
প্রাণ-পণে—মৃত্যু-পণে কর আক্রমণ,
রণস্থলে শত-পরাজয়-ঋণ—
একদিনে কর পরিশোধ ! [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রণস্থলের অপর পার্শ্ব।

(পাঠানদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম পা। ইয়া আল্লা—ঔরত্ কা কেয়া তেজ ! আঁখোসে লহু গির্তা ! ভাগো—ভাগো—

(বীরচাঁদের প্রবেশ)

বীর। আরে কাঁহা ভাগো ? চড়াইসে লড়াই করো ! ভাগ্তা কেঁও ?

১ম পা। নেহি ভাই, জান্‌তো একই ঠো হ্যায়, ফের্ চলা যানেসে কাঁহা মিলি?

২য় পা। হাম্ চলে। খানা-পিনা পর্ আবি লেওট্‌ তা। ওহি বখত্‌ দেখ্‌ লেউঙ্গা। হাঁ—মেরা নাম বুদ্‌বুদ্ খাঁ!

[সকলের প্রস্থান।

(ইন্দুর প্রবেশ)

ইন্দু। ছিন্নভিন্ন অরি-দল পলায় প্রান্তরে,
মত্ত মাতঙ্গের বলে দৃপ্ত ক্ষত্রসেনা—
ভীমতেজে করে আক্রমণ।
শত ধন্য যশল্মীর-যুবরাজ! অপূর্ব্ব এ বীরত্ব তোমার
ধরা 'পরে স্বর্ণাক্ষরে রহিবে খোদিত!

(রোহিম ও পাঠানগণের প্রবেশ)

রোহিম। শোভানাল্লা! উম্‌দা আওরত্‌! ভাগ্‌নেকো বখত্‌ জহরত্‌ মিল্ গিয়া।

৩য় পা। ইস্কি লিয়ে জান্ কবুল। পাকড়ো—পাকড়ো—

ইন্দু। এ যে পাঠান-সৈন্য! বুঝি পথভ্রমে শত্রু-শিবিরের দিকে এসেছি। আমাদের সৈন্য তো কেউ এখানে নেই!

৪র্থ পা। বহুৎ খুব্‌ সুরত! চলিয়ে বিবি—কলিজা বন্‌কে ছাতিকা অন্দর রহোগি।

রোহিম। আব্‌ নেই ছোড়্‌তি পিয়ারী।

ইন্দু। কোথা তুমি দুর্গতি-নাশিনী দুর্গমে রাখ মা পায়,
বড় দায় পতিতা নন্দিনী!

রোহিম। হুঁসিয়ার ভাই, ভাগে মাৎ—হাত পাকড়্‌ লেও—

ইন্দু। সাবধান দুর্ম্মতি সৈনিক !
আর এক পদ যদি হও অগ্রসর,
এই তীক্ষ্ণ ছুরিকায় যমালয় করিব প্রেরণ !

৫ম পা। ছোরি ছিন্ লেও—পাক্ড়ো—পাক্ড়ো—

ইন্দু। কে কোথায় রক্ষা কর অবলার মান,
দুরন্ত পাঠান কলঙ্কিত করে ক্ষত্র-নারী !

(এব্রাহেমের প্রবেশ)

এব্রা। বামা-কণ্ঠের আর্ত্তনাদ ! কে রে পাষণ্ড ? একি ! রাজদুহিতা !

৩য় পা। জনাব,আমি আগে দেখেছি—এ আমার লুঠের মাল।

ইন্দু। সেনাপতি ! রাজার নন্দিনী আমি—
অসম্মান ক'রনা আমার !
স্বেচ্ছায় দিতেছি ধরা, স্পর্শ যেন কেহ নাহি করে !

এব্রা। রাজপুত্রী, নিরাপদ তুমি !
বলবান সনে বটে বেধেছে বিরোধ—
রণরঙ্গে আদান-প্রদান,
কিন্তু,অবলার অসম্মান এ পাঠান করেনি কথনো।
অবাধে—নির্ব্বিঘ্নে ফিরে যাও রাজপুরে,
কেশ-স্পর্শ যদি কেহ করে,
এই অসি—তীক্ষ্ণধার—মরণ তাহার।

ইন্দু। ছাড় ব্যঙ্গ ! কহ সত্য—বন্দী নই আমি !

এব্রা। বিবি, স্নেহে বন্দী করিবারে পারিতাম যদি,
সার্থক জীবন বটে !

এই পুষ্প—সুকোমল বেদনা-কাতর
নখাঘাতে করি বৃন্ত-চ্যুত—
স্বেচ্ছাচারে অধিকার করিতে বিস্তার,
এব্রাহেম শেখে নাই জীবনে তাহার!

ইন্দু। মুক্ত আমি সেনাপতি?

এব্রা। মুক্ত তুমি রাজবালা!

৪র্থ পা। হুজুর, বহুৎ দুষমণ আ'তা। ভাগো—জান্ বাঁচাও!

[পাঠানগণের পলায়ন।

(কুমার ও হিন্দু-সৈন্যগণের প্রবেশ)

কুমার। আরে দুষ্ট হীনমতি বর্ব্বর পাঠান,
রমণীর 'পরে অত্যাচার! বন্দী কর পাপিষ্ঠেরে।

এব্রা। যতক্ষণ তরবারি করে, কা'র সাধ্য করে বন্দী?

(সৈন্যগণ এব্রাহেমকে আক্রমণ করিতে উদ্যত)

ইন্দু। সম্বর আপন অস্ত্র ক্ষত্রবীরগণ!
শক্তিপুর-রাজপুত্রী আমি, আদেশ আমার—
এইদণ্ডে কোষবদ্ধ কর তরবারি।

(সৈন্যগণের অসি কোষবদ্ধ করা)

পাঠান-যুবক, আর নয়—দ্রুতগতি কর পলায়ন।

কুমার। রাজার কুমারি,অভিসন্ধি কিবা তব বুঝিতে না পারি।
রণাঙ্গন নহে রাজ-প্রমোদ-কানন,
স্বেচ্ছামত বিতরিবে আদেশ তোমার!
অনুমানি নাহি জ্ঞান— কেবা এই গর্ব্বিত পাঠান!
এব্রাহেম নাম—সুলতানের হৃৎপিণ্ড সম মূল্যবান!

হস্তগত রহিবে এ যুবা যতদিন,
বিষদন্তহীন র'বে সুলতান মমিন।

ইন্দু। কিন্তু, হে কুমার, নাহি জান—
কত সহৃদয় এই পাঠান-যুবক!
অনুরোধ মম—মুক্ত কর বীর সেনানীরে!

এব্রা। রমণীর আবেদনে—শত্রু-অনুগ্রহ ভিক্ষা লয়ে
এব্রাহেম রক্ষিবে জীবন? মৃত্যু ভাল এই দণ্ডে তা'র।
সৈন্যগণ! রাজপুত্র! লহ তরবারি।
মৃত্যু দাও! নহে মুক্তি—মৃত্যু-ভিক্ষা চাই।

কুমার। আগে কঠিন শৃঙ্খল পরে' চল শক্তিপুরে,
তার পরে মৃত্যুর বিচার!
স্তব্ধ কেন বীরগণ? কর আক্রমণ!

ইন্দু। রহ দূরে ক্ষত্রসৈন্যগণ!
একের বিপক্ষে শত, এ বীরত্ব কলঙ্ক-কাহিনী!
রাজপুত-রমণীর মর্য্যাদা-সম্মান,
বহুমানে রক্ষিয়াছে এই মহাপ্রাণ!
বিষম সঙ্কটে আমার উদ্ধার-কর্ত্তা!
একান্ত আগ্রহ যদি, আগে বধ করিয়া আমারে—
তার পরে বন্দী কর পাঠান-সর্দ্দারে।

(সৈন্যগণের অসি কোষবদ্ধ করা)

সেনাপতি, করযোড়ে সকাতরে যাচি—
অবিলম্বে যাও ফিরে আপন শিবিরে।

এব্রা। যথা আজ্ঞা রাজার কুমারী! সাবধান রাজপুত্র!
আজ বটে পরাজিত পাঠান-বাহিনী,

কিন্তু, সাক্ষী মহম্মদ, রণস্থলে কাল যবে ফিরিব আবার,
ছার অহঙ্কার বিচূর্ণিত করিব তোমার,
খোদার দোহাই—এ দর্পের শতগুণ দিব প্রতিশোধ।

[প্রস্থান।

কুমার। এত স্পর্দ্ধা দাম্ভিক পাঠান!

[এব্রাহেমের পশ্চাদ্ধাবন।

ইন্দু। রাজপুত্র! রাখ কথা!
আশ্রিত আমার—ওরে করহ মার্জ্জনা।

[সকলের কুমারের পশ্চাতে গমন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাজপথ।

নাগরিকাগণ।

(রণ-প্রত্যাগত বিজয়ী বীরগণের অভ্যর্থনা-গীতি)

ঘন ঘোর কাল, ত্রাসে লুকাল, এস চাঁদ এস ঘরে।
ক্ষত-কলঙ্কে কীর্ত্তি-কাহিনী ব্যক্ত রক্ত-আঁখরে।
আঁধার-সমরে দিয়েছি বিদায়,
জল-ভরা ব্যথা আঁখির পাতায়,
চেয়ে আগ্রহে আকুল হৃদয়ে নিঃশ্বাস রোধ কোরে,—
গেছে মেঘ সরে' তারা-হার পরে' হৃদি-নিধি এস ঘরে!

* * *

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

শক্তিপুর।

আলোক-মাল্য-পতাকা-সজ্জিত নগর-প্রবেশের তোরণ-দ্বার।

(গাহিতে গাহিতে ইন্দু, চঞ্চলা ও নাগরিকাগণের প্রবেশ—তোরণ-দ্বার দিয়া বিজয়ী কুমার ও ক্ষত্রসৈন্যগণের প্রবেশ—গবাক্ষ হইতে চঞ্চলা ও নাগরিকাগণের ফুল ও মাল্য-বর্ষণ—ইন্দু কর্ত্তৃক কুমারের গলে জয়-মাল্য অর্পণ)

(অভ্যর্থনা-গীতি)

* * * *

এস, হাস্যে শারদ অমিয় কিরণ,
রোষে নিদাঘ-রুদ্র তপন,
বিজয়-গর্ব্ব ঢাকিতে নম্র আননে—অরুণ অধরে।
বিধি-কল্যাণে আশিস্-পুণ্যে ভূষিত মিলন-মধুরে।

(ব্রহ্মদেব, নন্দরায় ও জয়সিংহের প্রবেশ)

ব্রহ্ম। রাজপুত্র! অতুলন বীরত্বে তোমার,
ধ্বংস হ'তে রক্ষিয়াছ আজ শক্তিপুর!
ঋণ তব কেমনে শোধিব?
উপস্থিত এ বিগ্রহে বাঁচিলে জীবন,
এক অমূল্য রতন অর্পি' তব করে—
রাজকার্য্যে অবসর করিব গ্রহণ!

নন্দ। আজ হ'তে মিলিত এ ক্ষত্রিয়-সেনার
পরিচালনের ভার, তোমা' পরে অর্পিত কুমার!

আক্রমণ, অবরোধ, প্রাচীর-রক্ষণ,
তব উপদেশ-মতে হইবে গঠিত !

জয়। সমীচীন এ প্রস্তাব শক্তিপুর-রাজ !
যোগ্যতর সেনাপতি বিরল ভারতে !

(রুদ্রদেবের প্রবেশ)

রুদ্র। অরুণ-উদয়ে বাধিবে সমর পুনঃ !
বাণবিদ্ধ শার্দ্দূল সমান—উন্মত্ত পাঠান
রোষে বদ্ধ-পরিকর—ভীমতেজে পশিবে সংগ্রামে।
যাও সবে—উপস্থিত বিশ্রামের কাল।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

যশল্মীর—কক্ষ।

খ্যাতিসিংহ ও সরযূ।

খ্যাতি। শুনেছ রাণী—অলৌকিক ব্যাপার! দিগ্বিজয়ীর দর্প-চূর্ণ—মমিন সুলতান পরাস্ত! আর, জয়-পক্ষে কে সেনাপতি জান? কুমার—আমাদের কুমার—যশল্মীর-রাজপুত্র কুমারসিংহ!

সরযূ। না মহারাজ, যমুনা দেবীর পুত্র কুমারসিংহ। রাজ-অবমাননার জন্য যশল্মীর হ'তে সে চির-নির্ব্বাসিত!

খ্যাতি। হাঁ—হাঁ—তা'ই বটে! উগ্রভাষী—অতীব দাম্ভিক—নির্ব্বাসিতই বটে! কিন্তু রাণী, জিতও বটে! সাবাস্ বীরত্ব! স্তম্ভিত হয়েছি।

সরযূ। ঘটনাটা দু'চার জনে বোধ হয় অতিরঞ্জিত করেছে!

খ্যাতি। দু'চার জনে? নগর-ভ্রমণ করে' এলেম। পথের উভয় পার্শ্বে, গবাক্ষে, অলিন্দে, ছাদে, প্রাচীরে কুমার-কাহিনী কোটী-কণ্ঠে কল্লোলিত! শুন্‌তে শুন্‌তে উৎকট আনন্দে বক্ষঃ স্ফীত হয়ে উঠল! সর্ব্বাঙ্গ দণ্ডে দণ্ডে রোমাঞ্চ হ'তে লাগল! কুমার—সেই বালক—সেই এতটুকু ননীর পুতুল—আজ কিনা—

সরযূ। অন্যায় আনন্দে আত্ম-বিস্মৃত হ'বেন না! এখন আমরা পাঠানের সঙ্গে সন্ধি-সূত্রে বদ্ধ! সুলতান আপনার মিত্র!

খ্যাতি। এ যে আমার পুত্র! দুরন্ত উল্লাস যে মন হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'তে চায় না! সে যে নিষেধ মানে না!

সরযূ। মহারাজ কি তবে সুযোগ পেয়ে এখন বিশ্বাস-ঘাতক হবেন?

খ্যাতি। না—না—বিশ্বাসঘাতকতা কেন করবো? আমি বা আমার সৈন্যেরা তো পাঠানের বিরুদ্ধে কেউ অস্ত্রধারণ ক'রছে না!

সরযূ। কিন্তু, মিত্র-পক্ষের পরাজয়ে প্রজাদের এ আনন্দ-চিহ্ন-প্রকাশ রাজদ্রোহ বলে' কেন গণ্য হবেনা? এই মর্ম্মে রাজ-আজ্ঞা এখনই প্রচার করে' দিন!

খ্যাতি। দু'এক দিন যাক্ সরযূ! বেচারাদের এতটা উৎসাহ, আর সঙ্গত উৎসাহ—

সরযূ। উপায় কি? ঔষধ তিক্ত হ'লেও কল্যাণের জন্য তো প্রযুক্ত হয়!

খ্যাতি। ভাল, মন্ত্রণা করে' প্রাতে একটা প্রতিবিধান করা যাবে। কিন্তু বীরত্ব বটে! সাবাস্ পুত্র! [প্রস্থান।

সরযূ। এমন শক্তিধর পুত্র কা'র আছে? দম্ভে, গর্ব্বে, জননী-গৌরবে এতক্ষণ সে বোধ হয় সমুদ্রের মত ফেঁপে উঠেছে! সতীনীর এ সৌভাগ্য যদি আর দু'চার দিন অটুট থাকে, আমার পতন অনিবার্য্য!

(সুলক্ষণের প্রবেশ)

সুলক্ষণ, পিতার মুখে তোমার বিচক্ষণতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির কথা শুনে প্রজাদের অসন্তুষ্টি সত্ত্বে তোমায় এনে অন্যতম মন্ত্রীর পদ অর্পণ করেছি!

সুল। আমিও তো, মা, রাজ্যে তোমার আধিপত্য অটুট রাখ্‌তে প্রাণপণে যত্নবান!

সরযূ। এই যে—প্রজারা প্রকাশ্যভাবে কুমারের পক্ষ অবলম্বন ক'রছে,—

সুল। উপায় তো একদিনে হবেনা মা! অল্পে অল্পে তা'দের বিষদাঁত ভাঙ্গতে হবে। এইমাত্র শুনলেম—একটা ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হচ্ছে। শক্তিপুর-যুদ্ধের পর তোমায় ও মহারাজকে কারাবদ্ধ করে' সিংহাসন কুমারকে অর্পণ করা হবে!

সরযূ। আমাদের কারারুদ্ধ ক'রে? এত স্পর্দ্ধা দুর্ব্বিনীত প্রজাদের!

সুল। এমনই স্পর্দ্ধা মা তা'দের!

সরযূ। যুদ্ধের পরিণাম-সম্বন্ধে কি অনুমান তোমার? শক্তি-পুর কি জয়-লাভ করবে?

সুল। সম্ভব ব'লেই মনে হয়।

সরযূ। তবে তো সত্যই বিপদের কথা!

সুল। এখন হ'তে আমাদের সতর্ক হ'তে হবে। আর, এরূপ স্থলে ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যায়-অন্যায় বাছতে গেলে কৃতকার্য্য হওয়া দুঃসাধ্য!

সরযূ। কি পরামর্শ তোমার?

সুল। নির্ম্মম কথা মা! আগে বিপদের মূলচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য! কুমার বর্ত্তমানে সিংহাসন নিষ্কণ্টক নয়!

সরযূ। উপায় কিছু আছে?

সুল। অভাব কি? একটা বিশ্বস্ত অনুচর যুদ্ধার্থী হয়ে শক্তিপুরে যাক্! ছদ্মবেশে কুমারের শিবিরে উপস্থিত হয়ে গোপনে তাঁর খাদ্যের সঙ্গে একটা চূর্ণ মিশিয়ে দিলেই—

সরযূ। বিষ-প্রয়োগ ?

সুল। তা মা, আত্ম-রক্ষার জন্য—সিংহাসন-রক্ষার জন্য—

সরযূ। সুলক্ষণ, আমি সম্মত! কিন্তু, এর এক বর্ণ যদি কর্ণান্তর হয়,—

সুল। আমার মাথা জামিন রইল! তবে মা একটা কথা! তোমার স্বহস্ত-লিখিত একটা আদেশপত্র দিতে হবে! মোহরাঙ্কিত হ'লেই ভাল হয়!

সরযূ। কেন ?

সুল। মাত্র আমার কথার ওপর নির্ভর করে' এ দুঃসাহসিক কাজে কেউ হাত দেবে না! জীবনের মমতা অল্পবিস্তর তো সকলেরই আছে!

সরযূ। এস—আদেশ এখনই লিখে দিচ্ছি। কৃতকার্য্য হ'লে পুরস্কার আশার অতীত।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শক্তিনাথ-আশ্রমের নিভৃত পার্শ্ব।

ধীরসিংহ ও পাঠানবেশী পত্তন-সেনাদ্বয়।

ধীর। সুন্দর পাঠান-বেশ! রজনীর ঘনীভূত অন্ধকার—আশ্রম-উদ্যানে অস্ত্রধারী সৈনিক নেই,—এ স্বর্ণ-সুযোগে যদি কৃতকার্য্য হ'তে না পার,—

১ম সেনা। বিশ্বাস করুন কুমার, এই দেব-স্থানে শপথ করছি—আমাদের রাজপুত্রের অপমানের প্রতিশোধ দিতে আজ জীবন পর্য্যন্ত পণ ক'রবো!

ধীর। স্মরণ রেখো, বন্দী হ'লে—জীবিত বা মৃত—সমস্ত কৌশল ব্যক্ত হবে! লোক-অপবাদ হ'তে নিস্তার পেতে তখন আত্ম-হত্যা ভিন্ন আমার অন্য উপায় নাই!

২য় সেনা। দেবতার কৃপায় কুমার দীর্ঘজীবী হোন! নিভৃতে দ্রুতগামী অশ্ব প্রস্তুত। রাজকুমারীকে নিয়ে এক নিমেষে প্রান্তর পার হয়ে নির্দ্দেশমত বিঠুর জঙ্গলে অপেক্ষা করবো!

ধীর। সাবধান, রাজকন্যার দেহে আঘাত না লাগে!

২য় সেনা। মনে আছে কুমার!

ধীর। এখন ওই নিবিড় বটবৃক্ষশাখায় লুকিয়ে থাক। পুনরাদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত রাজকন্যার গায়ে হস্তার্পণ ক'রনা!

[পট্টন-সেনাদ্বয়ের প্রস্থান।

ঘৃণ্য—কাপুরুষের কাজ—অনুচিত—অন্যায়! কিন্তু, ওরা যে অন্যায় ক'রে আমার আশা—আমার পট্টনের মান-সম্ভ্রম পদদলিত করতে বদ্ধ-পরিকর! অন্যায় দিয়ে সে অন্যায় প্রতিরোধ করে' বিজয়-গর্ব্ব কেন অনুভব করবো না? ক্ষত্রিয়ের কুমারী-হরণ—গান্ধর্ব্ববিবাহ তো অশ্রুতপূর্ব্ব নয়! কিন্তু, নীচ-কুলোদ্ভব সৈনিক দু'টো রাজকুমারীর অঙ্গস্পর্শ করবে, এই চিন্তাই বিবেক-শক্তিকে বিচলিত করেছে! রাজপুত্র আমি, রাজ-কন্যার অবমাননায় কেমন করে' সম্মতিপ্রদান করি!

(চঞ্চলার প্রবেশ)

চঞ্চলা। এ রাত্রে তুমি যে এখানে রাজপুত্র?

ধীর। শক্তিনাথকে প্রণাম করতে এসেছি!

চঞ্চলা। দেব-দর্শন তো আজ রাত্রে সম্ভবপর নয়! প্রধান শিষ্যের মুখে শুনলেম, মন্দির-প্রাঙ্গণে এমন কি মন্দির-পথের সন্নিকটে গমনেও গুরুদেবের নিষেধ।

ধীর। এতদিন জানতেম—শক্তিপুর-অধিবাসীরাই আমার প্রতি বিমুখ, আজ দেখছি—শক্তিপুর-দেবতাও অভাগার প্রতি অপ্রসন্ন!

চঞ্চলা। দুঃখ ক'রনা রাজপুত্র! স্বয়ং রাজকন্যা আজ দেব-দর্শনে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ওই সংলগ্ন সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে তোমাদের বিজয়-কামনায় পূজার আয়োজনে নিযুক্ত!

ধীর। কুমারের বিজয়-কামনা বল! এখন—কুমার যে তোমাদের সেনাপতি!

চঞ্চলা। তা'তে তোমার মনঃক্ষুণ্ণ হ'বার তো কারণ নেই! তুমি যখন নায়ক, অম্লানবদনে তোমার অধীনে যুদ্ধ ক'রে সে রণ-জয় করেছে। কাল যদি অদৃষ্টগুণে সে সেনাপতি, তা'র অধীনে যুদ্ধ ক'রে তুমিও আবার বিজয়-গৌরব অর্জ্জন কর! অস্ত্র-চালনায় তোমার সমকক্ষ কে আছে?

ধীর। না চঞ্চলা, আছে। কুমার সাহসী, শক্তিমান ও রণ-চতুর! তার অধিনায়কত্বে যুদ্ধ করতে আমার কোনও আক্ষেপ নেই! কিন্তু,—

চঞ্চলা। কি রাজপুত্র?

ধীর। শুনেছ তো—ইন্দুকে কুমারের হস্তে অর্পণ করতে মহারাজ সর্ব্ব-সমক্ষে অঙ্গীকৃত হয়েছেন!

চঞ্চলা। তাই অভিমান? এত অসন্তোষ তোমার?

ধীর। না হবে কেন? ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে কাল যদি রণক্ষেত্রে আমি অধিক বীরত্ব দেখাতে সক্ষম হই, রমণী-সুলভ লজ্জায় আর কি ইন্দু পিতৃ-আদেশ লঙ্ঘন ক'রে—ইচ্ছাসত্ত্বেও—আমায় বরণ করতে স্বীকৃতা হবে?

চঞ্চলা। ইচ্ছাসত্ত্বে? না রাজপুত্র! স্ত্রী-চরিত্রে অল্প অভিজ্ঞতা তোমার!

ধীর। কেন?

চঞ্চলা। আমার একটা কথা বিশ্বাস করবে?

ধীর। তোমায় অবিশ্বাস কেন করবো? আমি জানি—শক্তিপুরে কায়মনোবাক্যে একমাত্র তুমিই আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী? কি কথা তোমার?

চঞ্চলা। আমার মনে হয় যে, ইন্দু—

ধীর। কুমারের অনুরাগিণী? না চঞ্চলা, সন্ধির পক্ষপাতী বলে' অভিমানে আপাততঃ আমার প্রতি সে ক্রুদ্ধা বটে, কিন্তু কুমারের প্রতি আকৃষ্ট কেন হবে?

চঞ্চলা। তা সত্য! এ কথা আমিও অনেকবার ভেবেছি।

ধীর। এ শত্রু-পুর শক্তিপুরে আর পদার্পণ করবো না! যুদ্ধ-ক্ষেত্র হ'তে একেবারে পট্টন-অভিমুখে যাত্রা করবো। আর, যদি মৃত্যু হয়,—

চঞ্চলা। বালাই! ও কথা বোলোনা! যুদ্ধ-জয়ের পর নিরাপদে অতুল গৌরবে দেশে ফিরে যাবে! শক্তিপুরের কথা আর হয়তো মনের কোণেও স্থান পাবে না! কিন্তু, এখানে যে একজন তোমার নিত্য-মঙ্গল-প্রার্থিনী ছিল, কেবল এই বিশ্বাসটুকু

মন হ'তে একেবারে মুছে ফেল' না, তোমার কাছে এই আমার ভিক্ষা রইল ! [প্রস্থান।

ধীর। অদৃষ্টের খেলা ! অপরাধ আমার নয় চঞ্চলা, অপরাধ তোমারও নয় ! [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দির।

রুদ্রদেব ও কুমার।

রুদ্র। সাবধানে রক্ষা কর মন্দির-প্রদীপ,
ধ্যান-মগ্ন র'ব পুরী-মাঝে !
পূজায় ব্যাঘাত যদি ঘটে,কিম্বা নির্ব্বাপিত মন্ত্রঃপূত দীপ,
রুষ্ট তবে দেবদেব—স্থির পরাজয় !
কিন্তু, যদি সুশৃঙ্খলে কাটে সারা নিশা,
লব্ধ দৈব-বল—ভাগ্যবান শক্তিপুর !

(মন্দির-মধ্যে গমন)

কুমার। আজি শেষ আরাধনা !
সারানিশি প্রজ্জ্বলিত রহে যদি দীপ,
অর্চ্চনায় তুষ্ট শক্তিনাথ,
যদি আজ বিল্ব-অর্ঘ্য করেন গ্রহণ, অবসান হ'বে রণ !
আর—আর শুভদিনে হৃদয়-গগনে—
চির-পূর্ণিমার ইন্দু হইবে উদয় !
স্বর্ণ-সমুজ্জ্বল সেই অপূর্ব্ব মাধুরী—

অতৃপ্ত নয়ন রূপ-সুধা যত করে পান,
পিপাসার নহে অবসান,
নব-আকাঙ্ক্ষার বেগে উচ্ছ্বসিত হৃদি !
ইন্দু—ইন্দু—আসিবে কি দিন ?
সংশয়ের এ তীব্র যাতনা—বিশ্বাসে কি হবে পরিণত ?

(চঞ্চলার দ্রুত প্রবেশ)

এ কে ? চঞ্চলা ?

চঞ্চলা। শীঘ্র এস হে কুমার—দারুণ সঙ্কট !
সহচরী-পরিবৃতা রাজার নন্দিনী
সমাগতা মঙ্গলা-উদ্যানে,
হেরিলাম—বৃক্ষ-অন্তরালে
চোর সম লুক্কায়িত পাঠান-সৈনিকদ্বয়,—
ইন্দুরে করিতে বন্দী বুঝি অভিপ্রায় !
এতক্ষণ না জানি কি ঘটেছে বিভ্রাট !

কুমার। পুরী-মাঝে পশেছে পাঠান ?
চল ত্বরা—
না—না চঞ্চলা, আমা হ'তে হলনা উদ্ধার !

চঞ্চলা। একি কথা কহ বীরবর !
ইন্দুমুখী ধৃত-প্রায় পাঠানের করে,
তুমি অসম্মত যেতে উদ্ধারে তাহার ?

কুমার। হায় ! আজ হস্তপদ বদ্ধ মোর হেথা !

চঞ্চলা। তবে বুঝি অসহায়া দুর্ব্বলা রমণী—
ধর্ম্মচ্যুতা হয় আজি বিধর্ম্মীর করে,এই অভিপ্রায় তব ?
এই বীরপনা তব গায় জনে জনে ?

রাজপুত! ইন্দু যদি ধর্ম্ম-পত্নী হ'ত তব,
কি করিতে এতক্ষণ?
বুঝি—পর-জ্ঞানে অনিচ্ছুক সন্ধানে তাহার?

কুমার। ইন্দুমুখী পর মম? কণ্টক ফুটিলে যার পায়—
থাক্—বিফলে সময় যায়!
যাও ত্বরা—অন্য কা'রে দাও সমাচার!

চঞ্চলা। এত প্রেম ফিরিত যা' নয়নে নয়নে—
অপাঙ্গের শত দৃষ্টি-ক্ষণে,
মূল্য তা'র এই কি কুমার?
সেথা বন্দী অনাথিনী ব্যাকুল নয়নে—
দীর্ণ-কণ্ঠে পরিত্রাহি করে আর্ত্তনাদ,
আর, তুমি ক্ষত্রবীর—নীরব নিশ্চল—
স্থিরনেত্রে অবলার দেখ ধর্ম্ম-নাশ!
জাননা কি এক রমণীর ধর্ম্ম-রক্ষা—
এক লক্ষ মমিন-বিজয় হ'তে বড়?

কুমার। বোলনা—বোলনা চঞ্চলা আর!

চঞ্চলা। প্রাতে রাজ্যময় যবে পড়িবে ঘোষণা,
রাজ-কন্যা বন্দীকৃতা মমিন-শিবিরে,
দুর্ব্বিষহ কলঙ্কের ভারে—ব্রহ্মদেব
জ্ঞান-হারা—উন্মাদ হইবে কাল!
নিরুৎসাহ—ম্রিয়মাণ যদি ক্ষত্র-সেনা,
কে বারিবে সুলতান মমিনে? ক্ষত্র-মাঝে—
কোন্ লাজে—দেখাবে বদন তুমি রাজপুত-বীর?

কুমার। (স্বগত) মাত্র দুই জন! তস্করে করিয়া বন্দী—
এখনি ফিরিতে পারি মন্দিরে আবার!

চঞ্চলা। (পদতলে পড়িয়া)
হে কুমার, রক্ষা কর রাজ-দুহিতারে,
অধিক বিলম্বে শ্রমমাত্র হ'বে সার!

কুমার। (স্বগত) শক্তিনাথ! তোমাতে উৎসর্গীকৃত দীপ,
রক্ষা-ভার ক্ষণতরে লইবে কি দেব?

চঞ্চলা। শীঘ্র এস যুবরাজ!

[হস্তাকর্ষণে কুমারকে লইয়া প্রস্থান।

(ধীরসিংহের প্রবেশ)

ধীর। কাপালিক রুদ্রদেব! ইন্দ্রজাল-প্রক্রিয়ায় শিষ্যের হৃদয়ে অমানুষি' শক্তি সঞ্চারে তা'কে অতুল সম্মানে ভূষিত করেছ। আর, আমার বুকের নিধি—তিল তিল যত্নে গড়া আশার সোণার পর্ব্বত গুঁড়ো করে' নৈরাশ্য-সাগরে ডুবিয়েছ! পক্ষপাতী সন্ন্যাসী! মানব-শক্তির পরীক্ষায় দেব-শক্তি-প্রয়োগ কেন? যজ্ঞ পণ্ড হোক্—

[দীপ নিভাইয়া প্রস্থান।

রুদ্র। (মন্দিরাভ্যন্তরে) অন্তর্হিত দেব-মূর্ত্তি কেন হৃদি হ'তে?
ভ্রম-বশে অর্চ্চনার হয়েছে কি ত্রুটী?
(বাহিরে আসিয়া) একি! নির্ব্বাপিত দীপ!
ভক্ত্যর্পিত রক্তজবা নিক্ষিপ্ত ভূতলে!
কুমারসিংহ! কোথায় সে বিশ্বাসঘাতক?

শক্তির কামনা করে'
শাক্ত-মন্ত্রে আকর্ষিতে সর্ব্বশক্তিধরে,
জ্বল্-জ্বল্ প্রদীপ্ত সে শক্তিদীপ-ছটা
ঝঞ্ঝাঘাতে নিভে গেল
পাষাণ-প্রাচীর-ঘেরা সতর্ক গুহায়!
অন্ধকার—তমাচ্ছন্ন জলদ-আঁধার—
নীল-ঊর্দ্ধ হারায়েছে রবি-শশী-তারা!
মহামার—রক্তফেণ রুধির-পাথার—
নরমুণ্ড ভেসে যায় লক্ষ শতদল,
আর শূন্যে—অগ্নি-চিত্র একি ভয়ঙ্কর!
বদনমণ্ডল উগারে গরল-রাশি,
ক্রোধ-রক্ত যুগ্ম-আঁখি কুটীল ভ্রুকুটী,
শ্রীমন্দির বিচূর্ণিত ভীম বজ্রপাতে!
জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তিহারা সেবক তোমার,
বিমূঢ় সন্তান—
যুক্তকরে শক্তির ভিখারী তব দ্বারে!
শক্তি দাও—শক্তি দাও শক্তি-সনাতন!

(মূর্চ্ছিত হইয়া বিগ্রহতলে পতন)

চতুর্থ দৃশ্য ।

শক্তিনাথের মন্দির-সংলগ্ন মঙ্গলা-কানন ।

সখীগণের প্রবেশ ।

গীত ।

রেখেছি হৃদয় পাতিয়া অগাধ সোহাগে ভরিয়া
এস হে পরাণ-বঁধুয়া এস নয়নের তারা ।
কোকিল-কূজিত কাননে মৃদু-বিহসিত আননে
আধ-নিমিলিত নয়নে এস গো আদর-ভরা ।
যতনে গাঁথি এনেছি মালতী, আশে বসে আছি আঁচল পাতি,
এস গো স্নিগ্ধ জ্যোছনা-ভাতি আঁধার-উজল-করা !

[সখীগণের প্রস্থান ।

(ইন্দুর প্রবেশ)

ইন্দু । হৃদি-মাঝে অধিষ্ঠিতা হও মা ঈশানি,
আলো কর অন্তরের কালো !
দুস্তর সমরে তারা—কে আছে ত্রিতাপ-হরা
দুর্ব্বলে দানিতে মহাবল ?
সার মাত্র তুমি রমা, দেখো মা দেখো মা উমা,
ঘোর দায়ে কর মা নিস্তার !

(কুমারের প্রবেশ)

কুমার । (স্বগত) কোথায় পাঠান ? নিরাপদ হেরি ইন্দু !
হায় ! বালা নাহি জানে গোপন-সংবাদ,

রহিয়াছি প্রহরী মন্দির-দ্বারে,
ছল ক'রে তাই বুঝি প্রেম-নিমন্ত্রণ !

ইন্দু। (স্বগত) অকস্মাৎ কেন আজ কুমার হেথায় ?
ছিছি ! কি বলিবে কেহ যদি দেখে !

কুমার। দেব-আশীর্ব্বাদে ইন্দু নিরাপদ তুমি !
চলিলাম মন্দিরে আবার !

(রুদ্রদেব ও ধীরসিংহের প্রবেশ)

রুদ্র। কুমারসিংহ ! আছে কি স্মরণ—
মহাকার্য্যে উৎসর্গ করেছ প্রাণ ?
এবে দেখি দেব-কার্য্য করি' অবহেলা—
প্রেম-কথা কহিতে তৎপর !

কুমার। (স্বগত) শক্তিনাথ !
তুমি জান অন্তরের নিগূঢ় রহস্য !

রুদ্র। নিরুত্তর কেন যুবরাজ ? কি উদ্দেশ্যে আগমন হেথা ?

ধীর। বুঝি রাজকন্যা সনে গুপ্ত পরামর্শ কিছু ছিল কুমারের !

কুমার। (স্বগত) অতিশয় তীব্র পরিহাস !
কিন্তু, যদি ব্যক্ত সমাচার, কুমারীর রটিবে দুর্নাম !
লোক-চক্ষে কলঙ্কিনী হ'বে ইন্দু !

ধীর। নহে অসম্ভব—রাজকন্যা অবগত প্রয়োজন-কথা,
যার তরে দেব-কার্য্য হ'তে
উচ্চতর কুমারের গুপ্ত-সম্মিলন !

ইন্দু। ধর্ম্মপ্রাণ ক্ষত্রিয়-যুবক নারী তরে
উচ্চ কার্য্য দেবে বিসর্জ্জন, সম্ভব কি প্রভু ?

রুদ্র। রাজবালা, প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার রয়েছে মন্দিরে।
নির্ব্বাপিত মন্ত্রঃপূত দীপ!

কুমার। দীপ নির্ব্বাপিত?

রুদ্র। বিশ্বাসঘাতক 'পরে অর্পেছিনু ভার,
ফল তা'র ফলেছে সুন্দর!
মূর্খ আমি, ধীরসিংহ, অনন্ত বিশ্বাস
স্থাপিলাম মূর্ত্তিমান ছলনার 'পরে!
জান তুমি যশল্মীর-বংশধর,
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্র-বহির্ভূত!

কুমার। (পদতলে পড়িয়া) কি আর কহিব দেব, অপরাধী আমি!
কর্ম্মফলে ভ্রম-কূপে হয়েছি পতিত!
প্রায়শ্চিত্তে এ জীবন দিব বিসর্জ্জন!

রুদ্র। অজ্ঞান বালক! মোহবশে—
পবিত্র মঙ্গল-ঘটে করেছ আঘাত!
পরিণাম একান্ত অশুভ!
এস ফিরে মন্দিরে আমার সনে,
পুনরায় অর্ঘ্য দিব দেবতার পায়!

[রুদ্রদেব ও কুমারের প্রস্থান।

ধীর। আছে কথা ক্ষণতরে রহ রাজবালা!

ইন্দু। এই স্তব্ধ নিশীথের নির্জ্জন উদ্যানে—
কুমারীর সনে মন্ত্রণার নহে অবসর!
প্রয়োজন—কাল প্রাতে কোরো নিবেদন।

ধীর। অবিশ্বাস এত মোর 'পরে?

ইন্দু। অবিশ্বাস এত তোমা 'পরে!

ধীর। মিথ্যা নয়, আজ বটে অবিশ্বাসী আমি!
কিন্তু, যবে বৃদ্ধ রাজমন্ত্রী তোমাদের
রাজ-স্বাক্ষরিত এক নিমন্ত্রণ-করে
নতশিরে গিয়াছিল পট্টন-নগরে,—
সমাদরে আবাহন করিল আমারে
তোমার জীবন সনে—
আজীবন আমার জীবন গেঁথে দিতে,
অবিশ্বাস তিল মাত্র ছিল কি আমার?
মনে মনে একান্ত আপন ক'রে
বরিয়াছি যতবার তোমায় অন্তরে,
অন্তর্য্যামী অন্তরীক্ষে সাক্ষী আছে তার!
অনন্ত সে বিশ্বাসের বুক জুড়ে' আজ,
কোথা হ'তে—কেন এল অবিশ্বাস-ক্ষার,
এক দণ্ড করেছ কি সন্ধান তাহার?

ইন্দু। এই মাত্র জিজ্ঞাস্য তোমার? বিচিত্র—সময়োচিত কথা!
আজ এই নিবিড় দুর্দ্দিনে মেঘে মেঘে দুরন্ত ঘর্ষণে!
বজ্র এসে ভেঙ্গে পড়ে শিরে,
শার্দ্দূল-বিক্রমে গর্জ্জনে-স্বননে হেঁকে চলে প্রলয়ের ঝড়,
তপ্ত রক্তস্রোতের প্লাবনে শক্তিপুর ভেসে যায়,—

ধীর। তোমরাই যুক্তি করে' এনেছ বন্যায়!
আর শোন! জ্ঞান ছিল—চন্দ্র সূর্য্য খসে,
সাগর শুখায়, রাজ-বাক্য নাহি টলে!
আছিল ধারণা—বাক্‌দত্তা কুমারী ললনা
অন্যে সমর্পিত যদি—পতিতা সে নারী!

কলঙ্কের এ কু-কীর্ত্তি করিয়া বহন
আজীবন—উচিত কি বরিতে কুমারে ?
আর, যদি মাল্য-দান কর অভাগারে,—

ইন্দু। শতবার শতাধিক ইঙ্গিতের স্বরে
জাননা কি—বলেছি তোমারে,
সে দুরাশা কণামাত্র ক'রনা পোষণ !
অগ্নিকুণ্ডে হাসিমুখে করিব শয়ন,
তবু কাপুরুষে হৃদয়-অর্পণ
ইন্দুমুখী জেনেশুনে করেনা কখন ! [প্রস্থান।

ধীর। তেজ দর্প স্পর্দ্ধা অহঙ্কার, চমৎকার রাজার নন্দিনী !
মেদ-রক্ত-মজ্জাগত যে কঠিন ব্যাধি,
বিষ-বৈদ্যে নিমন্ত্রিব প্রতিকারে তার !

(আলোক-হস্তে চঞ্চলার প্রবেশ)

ধীর। কে ওখানে ? চঞ্চলা ! চতুর্দ্দিকে কি অন্বেষণ করছ ?

চঞ্চলা। দু'জন পাঠানকে ! দেখেছ তুমি তা'দের ?

ধীর। পাঠান ?

চঞ্চলা। বটবৃক্ষতলে আমি তা'দের স্পষ্ট দেখেছি। ইন্দুর বিপদাশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে প্রথমে তোমায় অন্বেষণ করি,—

ধীর। আমি দেব-দর্শনাকাঙ্ক্ষায় প্রধান শিষ্যকে অনুরোধ করতে গিয়েছিলাম !

চঞ্চলা। তার পর মন্দির হ'তে কুমারকে ডেকে আনি। কিন্তু তখন—

ধীর। পাঠানেরা অদৃশ্য হয়েছে !

চঞ্চলা। তুমিও কি অবিশ্বাস করছ? তবে কি সত্যই আমার চোখের ভুল?

ধীর। না চঞ্চলা, ভুল নয়। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে দু'জন অশ্বারোহীকে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে প্রান্তর-অভিমুখে যেতে দেখেছি। সম্ভবতঃ—তা'রাই সেই। উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হওয়াতে পলায়ন করেছে!

চঞ্চলা। তবে তা'রা সত্যই এসেছিল! আমার তবে আর অপরাধ কি?

ধীর। অপরাধ? তোমারই সতর্কতায় ইন্দু আজ সমূহ বিপদ হ'তে নিস্তার পেয়েছে। যাও—আর বৃথা অন্বেষণ, তা'রা এতক্ষণ বহুদূরে। [প্রস্থান।

চঞ্চলা। গুরুদেব ক্রুদ্ধ—ইন্দু অপ্রসন্ন—সখীরা বিদ্রূপ কর্‌ছে। শক্তিনাথ! নিরপরাধিনীর কেন এ কলঙ্ক? [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পাঠান-শিবির।

মমিন ও এব্রাহেম।

মমিন। ছত্রভঙ্গ দিগ্বিজয়ী মমিন-বাহিনী—
কে কোথা শুনেছে এব্রাহেম?
উচ্চশির মৃত্তিকায় হ'ল অবনত।
কোন্ মুখে ফিরিব সে আফ্‌গান-সমাজে?

সেথা—অটল বিশ্বাসে তা'রা করে আয়োজন
প্রদানিতে অভ্যর্থনা বিজয়ী সুলতানে,
হেথা—সমর-প্রান্তরে বিপক্ষ করিতে ধ্বংস—
ধ্বংসপ্রায় দুর্দ্ধর্ষ মমিন।

এব্রা। যোদ্ধা বটে জাঁহাপনা ক্ষত্রিয়-সেনানী!
মরণ-সঙ্কল্প করি' পশিয়া সমরে—
সিংহনাদে কাঁপায়ে গগন, উল্কাবেগে করে আক্রমণ।
প্রতি রাজপুত যেন বিংশতি পাঠান!
কিন্তু, আর নাহি সেই দিন! ঘটিয়াছে ঘোর মনান্তর,
ফলে তার—সমাগত রাজপুত্র এক
সুলতানে সম্মান-প্রদানে!

মমিন। শীঘ্র তারে আন এব্রাহেম! [এব্রাহেমের প্রস্থান।
গৃহ-বাদ ঘোর শত্রু উন্নতির পথে।
অ্যায় আল্লা! কৃপার আধার তুমি!
যবে কোথা সূচীভেদ্য অন্ধকার মাঝে
অশক্ত চলিতে পথ সেবক তোমার,
কোন্ এক অনির্দ্দিষ্ট ছায়ালোক হ'তে
অন্ধ-পথে সঞ্চারিত আলোকের ছটা
সেই দণ্ডে উপনীত ঘুচাতে আঁধার!
শক্তি, বল, সাহস, গৌরব, সকলি তোমার,
তোমা' পরে একান্ত বিশ্বাস, তাই দর্প মমিনের!

(এব্রাহেম ও ধীরসিংহের প্রবেশ)

কোন্ প্রয়োজন-ছলে—

বিপক্ষ-শিবির মাঝে আগত যুবক ?
কি প্রমাণ—নাহি মন্দ অভিসন্ধি তব ?

ধীর। হিতাকাঙ্ক্ষী আমি তব করহ বিশ্বাস।
লক্ষ্য-হারা জ্ঞানলুপ্ত উন্মাদের মত
নিজগৃহে জ্বালি বহ্নি-শিখা, সাধ দেখি—
উজ্জ্বল্যে তাহার কতদিক হয় উদ্ভাসিত !
হয় হোক্ ভস্মীভূত সব !
শুধু একমাত্র সেথা আছে পরিজন,
সর্ব্বগ্রাসী দুরন্ত সে দাবানল হ'তে
যা'র সমুদ্ধারে' এখনো সচেষ্ট আমি !

মমিন। এ তো উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপ !

ধীর। নহে জাঁহাপনা ! নৈরাশ্যের মর্ম্মভেদী অন্তর্দাহ হৃদে,
এ কেবল ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কণিকা !
আজীবন কাপুরুষ নহে ধীরসিংহ !
আছিল অজেয় শক্তি এ কুটিল হৃদে,
কিন্তু, এক আকর্ষণ সব বল করেছে হরণ !
কুক্ষণে কুমারসিংহ এল শক্তিপুরে,
কুক্ষণে ইন্দুর সনে দেখা হ'ল তার,
কুক্ষণে সে প্রণয়ের হ'ল প্রতিদান !
সুলতান ! বিনারক্তে শক্তিপুর হবে করগত !
গৃহ-শত্রু বর্ত্তমান যার,
বিনাশে তাহার—অল্প বল প্রয়োজন।

মমিন। প্রস্তাব তোমার কিবা কহ বীরবর,
তারপর কর্ত্তব্য করিব নির্দ্ধারণ।

ধীর। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র সেনা অনুগত মোর,
ইঙ্গিতে আমার—রণস্থল ত্যজিবে প্রভাতে।
আর, ছত্রভঙ্গ হয় যাহে সমগ্র বাহিনী,
সে ভার আমার 'পরে!
কিন্তু, নিষ্কাম নহেক মম আত্ম-বিসর্জ্জন!
পুরস্কার-প্রার্থী আমি!

মমিন। ভাল, কিবা চাহ পুরস্কার?

ধীর। চাই শুধু রাজকন্যা ইন্দুমুখী। এই পুরস্কার-লোভে
বীর-ধর্ম্ম, কীর্ত্তি-মান, ইহ-পরকাল,
সমস্ত দিয়েছি বিসর্জ্জন।
জীবনের আমরণ আকাঙ্ক্ষা-সমষ্টি
এই এক স্বর্ণ-সূত্রে রয়েছে গ্রথিত!
সুলতান! এইমাত্র কামনা আমার!

এব্রা। অন্যায়! এ অসঙ্গত প্রার্থনা তোমার!
কোন্ শাস্ত্র দেছে বিধি—রমণী-হৃদয়ে
বিজয়ীর ন্যায়-সত্ব পূর্ণ-অধিকার?
রাজপুত্রী অস্বীকৃতা বরিতে যদ্যপি,
সুলতানের আধিপত্য কোথা?

ধীর। স্বেচ্ছায় সে যদি হায় পরিত বন্ধন,
তা' হ'লে কি—ক্ষত্রিয়-সন্তান আজ
যশ, ধর্ম্ম, বংশ-মান দিয়া জলাঞ্জলী,
পাঠানের অনুগ্রহ করিত প্রত্যাশা?

এব্রা। এ তো মানবের নয়—দানবের প্রেম!
পবিত্রতা-লেশশূন্য—পশুত্ব-বিকাশ!

রাজপুত্র ! শক্তি-চাপে ভেঙ্গে চূর্ণ করে'
আর ফিরে মনোমত গড়েনা হৃদয়!

মমিন। এব্রাহেম, যাও তুমি আপন শিবিরে !

এব্রা। খুল্লতাত ! অনুচিত এ নীচত্বে প্রশ্রয়-প্রদান !

মমিন। পাঠান-যুবক ! আজ্ঞা মম করহ পালন !

[এব্রাহেমের প্রস্থান।

ধীর। ভিক্ষাদানে প্রতিশ্রুত তবে সুলতান ?

মমিন। প্রতিশ্রুত আমি,
যদি আপন প্রতিজ্ঞা তুমি করহ পালন !

ধীর। অক্ষরে অক্ষরে প্রাতে হবে পরীক্ষিত !
আদাব্ জনাব। [উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

(বীরচাঁদের প্রবেশ)

বীর। এইবারেই ঠাকুর শক্তিনাথ, হয়ে গেলেন কুপোকাৎ ! ওই চক্‌চকে ছুঁড়ীটাই সর্ব্বনাশ বাধালে ! ওর খর্পরে আমাদের খাঁ সাহেব পড়েছেন—কুমার ঝট্‌পট্, আর ধীরসিংহ তো লট্‌পট্ করে' লঙ্কা-লোটন ! তিন বয়েল্ এক ঠাঁই, গুঁতোগুঁতির অন্ত নাই ! প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রণস্থল।

ব্রহ্মদেব ও নন্দরায়।

নন্দ। পশ্চিম-প্রাচীর-লক্ষ্যে ধায় এব্রাহেম
অনুমান পঞ্চবিংশ সহস্র পাঠান,

ফিরিছে পশ্চাতে তার! উচ্চরোলে ছাড়ে সিংহনাদ,
স্থির-প্রতিজ্ঞার চিহ্ন অঙ্কিত বদনে।

ব্রহ্ম। চেয়ে দেখ বীরবর উত্তর-প্রাকারে,
অশ্ব 'পরে স্বয়ং মমিন চলিতেছে বিরাট বাহিনী!
ধনু-করে তিরন্দাজ অব্যর্থ-সন্ধানী
অগ্রসর চতুরঙ্গ দলে দিতে হানা,
কুমার-চালিত সেনা নিবারে পাঠানে।

নন্দ। ধন্য যশল্মীর! রুদ্ধ পাঠানের গতি!
প্রভঞ্জন প্রতিহত মহীধরে যথা —
ছিন্নভিন্ন তুর্ক-চমূ বিক্ষিপ্ত প্রান্তরে।
রথী-শ্রেষ্ঠ এ কুমারসিংহ।
(নেপথ্যে পাঠান-কোলাহল)
বিপক্ষের জয়ধ্বনি পশ্চিম-প্রাচীরে!
উন্মত্ত বারণ সম ধায় এব্রাহেম,
নিবারিতে কোথা ধীরসিংহ? কোথায় বা চন্দ্রতটেশ্বর?
মুহূর্ত্তেক পরে আর—ছত্রভঙ্গে
পশ্চিম-বাহিনী পৃষ্ঠদান করিবে পাঠানে।
মহারাজ! চলিলাম রক্ষিতে পশ্চিম! [প্রস্থান।
(নেপথ্যে পাঠানের কোলাহল)

ব্রহ্ম। ঘন ঘন সিংহনাদ সনে—
সঞ্চালিত চন্দ্রাঙ্কিত মমিন-পতাকা
বিপক্ষের জয়ধ্বনি করিছে প্রচার!
বৃদ্ধ আমি—অশক্ত চালিতে অস্ত্র—

তবু যেন উষ্ণতর শোণিত-প্রবাহ !
কাপুরুষ ধীরসিংহ পৃষ্ঠ দিল রণে।
নিরুপায়—অসহায়—ক্ষত্রিয়-বাহিনী !

(যমুনার প্রবেশ)

যমুনা। আর চেয়ে একদৃষ্টে কেন নরনাথ ?
নির্ব্বাপিত আশার দেউটী ! কুলাঙ্গার ধীরসিংহ
চক্রান্তে আছিল লিপ্ত মমিনের সনে,
অবাধে উন্মুক্ত করি প্রাচীর-তোরণ
এব্রাহেমে দিল অধিকার,
মুক্তদ্বারে নির্ব্বিরোধে পশিল পাঠান।
উত্তর-প্রাচীরতলে পরাস্ত মমিন
ধায় ওই সম্মিলিতে এব্রাহেম সনে !
আর দূরে—ওই চেয়ে দেখ মহারাজ,
নির্লিপ্ত সমরে—দলে দলে ক্ষত্র সেনা
তরী 'পরে সমুদ্রে করিছে পলায়ন।
হতাশ্বাসে ছত্রভঙ্গ ভারত-বাহিনী।

ব্রহ্ম। কূটচক্রী সর্ব্বনাশ করিল আমার ! ইষ্টদেব শক্তিনাথ !

(রক্তাক্ত-কলেবরে কুমারের প্রবেশ)

কুমার। মহারাজ ! বধির সে শক্তিনাথ !
আততায়ী পাঠান করিছে আক্রমণ,
ক্ষত্রসেনা উর্দ্ধশ্বাসে করে পলায়ন।
বীর-অবতার নন্দরায়—
বীরদর্পে আক্রমণ করি এব্রাহেমে,

বীর-সাজে শায়িত সংগ্রামে !
জয়সিংহ অন্তর্হিত রণক্ষেত্র হ'তে !
আর বুঝি রক্ষা নাহি হয় ।

যমুনা । ত্যজিয়া সংগ্রাম,কোন্ প্রয়োজনে হেথা রাজপুত-যুবা ?

কুমার । অকারণ কেন মাতা তীব্র তিরস্কার ?
কাপুরুষ নহেক সন্তান তব !
কিন্তু, অসাধ্য-সাধনে মানবের বল কোথা ?
যাহা একের ক্ষমতা—করেছি সাধন,
এবে প্রাণ-বিসর্জ্জন দেখাব পাঠানে !
মহারাজ ! উত্তরের ভার করহ গ্রহণ,
অবশিষ্ট লয়ে পশ্চিম করিব আক্রমণ !
আর, যদি ফিরাইতে পারি ভগ্ন-সেনা,
ভাগ্য-লক্ষ্মী এখনও প্রসন্না তবে ! (প্রস্থানোদ্যত)

ব্রহ্ম । কোথা যাও উন্মত্ত যুবক ? শতগুণ বিপক্ষ-বাহিনী,
নিরর্থক প্রাণদানে কোন্ ফলোদয় ?

কুমার । তবু—তবু একবার শেষ-চেষ্টা মহারাজ !
আক্ষেপ ঘুচাব জীবনের !
মাতা ! জনমের মত চলিল সন্তান,
ভিক্ষা দাও শেষ-আশীর্ব্বাদ !

যমুনা । এস—এস বীরপুত্র জীবন আমার,
অমর-উৎসাহে কর অসাধ্য-সাধন !
মাতৃ-আশীর্ব্বাদ-বর্ম্ম,অক্ষয় কবচ হয়ে রক্ষুক তোমায় !
[কুমারের প্রস্থান ।
স্বামী—প্রভু—যশল্মীর-পতি ! চলিল সন্তান !

ব্রহ্ম। মহারাণী, চলিলাম উত্তর-প্রাচীরে!

হায়! কুমারের সনে এই বুঝি শেষ-দেখা! [প্রস্থান।

যমুনা। থাকে যদি ললাটে-লিখন,কা'র সাধ্য করিবে খণ্ডন?

(কয়েকজন ভগ্ন হিন্দু-সৈন্যের প্রবেশ)

১ম সৈন্য। ওরে, পালা—পালা—ধীরসিংহ নিজে বলেছেন, প্রদীপ নিভেছে, কোনমতেই জয় হবেনা।

২য় সৈন্য। যখন জাগ্রত দেবতা বিরূপ, যুদ্ধ করে' লাভ কি? পালা—পালা—

যমুনা। কোথা যাও সন্তান সকল?

অসহায়া জননীরে অরাতিরে সঁপে—

এই কি উচিত তব বীরপুত্রগণ?

আশৈশব ভূলুণ্ঠিত নমিয়াছ যেই রুদ্রদেবে,

সেই মূর্ত্তি পরিত্যক্ত পাঠান-কবলে,

তোরা ভক্ত তাঁর—ব্যতিব্যস্ত প্রাণরক্ষা তরে?

যাঁর পুণ্য-আশীর্ব্বাদে আজন্ম-বর্দ্ধিত,

দেব-দ্বারে তোমা' তরে নিত্য যিনি মঙ্গল-প্রত্যাশী,

শৃঙ্খল-আবদ্ধ র'বে সে আরাধ্য পিতা,

লাগেনা কি ব্যথা সন্তান তোদের গায়!

ফের সবে—এখনও সময় আছে—

উৎসাহে বাঁধিয়া বুক প্রবেশ' আহবে,

অতুল রহিবে কীর্ত্তি জিনিলে মরিলে।

২য় সৈন্য। ওরে, যশল্মীর-মহারাণী!

সকলে। জয় মহারাণী মা!

যমুনা। চল পুত্রগণ—সবে মাত' রণোল্লাসে!
কোষমুক্ত খর-অসি ধরি দৃঢ় করে—
অগ্রসর হও রণ-মাঝে!
প্রচণ্ড ভৈরব বলে প্রদানি' হুঙ্কার,
পশ্চিম-প্রাচীরে দাও হানা,
অরি-থানা খান্ খান্ কর অস্ত্রাঘাতে!

সকলে। জয় মহারাণী মা!

যমুনা। একদিন—একদিন আছে তো মরণ!
আজ, নয় কাল। অমর নহে তো কেহ কবে!
মমিন-বিজয় কিম্বা মরণ নিশ্চয়,
চল সবে ক্ষত্র-বীরগণ!

[সকলের প্রস্থান।

(মমিন ও পাঠানগণের প্রবেশ)

মমিন। সুরক্ষিত উত্তরে স্থাপিত শত্রু-ব্যূহ!
তিনবার আক্রমণে অচল অটল!
হের—ওই অধিকৃত পশ্চিম-প্রাচীর,
উচ্ছৃঙ্খল শত্রু-সেনা করে পলায়ন।
মুক্তদ্বারে প্রবেশ' নগরে সিংহবলে।
ভূলুণ্ঠিত করি অগ্রে সুদীর্ঘ প্রাচীর,
চূর্ণ কর রাজ-অট্টালিকা। এস ভক্তগণ,
আল্লার কৃপায় মনস্কাম পূর্ণ এতক্ষণে!

[সকলের প্রস্থান।

(বীরচাঁদের প্রবেশ)

বীর। আর-কি—সব ডুবে গেল! চক্রান্তের কথা যদি

আগে কুমারকে জানাতে পারতেন, নগর কি এত সহজে দখল হয়? কি কর্‌বো—দেখা যে পেলেম না! পাগলের মত ছুটে বেড়িয়েছি—নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ ছিল না! কিন্তু কুমারকে তো ধরতে পার্‌লেম না—প্রতিহিংসার পরিতৃপ্তি তো হলো না—রুদ্রদেবের জীবন তো বাঁচল না! শক্তিনাথ! মানুষ হয়ে যারা তোমার ভক্তকে রক্ষা করবার জন্য প্রাণপণে বিপদের হিমালয় বুকে তুলে নিলে, এক বিন্দু দৈব-বলে তা'দের অনুপ্রাণিত করে' মনস্কাম পূর্ণ করতে তোমার এত আলস্য হ'ল? পাথরে গড়া বটে, তাই এ পাথুরে প্রাণ! কুমার! গুরুদেবকে রক্ষা করবে পণ করেছিলে,—বীরত্বে পাঠানকেও চমৎকৃত করেছ, কিন্তু পারলে না তো ক্ষত্রিয়! আর, ব্রাহ্মণের পণ—পুত্র-হত্যার শোধ স্বহস্তে নেব। যমের বাড়ী যেতে হয়, তা'ও স্বীকার, লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হ'ব না। [প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

সমুদ্রোপকূল।

(কুমারের প্রবেশ)

কুমার। কোথা গেল ছত্রভঙ্গ কুলাঙ্গার যত?
এখনো হইলে প্রত্যাগত, ফিরে আসে দিন
পঞ্চশত বিরোধিতে বিরাট বাহিনী,
তবু প্রাণপণ করি আক্রমি' পাঠানে—
লভিল অক্ষয় স্বর্গ বীর জনে জনে।
অবশিষ্ট একমাত্র আমি!

গুরুদেব ! ক্ষমা কর অক্ষম সন্তানে !
জীবনের সঞ্চিত যা সমস্ত উদ্যম--
সব বল—একাগ্রতা ব্যর্থ হ'ল রক্ষিতে তোমায়।
রক্তক্ষয়ে অবসন্ন—দুর্ব্বল চরণ! (উপবেশন)

নেপথ্যে। আল্লা—আল্লা হো—খোঁজ—তল্লাস কর।

কুমার। (উঠিয়া) আগত পাঠান, আর কেন—শেষ এইবার!
ইন্দু! ইন্দু! দেখা তো হ'ল না আর!
উর্দ্ধে—নিম্নে—নীলিমার অনন্ত সাগর সাক্ষী রেখে
প্রিয়তমে! চিরতরে লইনু বিদায়।
জন্মভূমি! জনক! জননী!
চরণ-উদ্দেশে এই শেষ-প্রণিপাত!

(এব্রাহেম ও পাঠানগণের প্রবেশ)

১ম পাঠান। এই দিকে এসেছে—পালাবে কোথায়?

২য় পাঠান। এই যে—এই যে রাজপুত!

এব্রা। বন্দী তুমি রাজপুত্র সুলতান-আদেশে!

কুমার। অসম্ভব! কোথা বন্দী আমি সেনাপতি?
মুক্ত প্রাণ—মুক্ত আকাশের তলে, মুক্ত সিন্ধু-তীরে,
জন্মভূমি-জননীর মুক্ত স্নেহময় বুকে—
চির-মুক্তিলাভ তরে হয়েছে প্রস্তুত,
বন্দী সে তো নয় এব্রাহেম!

এব্রা। এখনো এ দম্ভ-আস্ফালন!
শত্রু মাঝে একা তুমি—নিঃসহায়—

কুমার। অসি-করে ক্ষত্রবীর কোথা নিঃসহায়?
সাবধান—আত্মরক্ষা কর এব্রাহেম! (আক্রমণোদ্যত)

এব্রা। অস্ত্রাহত—অবসন্ন তুমি!
অসমান দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে দুর্নাম আমার!
সৈন্যগণ, বন্দী কর দুরন্ত যুবায়!

কুমার। পার যদি, কর বন্দী!

(যুদ্ধ, দুইজন পাঠানের পতন ও কুমারের অসি-ভঙ্গ)

এব্রা। দ্বি-ভগ্ন কৃপাণ তব, আর কেন বীর!
রহিবে সম্মান—আত্ম-দান কর ত্বরা।

কুমার। পাতকের প্রায়শ্চিত্ত লহ রুদ্রদেব!
কর আশীর্ব্বাদ, জীবনের মুক্তি সনে—
কলঙ্ক-কালিমা যেন হয় প্রক্ষালিত!
শক্তিনাথ——— (সমুদ্রে ঝম্প-প্রদান)

এব্রা। একি! যথার্থই ঝম্প দিলে!

১ম পা। ইয়া আল্লা! কম্‌বক্ত দরিয়ায় জান্ দিলে!

এব্রা। কি কঠিন প্রাণ! বেগবান ভীষণ তরঙ্গ 'পরে
অকাতরে ঝম্প দিল বীর!
সর্ব্বোজ্জ্বল ভারত-নক্ষত্র ডুবিল অতল তলে!

১ম পা। ওই উঠেছে—ওই ভাস্‌ছে—আবার তলিয়ে গেল।

২য় পা। না—না—ওই যে—আবার উঠেছে।

এব্রা। পাঠান কেউ পার? ওই জলমগ্নকে উদ্ধার করতে পার? প্রচুর পারিতোষিক দেব! কেউ সাহস করছ না! কুমার, পার যদি,ফিরে এস। খোদার দোহাই,তুমি মুক্ত! কুমার—কুমার—

(ইন্দুর প্রবেশ)

ইন্দু। কই—কই—কোথায় কুমার? সেনাপতি!
দয়ার আধার তুমি! কর মুক্ত বীরেন্দ্র কুমারে!

এব্রা। কা'র শক্তি রাজবালা কুমারে করিতে বন্দী ?
ওই—ওই দেখ কুমার তোমার !
উন্মত্ত তরঙ্গ 'পরে ভাসমান তৃণ সম—
ওই দেখ কুমারের অচেতন দেহ !

ইন্দু। কুমার—কুমার—আমিও যাইব সাথে। (ঝম্পোদ্যতা)

এব্রা। (বাধা দিয়া) স্থির হও রাজপুত্রী ! হুঁসিয়ার পাঠানগণ !

ইন্দু। কে আছ মহৎ প্রাণ করুণ হৃদয়,
রক্ষা কর রাজার তনয়ে !
ধন, রত্ন, মণি, মুক্তা, রাজার বৈভব,
পুরস্কার যাহা চাহ—দিব।

এব্রা। দেবে ? সত্য বল—শীঘ্র বল—
সাধ্যায়ত্ত যাহা পুরস্কার চাব—দেবে ?

ইন্দু। প্রতিশ্রুতা পূরাইতে মনোরথ তব !
যাও—যাও সেনাপতি—উদ্ধার' কুমারে।

এব্রা। বেশ ! পুরস্কার-লোভে তবে—
সাক্ষাৎ মৃত্যুর সনে করিব সমর।
কিন্তু, কৃতকার্য্য হই যদি,
রাজপুত্রী ! পণ-রক্ষা করিয়ো তোমার !
মুক্তিয়ার ! সেলাম আমার জানায়ো সুলতানে।

(ঝম্প-প্রদান)

১ম পা। সর্ব্বনাশ ! জাঁহাপনাকে কি বলবো ? কি করে' মুখ দেখাব ?

ইন্দু। সর্ব্বার্থ-সাধিকে চণ্ডী অভয়ে বরদে মাতা !

ত্রিতাপহারিণী তারা—কাতরা তব দুহিতা !
মহিষ-মর্দ্দিনী শ্যামা—এলোকেশী ভয়ঙ্করী !
এস মা—শরণাগতে দাও রাঙ্গা পদতরী ।

২য় পা । খোদা জনাবকে দীর্ঘজীবী করুন । অচেতন রাজপুতকে নিয়ে প্রাণপণে তীরের দিকে আসছেন !

১ম পা । সোভানাল্লা ! অদ্ভুত বীরত্ব !

(কুমারকে লইয়া এব্রাহেমের কূলে আগমন)

এব্রা । রাজপুত্রী,নিরাপদ কুমার তোমার । (মূর্চ্ছা)

ইন্দু । নিস্তারিণী—— (মূর্চ্ছা)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

যশল্মীর—কক্ষ।

সরযূ ও সুলক্ষণ।

সরযূ। শক্তিপুরে পৌঁছুতে কেন তা'র বিলম্ব হ'ল?

সুল। পথে বেগবান অশ্ব হ'তে পড়ে গিয়ে বেচারার হাত পা চূর্ণ হয়ে গেছে।

সরযূ। শুভক্ষণে দুর্ঘটনার সংযোগ! শুনেছ তো কুমার এখন বন্দী!

সুল। আরও শুনেছি—বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হবে।

সরযূ। এখন আমার সেই স্বাক্ষরিত পত্র ও কুমারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত চূর্ণ ফিরিয়ে আনা একান্ত আবশ্যক। একশত অস্ত্রধারী নিয়ে এখনই যাত্রা কর। পথে নিরর্থক কাল-বিলম্ব—

সুল। এক মুহূর্ত্ত হ'বেনা মা!

সরযূ। এই সঙ্গে—আরও একটা কাজের ভার দোবো! কুমারের মুক্তি-কামনায় মহারাজ এক প্রার্থনা-পত্র সুলতানকে পাঠাবেন! তুমি সে পত্রও নিয়ে যাবে।

সুল। কুমারের মুক্তির জন্য পত্র! সুলতানকে? একি আদেশ মহারাণী!

সরযূ। চমৎকৃত কেন? তোমার কর্ত্তব্য—আদেশ বিনাবাক্যে পালন করা! অপেক্ষা কর, পত্র প্রস্তুত হ'লেই সংবাদ দেবো!

[সুলক্ষণের প্রস্থান।

(খ্যাতিসিংহের প্রবেশ)

খ্যাতি। না সরযূ, এ পুত্রের জীবন-মরণের কথা। পত্রের উপর নির্ভর করতে সাহস হয় না! আমি স্বয়ং শক্তিপুরে যাব। সুলতানের কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা ক'রে কুমারকে ফিরিয়ে আন্‌বো। পুত্র—এমন বীর-পুত্র বধ্য-ভূমিতে প্রাণ দেবে, আমি পিতা—কোন্ প্রাণে এখানে সিংহাসন আঁক্‌ড়ে বসে থাকি ?

সরযূ। আপনি পুত্রের যেমন পিতা, প্রজাদেরও তো রাজা। রাজ-সম্ভ্রমের প্রতি লক্ষ্য করুন। আর, আপনি স্বয়ং গেলে প্রার্থনা যদি মঞ্জুর হয়, আপনার স্বাক্ষরিত আবেদন-পত্রেও অসংশয় তাই হবে।

খ্যাতি। কিন্তু, মুক্তি পেয়ে রণ-প্রিয় যুবা আবার হয়ত নূতন যুদ্ধে সুলতানকে আহ্বান করবে। আবার তখন সেই বিপদ! না, আমিই যাই! কুমারকে যশল্মীরে এনে প্রাসাদে বন্দী করে' রাখব।

সরযূ। তা'র মাকে ছেড়ে সে কখনই এখানে আসবে না!

খ্যাতি। আমি স্বয়ং তা'র হাত ধরে ডেকে আনব! রাজ-আদেশ সে লঙ্ঘন করেছে, কিন্তু ব্যাকুল জনকের স্নেহের আহ্বান—অশ্রুর আবেদন—কেমন করে' সন্তান প্রত্যাখ্যান করবে ?

সরযূ। যখন মনে পড়বে তার নির্ব্বাসিতা জননীর বিষণ্ণ মুখ—পাঠানের হস্তে অপমান-নির্য্যাতন—গুরুর কারাবাস-চিত্র, পিতার শত আহ্বান ব্যর্থ-বিফল হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাবে! আন্‌তে তা'কে আপনি পারবেন না। সে উপায় আমি স্থির করেছি! সুলক্ষণের সঙ্গে সৈন্য থাক্‌বে। কুমার স্বেচ্ছায় আস্‌তে অস্বীকৃত হ'লে তা'রা বল-প্রয়োগে তা'কে বন্দী

করে আন্‌বে! আপনি গেলে তো চক্ষুঃলজ্জা-মমতায় এতটা পারতেন না!

খ্যাতি। তবে সুলক্ষণই যাক্! কিন্তু, একটী ভিক্ষা সরযূ! কুমার এলে তা'কে একটু স্নেহের চক্ষে দেখো! সপত্নী-পুত্র হলেও—মনে করে' দেখ—জীবনে সে কখনও তোমার অসম্মান করেনি!

সরযূ। কুমার যদি এখানে আসে, আমি তা'কে মাতার অধিক স্নেহে-যত্নে ঢেকে রাখব!

খ্যাতি। সন্তুষ্ট হলেম! এই নাও পত্র! সুলক্ষণকে প্রস্তুত হ'তে বল। গৃহ-দেবতার পূজার সময় উত্তীর্ণ—পুরোহিত অপেক্ষায়, আর বিলম্ব করবো না। যাত্রার পূর্ব্বে আমি নিজেও তা'কে দু'একটা কথা বলে দোব। [প্রস্থান।

সরযূ। সুলক্ষণ! সুলক্ষণ!

(সুলক্ষণের প্রবেশ)

এই দেখ পত্র—কুমারের মুক্তি-ভিক্ষা করে' সুলতানের উদ্দেশ্যে লিখিত!

সুল। মহারাণী! আমি আজ্ঞাধীন ভৃত্য! আদেশের প্রতিবাদ করবো, এ স্পর্দ্ধা রাখি না! কিন্তু, তোমার মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখতে তোমার পিতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ! সেই সাহসে বল্‌ছি, যে—

সরযূ। পত্র এইরূপে খণ্ড খণ্ড করে' ফেলা উচিত! কেমন? (পত্র ছিন্ন করা)

সুল। আমার বুদ্ধিমত্তার অহঙ্কার মা চূর্ণ হয়েছে—আমি পরাজিত! কিন্তু, ফিরে এলে মহারাজ যখন জিজ্ঞাসা করবেন,—

সরযূ। বলবে—বহু আয়াসেও সুলতানের সাক্ষাৎ না পাওয়াতে একজন পাঠান-সেনানায়কের হাত দিয়ে পত্র জাঁহা-পনাকে পাঠিয়ে দিয়েছ! এখন যাও, পত্র ও চূর্ণ যত শীঘ্র পার ফিরিয়ে আন।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্দির-সম্মুখ।

রুদ্রদেব।

(ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত)

রুদ্র। আকাশ অন্ধকার—হৃদয়ে মেঘ আরও অন্ধকার—পরিণাম তা'র চেয়ে অন্ধকার! (বজ্রপাত) কি কঠোর বজ্রনাদ! প্রকৃতির অন্ধকারে তবু ওই ক্ষণে ক্ষণে দামিনীর অট্টহাস—প্রবল ঝঞ্ঝা—বিকট অশনি-গর্জ্জন আছে, এ আঁধার নিবিড়—নির্ব্বাত—নিস্তব্ধ। নিষ্ঠুর শক্তিনাথ! আশৈশব তোমার সেবায় আত্ম-বলিদান দিয়ে—প্রাণমনে দেব-চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলী অর্পণ করে' এই পুরস্কার? কোথায়—কবে সন্তানের কি ত্রুটী লক্ষ্য করেছ? নির্ম্মম—কঠোর—পাষাণ দেবতা! চেয়ে থাক—অমনি স্থিরনেত্রে চেয়ে থাক! ভক্তের অভিমান কি মর্ম্মস্পর্শী, প্রত্যক্ষ অনুভব কর! (মন্দির হইতে ত্রিশূল আনিয়া) ইষ্টদেব! প্রসন্ন হও—এখনও তোমার অগ্নিবজ্র পাপিষ্ঠের মস্তকে নিক্ষেপ কর—পাপভারপ্রপীড়িত বিপ্রকে আত্মহত্যার পাতক

হ'তে রক্ষা কর। শুন্‌লে না? সকাতর শেষ-ভিক্ষা, তাও ব্যর্থ হ'ল? তবে এই দেব-ত্রিশূল ব্রাহ্মণ-বক্ষঃ বিদীর্ণ করে'——ওঃ—(সহসা মন্দিরে বজ্রপাত, রুদ্রদেব মূর্চ্ছিত ও অর্দ্ধ-মন্দির স্খলিত হইয়া ভূপতিত)

(শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম শিষ্য। সর্ব্বনাশ! দেব-মন্দিরে বজ্রাঘাত হ'ল? দুর্লক্ষণের অবধি নাই।

২য় শিষ্য। দেখ—দেখ—দক্ষিণ-পার্শ্ব বিচূর্ণিত হয়ে ভূমিস্মাৎ হয়েছে, কিন্তু দেব অঙ্গ-স্পর্শিত হয় নি।

১ম শিষ্য। গুরুদেব কই? আমাদের অনুগামী হ'তে নিষেধ করে' তিনি যে একাকী মন্দিরে এসেছেন। এই যে—এই যে—মূর্চ্ছিত হ'য়ে! গুরুদেব! গুরুদেব!

রুদ্র। (মুর্চ্ছা-ভঙ্গে) কঠোর উত্তর! বজ্র হ'তে কঠোর! ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম অহিংসা—ক্রোধ-সম্বরণ বিস্মৃত হয়ে নররক্তে দেবস্থান কলুষিত করেছি—ক্ষত্রোচিত উত্তেজনায় রণ আবাহন করে' রক্তবন্যায় পৃথ্বীবক্ষঃ প্লাবিত করেছি!

১ম শিষ্য। প্রভু, এদিকে চেয়ে দেখুন। দেব মূর্ত্তি এখনই স্থানান্তরিত করা আবশ্যক। নচেৎ অর্দ্ধমন্দির স্খলিত হয়ে বিগ্রহ-অঙ্গে আঘাত করবে।

রুদ্র। যাও—যাও সকলে—একটা প্রস্তর-খণ্ডের জন্য উদ্বিগ্ন হ'বার আবশ্যক নেই।

১ম শিষ্য। কি বলছেন প্রভু? আপনার মুখে এ কি উক্তি!

(নেপথ্যে যমুনা)। গুরুদেব! গুরুদেব! কোথায় আপনি?

১ম শিষ্য। যমুনাদেবীর কণ্ঠস্বর! চল—মহারাণীকে সংবাদ দেওয়া যাক। [শিষ্যদ্বয়ের প্রস্থান।

রুদ্র। সত্য! পাপ-স্পর্শিত স্থানে দেবতার বাস সম্ভব নয়।

(যমুনার প্রবেশ)

যমুনা। গুরুদেব! শীঘ্র আসুন। জয়োন্মত্ত শত্রু-সৈন্য মন্দির-অভিমুখে ছুটে আসছে। সমুদ্রতীরে তরণী প্রস্তুত, ঝড়-ঝঞ্ঝা থেমে গেছে, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করবেন না।

রুদ্র। পাঠান আসছে, এ সংবাদ জেনেও তবু এখানে ছুটে এসেছ? যাও মা—এখনই এ স্থান পরিত্যাগ কর। দুরন্ত সন্তানের জন্য অনেক সয়েছ জননী! অন্য রমণী হ'লে এতক্ষণ তা'র হৃৎপিণ্ড চূর্ণ হয়ে যেতো! কিন্তু, আর নয়, অসম্মান হবে। জয়োন্মত্ত সৈনিক তো রমণীর মর্য্যাদা রাখবে না। যাও মা— তরী-আরোহণে সত্বর নিরাপদ স্থানে প্রস্থান কর।

যমুনা। আপনি?

রুদ্র। এই আশ্রমে আজন্ম প্রতিপালিত, আজ দুর্ব্বিপাকে বিপদ সম্মুখীন বলে' ঘর ফেলে কোথায় যাব মা? তোমার সন্তান সে তো পালাতে জানে না।

যমুনা। এ কি নিষ্ঠুর আদেশ প্রভু! তা'রা যে আপনাকে বন্দী করে' নিয়ে যাবে! হয়ত—হয়ত—

রুদ্র। প্রাণদণ্ড দেবে? আমিও তো ব্যাকুল হ'য়ে মা সেই অপেক্ষায় আছি! জীবনের খেলা এতক্ষণ ফুরিয়ে যেতো, কেবল দেব-নির্দ্দেশে আত্মহত্যা করিনি! যাও জননী, সঙ্কটের স্থানে আর থেকো না।

যমুনা। প্রভু, এই আপনার চরণ স্পর্শ করে' মিনতি করছি, ও সংকল্প পরিত্যাগ করুন। গুরুদেব! গুরুদেব! আমি যে বড় সাহসে আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি! আপনার জীবন রক্ষা করতে আমি যে ধর্ম্ম সাক্ষী করে' প্রতিশ্রুতা! তাই—তাই আজ দুঃখিনীর সর্ব্বস্বধন কুমার আমার পরম সঙ্কটে—বুকের ভেতর সমুদ্র ছুটে যাচ্চে,—তবু আকুল হ'য়ে আপনার অন্বেষণে এসেছি। রক্ষা করুন প্রভু! শিষ্যকে ব্রহ্ম-হত্যা—গুরু-হত্যা—প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ পাপ হ'তে মুক্ত করুন! আসুন—ওই দেবমূর্ত্তি বুকে করে' এই দণ্ডে আমরা প্রস্থান করি।

রুদ্র। আর কি দেব-মূর্ত্তি আছে মা? বিগ্রহ শূন্য। বজ্র-রথে আরোহণ করে' শান্ত-সুন্দর দেব-মূর্ত্তি দেব-লোকে প্রস্থান করেছে। নিরীক্ষণ করে' দেখ! আধার আছে আধেয় নেই, নয়ন আছে দৃষ্টি নেই, দেহ আছে প্রাণ নেই, মূর্ত্তি আছে দেবতা নেই। মহারাণী, গুরুর অনুরোধ রক্ষা করতে অতুল সম্পদ ত্যাগ করে' ভিখারিণী হয়েছ—নারী-জীবনের সর্ব্বস্ব স্বামী-পুত্র হারাতে বসেছ, কিন্তু মা, তোমার অনুরোধ তো রাখতে পারলেম না! তোমার সন্তান হয়ে প্রাণের ভয়ে পালাতে পারবো না।

(মমিন, এব্রাহেম, রোহিম ও পাঠানগণের প্রবেশ)

মমিন। পালাবার অবসর কই ব্রাহ্মণ? নরহত্যাকারী শয়তান! তোমার দুই চক্ষু উৎপাটিত করে'—অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ-চূর্ণ করে' ইরফান ও রোস্তমের গুপ্তহত্যার প্রতিশোধ নেব।

যমুনা। গুপ্তহত্যা! আর এ ছলের প্রয়োজন কি সুলতান? বিজয়-লক্ষ্মীর প্রসন্ন দৃষ্টি তো লাভ করেছেন! পরাস্ত শক্তিপুর-

বাসীর জীবন-মরণ তো আজ শুধু আপনার খেয়ালের ওপর ! পৃথি-বীর কারো কাছে জবাবদীহি করতে হবে না—সাহস করে' কেউ মুখ ফুটবে না ! কেন তবে ব্রাহ্মণের বিপক্ষে অন্যায় মিথ্যা-অপ-বাদ প্রস্তুত করে' সত্যের কাছে অপরাধী হচ্চেন ? বিজয়ী সুল-তানের মর্জ্জি—এঁকে দণ্ড দিন ! বিচারের ছল কেন জাঁহাপনা ?

মমিন। এত স্পর্দ্ধা ! কে তুমি উদ্ধতা দাম্ভিকা রমণী ?

এব্রা। মা ! যশল্মীর-মহারাণী ! সেলাম।

মমিন। যশল্মীর-মহারাণী ? কুমারসিংহের জননী বটে ! কিন্তু, মহারাণী, সুলতানের প্রতি বিনা কারণে যে অপমান-সূচক দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করেছেন, কেবল রমণী ব'লেই অব্যাহতি পেলেন ! নচেৎ—

যমুনা। জীবন-দণ্ড ব্যবস্থা করে' ন্যায়-উক্তির শাস্তি দিতেন ? বীরত্বব্যঞ্জক বিচার বটে !

রুদ্র। মা ! মা ! আত্ম-বিস্মৃতা হয়ে—আহ্বান করে' অপমান এনে গুরুর বক্ষে শেলাঘাত ক'রনা ! আমি মিনতি করছি—আদেশ করছি, এ স্থান পরিত্যাগ কর।

মমিন। গুপ্তচর রোহিম খাঁ !

রোহিম। হুকুম জনাব !

মমিন। এই ব্রাহ্মণকে চেন ?

রোহিম। জাঁহাপনা ! ওমরাহদ্বয়কে এই ব্যক্তি হত্যা করেছিল !

যমুনা। মিথ্যা কথা ! হত্যা করা কা'কে বলে সুলতান ? আপনার সেই পানোন্মত্ত অনুচরদ্বয় অষ্টমবর্ষীয় এক অবোধ শিশুকে বিনা অপরাধে কূপ-মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল, তার নাম কি হত্যা ?

পুত্রশোকে জ্ঞানহারা নিরস্ত্র ব্রাহ্মণের গ্রীবা লক্ষ্য করে' সেই বীর-যুগল অস্ত্রাঘাত করতে উদ্যত হয়েছিল,—কৃতকার্য্য হ'লে তারই নাম হত্যা! আর, এই পরিণত-বয়স্ক পুরোহিত হত্যার নিবারণ-কল্পে সেই দুজন হত্যাকারীকে একত্র দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে পরাস্ত ও বধ করে যে বিজয়-গৌরব অর্জ্জন করেছে, আপনার ঈশ্বরের নাম নিয়ে শপথ ক'রে বলুন—তার নাম কি হত্যা?

এব্রা। ইরফান্ ও রোস্তমকে একত্র দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে পরাস্ত করেছে, এই ব্রাহ্মণ?

মমিন। অসম্ভব! এ স্তোক বাক্য! এক এব্রাহেম ব্যতীত ইরফান্-রোস্তমের সমকক্ষ অসিধর আমার বাহিনীতে নেই। মহারাণী! আমরা কল্পনা-শক্তির যেমন প্রশংসা করি, মিথ্যা-বাদিনীকে তেমনি ঘৃণা করি।

যমুনা। কি? মিথ্যাবাদিনী? আমি—কুমারসিংহের জননী—অসত্য-বাদিনী?

রুদ্র। সুলতান! আমি মুক্তকণ্ঠে অপরাধ স্বীকার করছি, আমার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করুন। চলুন—কোথায় যেতে হবে, আমি প্রস্তুত হয়ে আছি!

মমিন। সৈন্যগণ! হত্যাকারীকে কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে' সমস্ত রাজপথ পরিভ্রমণ করিয়ে কারাগারে নিয়ে যাও! শক্তিপুর-অধিবাসী দেখুক—সুলতান মমিনের প্রজার ওপর অত্যাচার করলে কি দুর্গতি হয়! যাও ব্রাহ্মণ,—প্রাণদণ্ড তোমার দেব বটে, কিন্তু এমন কঠোর প্রাণস্পর্শী প্রাণদণ্ড দুনিয়ায় কেউ কখনও স্বপ্নেও অনুভব করে নি!

যমুনা। সেনাপতি! বন্দী যদি বিনা বাধায় প্রহরীদের অনুগমন করতে স্বীকৃত, বন্ধনের হুকুম কি মকুব হয় না?

মমিন। বিস্মৃত হচ্চেন কেন মহারাণী? শৃঙ্খল-বন্ধন শাস্তির প্রথম সোপান! আদেশ পালন কর সৈন্যগণ!

যমুনা। জাঁহাপনা! সুলতান! ভিক্ষা দিন! রমণী—এক দিন যশল্মীর-রাজ্যের মহারাণী—আজ নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাইছি! আপনার বিচারে এঁর প্রতি যে দণ্ড উচিত হয়—দেবেন! কেবল এক প্রার্থনা—পাঠান-সৈন্য দ্বারা ব্রাহ্মণের অঙ্গ স্পর্শিত করে' এঁকে ধর্ম্মচ্যুত করবেন না!

রুদ্র। মা! মা! এ কি করলে মা? মহিমময়ী রাজরাণী! মরণোন্মত্ত ভিখারীর জন্য আজ শেষে এই অপমান বুক পেতে নিলে? গর্ব্বোন্নত গগন-স্পর্শী পর্ব্বত-চূড়া—শত ঝঞ্ঝায় অটল স্থির—আজ একটা মৃদু-কম্পনে ভূলুণ্ঠিত হ'ল? ছিছিছি! ব্রাহ্মণ! দেখ—দেখ—কীর্ত্তি কত রেখে গেলে, ভাল করে' দেখ!

এব্রা। খুল্লতাত—

মমিন। পাঠানগণ, আপাততঃ বন্দীর অঙ্গ-স্পর্শ করবার আবশ্যক নেই! কিন্তু, হুঁসিয়ার, ওকে একান্ত সতর্কতার সহিত বেষ্টন করে' নিয়ে যাও। যদি পলায়ন বা আত্ম-হত্যা করে, তোমাদের জীবন্ত কবর।

[মমিন ও এব্রাহেমের প্রস্থান।

রুদ্র। জননী! তোমার অমর্য্যাদা দেখার চেয়ে আত্ম-হত্যা আমার ভাল ছিল! মা হয়ে সন্তানকে মা মৃত্যুকালে এই মর্ম্ম-পীড়া দিলে!

যমুনা। গুরুদেব! দুর্ভাগিনী দুর্ব্বলা নন্দিনীর প্রণাম গ্রহণ করুন।

১ম পা। নে' বামুন, চল—চল্—হাত নেড়ে বুজরুকী করতে হবে না।

রোহিম। আর এ ছ্যাঁচড়া মাগীটাও তেমনি ছিনে-জোঁক! বুড়োর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে!

রুদ্র। ওঃ—ওঃ—ইষ্টদেব—জীবন্তে নরক-যন্ত্রণা—চল—চল—

[রুদ্রদেব, রোহিম ও পাঠানগণের প্রস্থান।

যমুনা। নিদ্রিত কি অন্তরীক্ষে রয়েছ দেবতা?
কোথা শম্ভু—যোগনিদ্রা করি সম্বরণ
অগ্নি-বর্ষি রুদ্র মূর্ত্তি কর অবতার।
প্রতি রোম-কূপ হ'তে বহির্গত
কোটী কোটী অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ—
দেব-অঙ্গ হোক্ মত্ত পৈশাচিক রণে!
গভীর গর্জ্জনে—ঘন বিষাণ-বাদনে
সৃষ্টিনাশী দাবানল কর প্রজ্জ্বলিত!
শূলপাণি! মহাশূল বিচূর্ণ কি তব?
আর, কোথা তুমি মাতা চামুণ্ডারূপিণী—
মহাকালী—নরকর-কঙ্কাল-মালিনী,
তুমি তো নির্দ্দয়া নহ শ্যামা!
লকলকি লোলজিহ্বা রুধিরদশনা—
এস—ধেয়ে এস রণাঙ্গনা!
কোথা ক্রুদ্ধ রক্তআঁখি রুধির-পিয়াসী,
বিভীষণা অনীকিনী ডাকিনী যোগিনী,

উষ্ণশ্বাসে বজ্র-বহ্নি কই মা চণ্ডিকে ?
দগ্ধ কর—ভস্ম কর দাম্ভিক যমিনে ! [প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

পাঠান-শিবির-সম্মুখ ।

(নর্ত্তক-বালকবেশে চঞ্চলার প্রবেশ)

গীত ।

মিঠি মিঠি দিঠি ঠমকে চলি ।
রঙে চঙে তালে পায়ের্ কেলি !
হ্যায় কোই দিল্-আঁধিয়ার,
শুন ’তেলি—জান্ হোগা পিয়ার,
ইয়ার লিয়ে চুঁড়ি গলি গলি ।
চন্দ্রমা সূরয রোশ্‌নি ঢালে,
দুনিয়া এয়সা কাঁহা মিলে,
মজা উড়াও—ভোরপুর বিলাও,
আয়া একেলি—চলেগি একেলি ।

চঞ্চলা । দুঃসাহসে বুক বেঁধে এতদূর এসেছি ! এখন কি উপায় করি ? কোথায় কোন্ শিবিরে ইন্দু বন্দিনী, কেমন করে’ সন্ধান নিই—সাক্ষাত করি ? শুনেছি—সে বিশ্বাসঘাতকও এখন সুলতান-শিবিরে ! যদি সহসা দেখা হয়, ছদ্মবেশ সেই দণ্ডে ব্যর্থ হবে ! চিনবে কি ? সে মুখ—কণ্ঠস্বর মনে হ’লে এখনও বুক কেঁপে ওঠে ! নির্লজ্জ মন ! আর কেন ? খল, স্বার্থপর, প্রতারক—সে

ক্ষত্রিয়-পাঠানের স্মৃতি বিসর্জ্জন দাও! সে কুটিল-সুন্দর মুখ আর কল্পনায় এনো না!

(বীরচাঁদ, রোহিম ও পাঠানগণের প্রবেশ)

গীত।

লড়াই ফতে—

পিয়ো ভাং হরদম্ দিল্ ভর্‌কে।

খোসী সুলতান বহুৎ মিলা ইনাম,

জানিকো দেওয়েঙ্গে ঘরমে চল্‌কে।

পিয়ারা বিণ্ রাত্তি রোয়ে রোয়ে,

আঁখোমে নিদিয়া নেহি আওয়ে,

আবি চলেগা ঘর— কলিজা ভর্

মজেমে নাচ্‌না ঘুম্‌কে ফির্‌কে।

রোহিম। বলি মিঞারা, বখশিস্ পেয়ে তো সব লাফালাফি করছো, ওর সিকি বখরা যে আমার প্রাপ্য!

৩য় পা। মাইরি চাচা!

রোহিম। বাবা, এ লড়াই খুঁচিয়ে তুল্লে কে? এই রোহিম-গোয়েন্দা ছদ্মবেশে এসে ওমরাহদের মৃত্যু-সংবাদ জেনে গেল, তবেই না? এ লোহার সাহস দলে আর কারও আছে?

৩য় পা। ওঃ—ভারি সাহস!

১ম পা। চাচা একটা সাহসের টিকটিকি!

রোহিম। আচ্ছা, তা না হোক—বুদ্ধি? আগাগোড়া খাঁটি সত্যি বল্‌লে কি কাজ ফতে হয়? ঢোক্ গিলে গিলে তোফা গুছিয়ে সুলতানের কাছে গুপ্ত-হত্যার এমন শোচনীয় বর্ণিমেটা করলুম যে সভা শুধ্‌ধু লোক চোখ কপালে তুলে ফ্যাকাসে মেরে গেল!

১ম পা। ফ্যাকাসে?

রোহিম। তবে—হাঁ—সুলতান—হাজার হোক্‌ দিগ্বিজয়ী কিনা—রেগে লাল টক্‌টকে!

বীর। চাতুরীটা তবে তোমারই?

রোহিম। আর, মজা শোন। সুলতানের মুখে বামুনটার কোতলের হুকুম শুনে ওর চেলা এক রাণী ধরে বস্‌লে যে,—হুজুর, কোতল্‌ কর—বহুৎ আচ্ছা, কিন্তু পাঠানরা যেন বামুনকে স্পর্শ না করে! আরে মর্‌—ইদিকে মুণ্ড উড়ে যায়, আর মাগী কিনা জুল্‌পী বাঁচাবার তদ্বির করছে!

চঞ্চলা। বাঃ বাঃ! মজার কথা বটে!

বীর। তুমি কে হে ফুট্‌ফুটে ছোক্‌রাটি—জরিওলা চাদর বুকে বেঁধে দলে ভিড়ে গেছ?

চঞ্চলা। আমি নাচ-গানের মজ্‌রো করি!

১ম পা। আরে! তবে লাগিয়ে দাও না! এতক্ষণ বলতে হয়!

চঞ্চলা। বখ্‌শিস্‌?

৩য় পা। আলবাৎ পাবে! তান ওড়াও—ভাও বাত্‌লাও—মুঠো মুঠো প্যালা কুড়িয়ে নাও!

(চঞ্চলার গীত)

সেঁইয়া যাওয়ে যাওয়ে ফিরি চাওয়ে।
সুন্দর আঁখি লালি—সারি রাত্তি রোওয়ে।
মিঠি মিঠি বাতিয়া কতহি বোলল,
আঁচর ধরি পিয়া মুখে ফিরি চাহল,
সাধল—কাঁদল—চরণমে গিরল—
কঠিন মান সখি তবহি না যাওয়ে।

৩য় পা। জিতা রও টাট্টু! মর্‌ না যাও!

চঞ্চলা। এখন আমার বখশিস্ ?

১ম পা। তা—তা—আচ্ছা হবে এখন! শিবিরটা তদারক করে এসে—বুঝেছ! [প্রস্থান।

চঞ্চলা। কি গো সর্দ্দার, আমার কি করলে ?

৩য় পা। আহা! সুর জমাও না! এই তাঁবু থেকে আনতে —বুঝেছ ? [প্রস্থান।

রোহিম। ওহো—হো! লড়াইয়ে ইজের কাটা গেছে—সেলাই করতে হবে যে! [রোহিম ও পাঠানগণের প্রস্থান।

বীর। তারপর সুন্দরী, বখশিস চাই ?

চঞ্চলা। কি রকম ? ভদ্রলোকের ছেলেকে ঠাট্টা ?

বীর। হিন্দু-স্ত্রী হয়ে এ ব্যাঘ্র-বিবরে কেন এসেছ ? বলতে দ্বিধা কোরো না! যদি অকপটে স্বীকার কর, শপথ করছি—আমা হ'তে তোমার অনিষ্টের আশঙ্কা নেই!

চঞ্চলা। যখন ধরা পড়েছি, আর মিথ্যা কেন বোল্‌বো ? আমার বিপদ সমস্ত নিবেদন করবো! কি জানতে চাও ?

বীর। প্রথমতঃ—তুমি কে ? কেন এখানে এসেছ ?

চঞ্চলা। আমি শক্তিপুর-রাজকন্তার সহচরী! তিনি পাঠান-শিবিরে বন্দিনী! তাই ছদ্মবেশে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছি!

বীর। বেশ! তা—বীরবর ধীরসিংহের শরণ নাও না কেন ? এখন তিনি সুলতানের প্রিয়পাত্র!

চঞ্চলা। এ সম্বন্ধে তাঁর নিকট হ'তে উপকার-প্রাপ্তির আশা দুরাশা!

বীর। কে বলতে পারে ? শুনেছ বোধ হয়—পাঠান-ভক্তির

পুরস্কার স্বরূপ রাজকন্যাকে সুলতান কাল ধীরসিংহের হস্তে অর্পণ করবেন!

চঞ্চলা। না—না—এ কি কথা! কে বলছে?

বীর। আমি বল্‌ছি!

চঞ্চলা। সত্য? দোহাই আপনার! রাজকন্যার জীবন-রক্ষা করুন। ধীরসিংহের প্রতি তার বিষ-দৃষ্টি! বিবাহের পূর্ব্বেই সে আত্ম-হত্যা করবে!

বীর। করে, আমার কি? আর নগণ্য সৈনিক আমি—আমা হ'তে কি উপায় হবে?

চঞ্চলা। ইন্দু! ইন্দু! বোন! কেমন করে' তোমার প্রাণ রক্ষা করি? হে সৈনিক, দয়া করে' আমায় সুলতানের কাছে নিয়ে চল! তাঁর চরণে ধরে' সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করে' দয়া ভিক্ষা করবো!

বীর। কা'র দয়া ভিক্ষা করবে? মমিন সুলতান পাষাণ! ফেটে যায়,এক ফোঁটা জল পড়ে না! তার চেয়ে স্থির হয়ে আমার কথা শোন! সেনাপতি এব্রাহেম খাঁ স্বয়ং রাজকন্যার প্রণয়াভিলাষী! এ রত্ন মুঠোয় পেয়ে তিনি যে ধীরসিংহকে বিলিয়ে দেবেন, আমার তো প্রত্যয় হয় না। দেখছি—তুমি রাজকন্যার হিতাকাঙ্ক্ষী! আর, বিশ্বাস কর, আমিও তাই! আমার সঙ্গে এস—বন্দীদের মুক্ত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করবো।

চঞ্চলা। তুমি—আপনি কে?

বীর। আমি ব্রাহ্মণ!

চঞ্চলা। ব্রাহ্মণ!

বীর। আর প্রশ্ন নয়—চলে এস! [উভয়ের প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

কারাগার।

রুদ্রদেব ও এব্রাহেম।

রুদ্র। প্রতিশ্রুত হ'তে পারি না! কি প্রশ্ন সেনাপতি?

এব্রা। এই প্রশ্ন যে,—রোস্তম ও ইরফান্ কি সত্যই তোমার সহিত যুদ্ধে নিহত হয়েছিল! স্মরণ রেখো ব্রাহ্মণ, আজ তুমি মরণের সিংহদ্বারে পদার্পণ করে'! চন্দ্রাস্তের পূর্ব্ব হ'তে কোতলের বাদ্যে শক্তিপুর জাগরিত হবে। সূর্য্যোদয়ে রাজ-সভা-প্রাঙ্গণে জল্লাদ কর্ত্তৃক তোমার প্রাণদণ্ড অবধারিত। এখন প্রকৃত ঘটনার উল্লেখে তোমার অধিক অমঙ্গল কি হবে? বল ব্রাহ্মণ—যথার্থ উত্তর দাও!

রুদ্র। অপরাধ যখন স্বীকার করেছি, এ কথা আবার উত্থাপিত কেন?

এব্রা। আমার কৌতূহল নিবারণ কর।

রুদ্র। এ জিজ্ঞাস্যের উত্তর দেওয়া আমার অভিপ্রেত নয়।

এব্রা। বুঝলেম—খুল্লতাত অভ্রান্ত! তাঁর দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়-সঙ্গত! নিদ্রিত পাঠানদ্বয়কে সন্ধ্যার অন্ধকারে তুমি পশুর মত হত্যা করেছ! তোমার শিষ্যা যশল্মীর-মহারাণী নীচ শঠতা অবলম্বনে—মিথ্যা-প্রচারে সুলতানকে প্রতারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন! তখন চিনতে পারিনি—যশল্মীরের রাণী মিথ্যাবাদিনী!

রুদ্র। চেন্‌বার সে সামর্থ্য কই পাঠান? সত্য-মিথ্যা-বিশ্লেষণের সে সূক্ষ্ম অন্তর্ভেদী দৃষ্টি কোথায় পাবে তুমি? রাজ-রাজেশ্বরী

মহারাণী—অদ্বিতীয় রাজপুত-বীরের গর্ভধারিণী—স্তোকবাক্যে তোমাদের প্রতারিত করতে শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন? তুমি পাঠান—সুদূর হিরাট হ'তে অভ্যাগত—হিন্দুস্থানের তৃণপুষ্প পর্য্যন্ত তোমার অপরিজ্ঞাত, তাই সেই মূর্ত্তিমতী সত্যব্রতধারিণীর উদ্দেশে অম্লানবদনে এই বিষ-উক্তি প্রয়োগ করতে পেরেছ! আমি সূর্য্যালোকে সম্মুখ-রণে সেই শিশুহন্তা পাঠান দু'টোকে বধ করেছি!

এব্রা। তবে এ কথা শক্তিপুর-রাজ সুলতানকে জানান নি কেন?

রুদ্র। আমার নিষেধ ছিল। এই সূত্রে তোমাদের সহিত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। আমার অভিসন্ধি ছিল—যুদ্ধে সুলতানের দম্ভ খর্ব্ব করে' প্রাণাধিক শিষ্য-রাজগণের মস্তকে দিগ্বিজয়ী-জেতা গৌরব-মুকুট পরিয়ে ভারতকে স্তম্ভিত করে দেব!

এব্রা। আমার কৌতূহল চরিতার্থ। এখন এস বীর ব্রাহ্মণ, তোমায় আহার করতে হবে। দু'দিন উপবাসী—একবিন্দু জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করনি!

রুদ্র। বলেছি তো—আহারে স্পৃহা নাই।

এব্রা। তোমার অনুগত শিষ্যগণ সুলতানের সম্মতিগ্রহণ করে' স্বহস্তে তোমার জন্য ফলমূল বহন করে' এনেছে! আমাদের লোকে কেউ তা'দের স্পর্শ করেনি!

রুদ্র। চিন্তিত কেন সেনাপতি? প্রভাতে দণ্ডবিধানের পূর্ব্বে অনাহারে আমার প্রাণসংশয় ঘট্‌বে, এ আশঙ্কা অমূলক।

এব্রা। অন্যায় অপবাদ! প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী হ'লেও

যতক্ষণ কারাগারে আমাদের আশ্রয়ে আছ, তুমি অতিথি। অভুক্তা-বস্থায় থাকলে পাঠান-আতিথ্যে কলঙ্ক স্পর্শ করবে!

রুদ্র। পাঠানের অপরাধ কই? আমি তো স্বইচ্ছায় অনা-হারে কৃতসংকল্প!

এব্রা। ব্রাহ্মণ, আমি সাগ্রহে অনুরোধ করছি। আর, বিশ্বাস কর—এতে আমার নিজেরও কিঞ্চিৎ স্বার্থ আছে।

রুদ্র। আমার নিরাহারে পাঠান-সেনাপতির এমন কি স্বার্থ-হানির সম্ভাবনা?

এব্রা। পূর্ব্বকথা শোন তবে! হিরাট-মসজীদে নমাজ করতে গিয়ে চির-গর্ব্বিত রোস্তম ও ইরফানের সহিত আমার কথান্তর উপস্থিত হয়! তা'দের আহ্বানে নগর-প্রান্তরে উভয়ের সহিত দ্বন্দ্ব-অসি-যুদ্ধে প্রতিশ্রুত হই। দুর্ভাগ্যক্রমে সে কথা সুল-তানের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওমরাহদ্বয়কে এক বৎসর হিন্দুস্থান-পরিভ্রমণের শাস্তি-প্রদান করেন। জনরবে কলঙ্ক বেজে উঠ্‌ল যে, অদ্বিতীয় অস্ত্রবীর-দ্বয়ের সহিত যুদ্ধে মৃত্যু অনিবার্য্য জেনে আমি খুল্লতাতের সহায়তায় ওমরাহদের দেশান্তরিত করেছি।

রুদ্র। এ ইতিহাসের সঙ্গে আমার আহারের তো সম্বন্ধ নাই!

এব্রা। আছে। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী সেই বীরযুগল তোমার অস্ত্রে পরাস্ত—তাই কলঙ্ক-মোচন-উদ্দেশ্যে আজ আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে তোমায় নিমন্ত্রণ করছি। আগে পরিতৃপ্তির সহিত আহার সমাপন কর, পরে ইচ্ছামত তরবারি বেছে নিয়ে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও। যদি আমায় পরাস্ত বা নিহত করতে পার, প্রহরীগণ

আমার আদেশে স্থানান্তরিত—নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করে' মৃত্যুমুখ হতে অব্যাহতি পাবে। এস ব্রাহ্মণ, কারাগার-দ্বার মুক্ত করে দিচ্ছি!

রুদ্র। দ্বার মুক্ত করা নিষ্প্রয়োজন। আমি যুদ্ধে অস্বীকৃত!

এব্রা। অস্বীকৃত? কেন? এ কি দুর্ব্বুদ্ধি তোমার? মরণ-দরিয়ার অকূল কেন্দ্রস্থলে অসহায় পরিত্যক্ত হতভাগ্য—জীবন-রশ্মি প্রতি পলে হ্রস্ব-তেজ—এমন সময় সহসা অদূরে জীবন-রক্ষার এক সুন্দর তরণী দেখতে পেয়েও—শেষ একবার ভাগ্য-পরীক্ষার চেষ্টা না করে' অলস ভাবে আত্মসমর্পণ করবে? ভেবে দেখ ব্রাহ্মণ—এ যুদ্ধে লোক্সান তোমার এক কপর্দ্দক নেই, কিন্তু লাভ যদি করতে পার—অমূল্য জীবন!

রুদ্র। এই বাহু জীবনে মাত্র একবার তরবারি গ্রহণ করেছে। তা'র প্রায়শ্চিত্ত করতে আমার যে কত যুগ—কত জন্ম উত্তীর্ণ হয়ে যাবে, মানব-কল্পনার অতীত। আবার যুদ্ধ! আবার সেই অস্ত্র-ধারণ!

এব্রা। কি বলছো ব্রাহ্মণ! ইর্‌ফান ও রোস্তম একত্র পরাভূত,—সে অপূর্ব্ব অস্ত্র-শিক্ষা যে বহুবর্ষ-সাধনায় কচিৎ একজনের আয়ত্ত হয়!

রুদ্র। আশৈশব দেবার্চ্চনায় অভ্যস্ত—অস্ত্র-শিক্ষা দূরে থাক্——ওই একবার ব্যতীত স্পর্শ কখনও করি নি! আক্রমণোদ্যত পাঠান-দ্বয়কে লক্ষ্য করে' যথেচ্ছা অসি-চালনা করেছিলেম। হতভাগ্যদের পৃথিবীর নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ হয়েছিল, আকাশ-রাজত্বে চলে গেল। এতে আমার বীরত্বের বা অস্ত্র-কৌশলের কোনও পরিচয় নাই!

(বীরচাঁদের প্রবেশ)

বীর। জনাব, বন্দীর জন্য আহার্য্য নিয়ে ব্রাহ্মণেরা বহুক্ষণ অপেক্ষা করছে।

এব্রা। কি উত্তর দেবে ব্রাহ্মণ?

রুদ্র। তা'রা ফিরে যাক্!

এব্রা। তবে যুদ্ধ করবে না? ভীরু, কাপুরুষ, মিথ্যাবাদী! নিশ্চয় তুমি ওমরাহদ্বয়কে হত্যা করেছ। রোহিম সত্যই বলেছে। মৃগয়ার পর যখন তা'রা বনপ্রান্তে অকাতরে নিদ্রিত, তরবারির আঘাতে তা'দের মুণ্ডচ্ছেদ করেছ। কিন্তু, গুপ্ত-হত্যার প্রতিশোধ দিতে সুলতান কিরূপ অব্যর্থ-লক্ষ্য, প্রাতে পরিচয় পাবে।

বীর। কসুর মাপ হয় সেনাপতি! রোহিম খাঁ স্পর্দ্ধা করে' বলছিল—হত্যা-সম্বন্ধে প্রকৃত কথা সুলতানের কাছে সে গোপন করেছে। জনাবের যদি আগ্রহ থাকে, তা'কে ভয়প্রদর্শন করলেই যথার্থ বৃত্তান্ত ব্যক্ত হবে।

এব্রা। আর অনুসন্ধান অনাবশ্যক। হত্যা-সম্বন্ধে তিলার্দ্ধ সন্দেহ নেই। এখানকার প্রহরীদ্বয় কোথায়?

বীর। পূবের ছাউনীতে এক হিন্দুস্থানী বালক নৃত্যগীত করছে, তা'রা সেইখানে আছে।

এব্রা। তা'দের খবর দাও। না—আর কাউকে পাঠাচ্ছি, তুমি এখানে হাজীর থাক। যতক্ষণ তা'রা না আসে, হুঁসিয়ার—কারাগার তোমার জিম্মায়। [প্রস্থান।

বীর। গুরুদেব! আমি বীরচাঁদ!

রুদ্র। জানি—তুমি বীরচাঁদ! তোমার মতিচ্ছন্নের কথা

মহারাণীর মুখে অবগত হয়েছি। মন্দভাগ্য! কি সর্ব্বনাশ করেছ! মনের একটা কাঁটা তুলতে জ্ঞান-শূন্য হয়ে সর্ব্বাঙ্গ নখাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করেছ!

বীর। প্রভু, এ তিরস্কার-প্রয়োগের সময় নয়! এই যন্ত্র দ্বারা দ্বারের শৃঙ্খল কেটে দিচ্চি, এখনই পলায়ন করুন।

রুদ্র। আর মৃত্যুদণ্ড তুমি ভোগ করবে?

বীর। পলায়নের পূর্ব্বে আমায় হাত পা বেঁধে রেখে যান। তা' হলে কেউ আমায় সন্দেহ করবে না।

রুদ্র। বটে! এই ক'টা দিনে এ শাস্ত্রে এতদূর উন্নতি লাভ করেছ? কিন্তু, সেনাপতি যে সরল বিশ্বাসে কারাগার তোমার প্রহরায় রেখে গেল, সুযোগ পেয়ে বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে তোমার মনে সঙ্কোচ উপস্থিত হচ্চে না?

বীর। সমর-ক্ষেত্রে কৌশল তো চির-প্রচলিত প্রভু!

রুদ্র। সত্য! মন বোঝাতে যুক্তির অভাব নাই! দেখি—তোমার যন্ত্র!

বীর। এই দেখুন, এক দণ্ডে আপনার পলায়নের পথ প্রস্তুত হবে!

রুদ্র। (যন্ত্র লইয়া) উদ্বিগ্ন হ'বার আবশ্যক নেই, আমি পলায়নে অনিচ্ছুক!

বীর। কেন প্রভু! শক্তিনাথ সদয় হয়ে যদি প্রাণরক্ষার এমন উপায় নির্দ্দেশ করেছেন, কেন আত্মরক্ষা করবেন না? এ সুযোগ-সংঘটন দেবতার কার্য্য।

রুদ্র। এ একটা পাপ-অভ্যস্ত তস্করের কার্য্য! নির্ব্বোধ! আমার মত একটা নগণ্য জীবের প্রাণরক্ষা করতে দেবতাকে

যদি শঠতা অবলম্বন করতে হয়, তবে আর তিনি সর্ব্বশক্তিমান কই? কোন্ শক্তিবলে প্রত্যহ তিনি কোটী কোটী জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা? চন্দ্র, সূর্য্য, সমুদ্র, পর্ব্বত, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নির্ম্মাতা? মূর্খ! তোমার উপদেশে পলায়ন ক'রে আত্ম-রক্ষা হয় না, আত্ম-হত্যা হয়! আপাততঃ—সে দুঃসাহস আমার নাই!

বীর। বুঝলেম—যম এসে শিয়রে দাঁড়িয়েছে—মৃত্যুর করাল ছায়া-স্পর্শে বুদ্ধিশক্তি বিলুপ্ত হয়েছে! এই কু-বুদ্ধির বশীভূত হয়ে কুমারও কিছু পূর্ব্বে মুক্তিলাভ প্রত্যাখ্যান করেছে!

রুদ্র। কুমার যে যমুনার পুত্র! সে কি চোরের মত পালাতে পারে? ফিরে যাও—ফিরে যাও বীরচাঁদ! অমঙ্গল মূলধন নিয়ে ব্যাসাত্ ক'রে মঙ্গল উপার্জ্জিত কখনও হয় না! পাপের পথে—প্রতারণার আশ্রয়ে পতন অনিবার্য্য!

বীর। ফিরে যাব? কেন? ধর্ম্ম-পথের পথিকদের দুর্দ্দশা তো প্রত্যক্ষ দেখছি! সে দৃশ্য তো এমন কিছু রমণীয় নয়! আমার নির্ণীত পথে পতন যদিও হয়, এত শীঘ্র নয়! আগে জিঘাংসা-বৃত্তির পরিতৃপ্তি, তার পর হোক্ পতন—আক্ষেপ কি? দীর্ঘ বিরহের পর পিতা-পুত্রে সম্মিলিত হ'ব।

(প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ)

এই যে—তোমরা এসেছ! সেনাপতির হুকুম—বন্দীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখো!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বনপথ।

(ফকিরের প্রবেশ)

গীত।

বুদ্ধ পয়গম্বর আল্লা মহেশ্বর
এক দেবতা—বহু নাম।
পুত্তল সব কই এক কারিকর
যোহি খোদা—ওহি শ্যাম।
শত নদী ধাওত এক সাগর পানে,
সকল ধূমরাশি মিলত মেঘ সনে,
বরষা-বারি যত ধরাতলে গিরত
ভিন্ন ধর্ম্মে এক কাম।
ভাই ভাই মিল্‌কে খোসী হো যাও দোনো,
যুগল-কণ্ঠে কর ধর্ম্মগুণ-গান,
বিচারে নাহিক ভেদ শ্রীহরি মহম্মদ,
ডাক রোহিম ডাক রাম।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

শক্তিপুর—মন্ত্রণাগার।

এব্রাহেম, ধীরসিংহ ও ওমরাহগণ।

১ম ওম। হুঁসিয়ার! আদব্ দোরস্ত! সুলতান আসছেন!

(মমিনের প্রবেশ ও সিংহাসনে উপবেশন)

এব্রা। জাঁহাপনা, বন্দীগণ বিচারার্থ হাজীর!

মমিন। অগ্রে প্রথম ও দ্বিতীয় বন্দীকে আন, আর জল্লাদকে প্রস্তুত হ'তে বল।

(ইন্দুমুখী, শৃঙ্খলাবদ্ধ কুমার ও রক্ষীদ্বয়ের প্রবেশ)

মমিন। সুচতুর ধীরসিংহ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি-প্রভাবে তোমার—
অনশ্রমে হইয়াছে শক্তিপুর-জয়!
হিরাট-সুলতান কৃতজ্ঞ তোমার পাশে!

ধীর। কিন্তু, জাঁহাপনা, সমগ্র ভারত
একবাক্যে গাহিছে দুর্নাম মম।

মমিন। দুর্নামের এত যদি ভয়,
কেন তবে ঝাঁপ দিলে কলঙ্ক-সাগরে?
বুদ্ধিমান—লোক-নিন্দা করে না গ্রহণ!
পরিণামদর্শী তুমি—অতীব চতুর,
সেই হেতু মুক্ত আজ রণ-অবসানে!
আর দেখ, মূঢ়তার ফলে ওই মূর্খ রাজপুত
শৃঙ্খল-আবদ্ধ এবে বিপক্ষ-মাঝারে!

কুমার। পাঠান-সর্দ্দার, কি কহিব—একান্ত বিরূপ ভাগ্য!
নহে আজ—জীবিত কুমারসিংহ
বন্দীবেশে বিদ্যমান তোমার সদনে! শক্তিনাথ—

এব্রা। রাজপুত্র! অসম্মান ক'রনা মানীর!

কুমার। এব্রাহেম! সুলতান তোমার!
উচ্চ সম্বোধনে তুমি তা'রে কর বিভূষিত!
আছে ওই বিশ্বাসঘাতক রাজপুত,
ভূলুণ্ঠিত হোক্ ওই সুলতান-পদে!

কিন্তু, বীর রাজপুত বীরদর্পে যায় স্বর্গপুরে !
স্তব-স্তুতি তস্কর পাঠানে নাহি করে !

মমিন। তস্কর পাঠান ? সাবধান বেয়াদব !

কুমার। কহিলাম পুনরায় তস্কর পাঠান !
প্রকৃত বীরত্ব যদি থাকিত সুলতান,
প্রতারকে কেন অর্পেছিলে ভার—
কূটচক্রে ছত্রভঙ্গ করিতে বাহিনী ?
কেন ওই ঘৃণ্য কাপুরুষ, সর্পসম শোভন আকারে
বিষ-দন্ত বসাইল শক্তিপুর-বুকে ?
বীর-সম্বোধন যদি এত আকিঞ্চন,
উচিত আছিল ন্যায়-যুদ্ধে জিনিতে কাফেরে !

মমিন। জান তুমি উদ্ধত যুবক,
এই তস্করের এক অঙ্গুলী-চালনে
জীবন-মরণ তব করিছে নির্ভর ?

কুমার। মরণের বাকি কোথা আর ?
উচ্চশির ক্ষত্রিয়-সন্তান—রাজপুত্র—
শৃঙ্খলিত বিদ্যমান বিপক্ষ-শিবিরে,
এ মরণ যে—লক্ষগুণে শ্রেয়স্কর সে মরণ হ'তে !

মমিন। সেনাপতি ! ঘৃণিত এ বর্ব্বরের বিচারের ভার,
তোমা'পরে করিনু অর্পণ।
ধীরসিংহ ! তা'র পরে তব পুরস্কার। [প্রস্থান।

এব্রা। কি বক্তব্য আছে তব বন্দী রাজপুত ?

কুমার। আর কেন এব্রাহেম—

পাশ-বদ্ধ কেশরীরে কর বেত্রাঘাত ?
করহ প্রদান প্রাণবধ-আজ্ঞা ত্বরা !

এব্রা। অবিলম্বে মিটাইব আকাঙ্ক্ষা তোমার !
রাজপুত্রী ! পড়ে কি স্মরণ—
আছ প্রতিশ্রুতা পূরাইতে মনোরথ মম ?

ইন্দু। সাধ্যায়ত্ত হলে এখনো স্বীকৃতা আমি !
রাজপুতনারী কবে কোথা অসম্মতা প্রতিজ্ঞা-পালনে ?

এব্রা। অনুরোধে মৃত্যুমুখে করি আত্মদান—
রক্ষিয়াছি কুমারের প্রাণ !
পুরস্কার রূপে তব প্রাণ করহ অর্পণ মোরে !

ধীর। অনুচিত একি কথা কহ এব্রাহেম ?
প্রতিশ্রুত স্বয়ং সুলতান ইন্দুরে অর্পিতে মোর করে !

এব্রা। আবেদন জানায়ো সুলতানে !
নিরুত্তর কেন রাজবালা ?

ইন্দু। সত্য কি এ ? কিম্বা পরিহাস ?
সেনাপতি ! উচ্চ উপাদানে গঠিত অন্তর তব !
প্রত্যয় না হয়—নীচ আকাঙ্ক্ষা তোমার !

এব্রা। যেই দিন এই কক্ষে সহসা বিস্ময়ে
হেরিল নয়ন ওই সুন্দর বদন,
সেই দিন হলাহল করিলাম পান।
পরে উর্ম্মি-ক্ষুব্ধ-নীল সিন্ধু-বক্ষে যবে
মজ্জমান কুমারের অচেতন দেহ,
তুমি দাব-দগ্ধা যেন চিত্রিতা হরিণী—আকুল নয়নে
চেয়ে তার মৃত্যুবাণ-বিদ্ধ মুখপানে,

রাজপুত্রী! সেই মুখ—সেই আঁখি তব
অঙ্কিত এখনো হৃদয়-পটে!
কাতর নয়ন ব'য়ে যত তপ্ত ধারা
দরদরে অভিষিক্ত করিল ভূতল,তা'র এক এক বিন্দু,
এই বক্ষে তুলেছিল সমুদ্র-তুফান।
রাজবালা! অতুল রতন আশে—
ঝাঁপ দিছি অতল সাগরে!
আজ যদি মিটে আকিঞ্চন,
জীবন জনম সার্থক মানিব তবে!

কুমার। এব্রাহেম! জ্ঞান ছিল মহৎ হৃদয় তব!
কিন্তু, মহা-ভ্রম! এত খল স্বার্থপর বিরল জগতে!

এব্রা। রাজপুত্রী! কি উত্তর প্রশ্নের আমার?

ইন্দু। অসম্ভব প্রস্তাব তোমার! কুমারের সনে
আমারও বধাজ্ঞা দেহ, এই ভিক্ষা মাগি!

এব্রা। অসম্মতা তুমি?

ইন্দু। অসমর্থা আমি! যেই প্রাণ কুমারে করেছ দান,
লহ সেই প্রাণ, আর তার সাথে—
লহ এই পণ-হন্ত্রী রমণীর প্রাণ!

এব্রা। তবে শৃঙ্খল-বন্ধনে আগে এক সঙ্গে বাঁধিব দু'জনে।
(কুমারের হস্ত শৃঙ্খলচ্যুত করিয়া ইন্দুর হস্তে দিয়া)
বীর রাজপুত! এই সোণার শৃঙ্খলে
বদ্ধ করিলাম তোমা' জীবনে-মরণে!
খোদার আশিস্ বর্ষুক দোঁহার 'পরে,
চিরদিন অটুট এ প্রণয়-বন্ধন! আমার বিচারে—

কুমারের সনে মুক্ত তুমি রাজপুত্রী!

ইন্দু। এও কি সম্ভব? কুমার,—

কুমার। কি নিষ্ঠুর পরিহাস কর এব্রাহেম!

ধীর। কুটিল পাঠান! এই কি প্রতিজ্ঞা তব?

এব্রা। প্রত্যক্ষ দেখেছ তুমি--তোমাদেরই
রাজপুত-নারী অসমর্থা প্রতিজ্ঞা-পূরণে,
কি এমন অসম্ভব পণ-ভঙ্গ করিবে পাঠান?
ইন্দু! চুম্বক যেমন লৌহে করে আকর্ষণ,
ওই স্বর্ণ-কান্তি তব —
প্রকৃতই বিমোহিত করেছিল প্রাণ।
কিন্তু, শোন—মুক্তকণ্ঠে কহি—
আজ হতে ভগ্নী তুমি মম! হিন্দু-নারী পাঠান-ভগিনী!
যবে দূর-দূরান্তরে ফিরিব হিরাটে,
মনে রেখো—পরদেশী ভ্রাতারে বহিন্!

ইন্দু। ভাই! এ অসীম দয়া—উদার-হৃদয়—
আজীবন জাগরূক রহিবে স্মরণে!

কুমার। এব্রাহেম! পাঠান-দেবতা!
চমৎকৃত করিয়াছ গর্ব্বিত কুমারে!
ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বার সংগ্রামে—
অপূর্ব্ব বীরত্ব তব তুলনা-রহিত!

এব্রা। (স্বগত) আর নয়—এখনো চঞ্চল হৃদি!
সেই মুখ—সেই আঁখি তেমনই সুন্দর!
উচিত ত্যজিতে প্রলোভন।
(প্রকাশ্যে) বোন, বিদায় এখন। [প্রস্থান।

কুমার। আশ্চর্য্য এ পাঠান-চরিত্র !

(মমিনের পুনঃপ্রবেশ)

মমিন। কেমন কুমার,অভিধানে 'বীর' নাম ধরে কি পাঠান !

কুমার। সুলতান ! একান্ত লজ্জিত আমি।

ধীর। পাঠান-প্রতিজ্ঞা তব এই সুলতান ?
এই তব সুবিচার ?

মমিন। বিচারের বাকী আছে আর !
রক্ষীগণ ! নিরস্ত্র করিয়া এই বিশ্বাসঘাতকে—
দূর কর এই দণ্ডে রাজসভা হ'তে !

ধীর। দুর্ব্বৃত্ত পাঠান ! বিশ্বাসঘাতক শুধু আমি ?
ছলনায় উদ্ধারিয়া মূল কার্য্যভার
জীর্ণ অঙ্গরাখা সম পরিত্যাগ করি মোরে—
মহত্ত্বের দাও পরিচয় ?
জান তুমি প্রতারক পাঠান-কলঙ্ক,
ধীরসিংহ আছিল সহায়,
তাই আসন্ন মৃত্যুর হস্তে পেয়েছ নিস্তার !
তাই ওই পাঠানের বিজয়-পতাকা
উড়িছে নগর-বক্ষে আজ !

মমিন। নিয়ে যাও দুর্ম্মুখ বর্ব্বরে !

[ধীরসিংহকে নিরস্ত্র করিয়া লইয়া রক্ষীগণের প্রস্থান।

মমিন। যাও কুমার, তোমরা মুক্ত !

কুমার। এক বক্তব্য আছে সুলতান ! যদি মুক্তিলাভ করি, কারাবদ্ধ গুরুদেবের উদ্ধার-সাধনের জন্য আবার সসৈন্যে পাঠান-শিবিরে উপস্থিত হ'ব !

মমিন। বালক তুমি! এ সংবাদে মমিন স্থলতান বিচলিত হয় না। যাও, কিন্তু জেনে যাও—অল্পক্ষণ পরে সেই নরঘাতক ব্রাহ্মণের কর্ত্তিত মুণ্ড ধূলায় লুণ্ঠিত হবে! শবদেহ সযত্নে রক্ষা ক'রবো—যদি সামর্থ্য থাকে, উদ্ধার করতে এস।

ইন্দু। এখনই প্রাণদণ্ড হবে?

মমিন। বিলম্বের তো কারণ নেই! সৈন্যগণ প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে আছে!

কুমার। তবে আর উপায় কি? অসম্ভব! কিন্তু, মনে রাখবেন স্থলতান, এই নিষ্ঠুর রক্তপাতের জন্য ব্রাহ্মণের শিষ্য-মণ্ডলীর কাছে শীঘ্রই একদিন জাঁহাপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে! যদি একটা সপ্তাহ সময় পেতাম,—

মমিন। স্পর্দ্ধা তোমার! অজেয় মমিন স্থলতান কৈফি-য়ত দেবে—বারবার পরাস্ত তোমাদের কাছে? এক সপ্তাহে সিংহের করগত শিকার শৃগাল উদ্ধার করবে? শোন তবে দাম্ভিক যুবক! সৈন্য-সংগ্রহের জন্য প্রচুর অবসর দিতে ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড এখন স্থগিত রইল! এক পক্ষ পরে সমগ্র হিন্দুস্থানের লোলুপ-দৃষ্টির সম্মুখে হত্যাকারীকে হিরাটে নিয়ে যাব! সেথায় তা'র শিরশ্ছেদ! যাও, প্রাণপণে যথাশক্তি আয়োজন কর! সমর-প্রাঙ্গণে দেখা হবে।

কুমার। ধন্যবাদ স্থলতান! বীর আপনি! সমর-প্রাঙ্গণে আবার দেখা হবে!

মমিন। যাও—

———

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

যশল্মীর—কক্ষ।

(এক হস্তে পত্র ও অপর হস্তে মোড়ক লইয়া সুলক্ষণের প্রবেশ)

সুল। জাল তো বজ্জর্ ক'রে বুনেছিলুম, টেঁক্‌লো কই? সুলতানটা ডাহা মেনি-মুখো। অমন মার্-মার শত্রুকে মুঠোয় পেয়ে নির্জলা ছেড়ে দিলে হে! আর, কু-খবর কিনা! আস্‌বার আগেই সহরে পৌঁচেছে! পাত্র-মিত্র সবার মুখে আমার চিঠি-বাজীর তারিফ্! এখন মহারাণীকে তাঁর এই আদেশ-পত্র আর বিষের মোড়কটা প্রত্যর্পণ করে' আমার কাজের সাফাই দিই। সুলতান যদি গাঁবারাম হয়, দোষ তো আমার নয়!

(খ্যাতিসিংহের প্রবেশ)

খ্যাতি। এই যে সুলক্ষণ! ফিরেছ শুনে' তাড়াতাড়ি নিজেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেম। কুমার কই?

সুল। (হস্তদ্বয় পশ্চাতে রাখিয়া) আজ্ঞে—মহারাজ—রাজাধিরাজ—

খ্যাতি। এল না? বন্দী করে' আনলে না কেন?

সুল। আজ্ঞে—হ'ল কি জানেন—হ'ল কি জানেন? আহা! কুমার কাঁদ-কাঁদ হয়ে আমার গলা ধরে বললেন—"সুলক্ষণ! বাপ্‌জীকে বোলো—দু' চার দিন—এই দু' চার দিনের মধ্যেই মাকে নিয়ে যশল্মীরে যাব।"

খ্যাতি। আমি অনুতপ্ত—ক্ষমা-প্রার্থী—সে কথা বলেছ ?

সুল। ঠিক ওই দুটো কথাই বারংবার বল্‌লেম মহারাজ !

খ্যাতি। তা' হ'লে তা'রা আসবে ? সে অঙ্গীকার করেছে—আসবে ?

সুল। আসবে না ? দৌড়তে দৌড়তে লট্‌কান খেতে খেতে আসবে। এত বড় উপকারটা করা গেল, বলেন কি ? এক চিঠিতে প্রাণ-রক্ষা !

খ্যাতি। সুলতান আমার মুখ-রক্ষা করেছেন !

সুল। মুখ-রক্ষে মহারাজ আমারই কি কম হয়েছে ? নইলে পোড়া-মুখ নিয়ে সহরে ফিরতেম না। গোঁ ভরে শ্মশান-অঞ্চলে বিবাগী হয়ে যেতেম।

খ্যাতি। তোমার হাত-যশ বটে ! যথার্থই তুমি সুলক্ষণ !

সুল। তা—মহারাজ জন্মাবধি ! দুর্লক্ষণের বাপের সাধ্য কি সুলক্ষণের সীমানায় টুঁ মারে !

খ্যাতি। কার্য্য-সিদ্ধির পুরস্কারস্বরূপ—এস বন্ধু, আমার এই দু'টী অঙ্গুরী স্বহস্তে তোমার দুই হাতে পরিয়ে দিই !

সুল। থাক্ মহারাজ—এখন না—খানিক পরে আমি—

খ্যাতি। ছি ! আমার অমর্য্যাদা ক'র না।

সুল। সে কি কথা মহারাজ ? আমি—আমি এখন পরিশ্রান্ত—জল-পিপাসা—

খ্যাতি। অঙ্গুরী পর্‌তে আর কত সময় যায় ? এস—ওকি ? কি তোমার হাতে ? পত্র ? কে দিয়েছে ? সুলতান নাকি ?

সুল। আজ্ঞে—না।

খ্যাতি। তবে ও কা'র পত্র ? কেন এত কৌশল করছ ?

স্থুল। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

খ্যাতি। সাবধান স্থুলক্ষণ!

স্থুল। মার্জ্জনা করুন মহারাজ! সময়ে এতক্ষণ প্রকাশ করিনি! এ আমার একখানা—একখানা প্রেম-পত্র!

খ্যাতি। তুমি তো বিপত্নীক—

স্থুল। ভৃত্যকে কেন আর অপ্রতিভ করেন! এ আমার এক প্রণয়িনীর পত্র!

খ্যাতি। বটে! এ পাঠ আবার কত দিন?

স্থুল। এই—সবে মহারাজ বর্ণপরিচয়, গুরুজনকে বলবার নয়! এখন—তবে অনুমতি পেলে অধীন—

(যমুনার প্রবেশ)

যমুনা। মহারাজ!

খ্যাতি। কে এ সন্ন্যাসিনী? আঁ্যা! রাজ্ঞী যমুনা—তুমি?

স্থুল। বড় রাণী?

খ্যাতি। কুমার এল না? সে কোথায়?

যমুনা। মহারাজের স্মরণ নাই,রাজ-আজ্ঞায় যশল্মীর হ'তে সে নির্ব্বাসিত! তাই—তা'র প্রতিনিধি হয়ে সমর-সংক্রান্ত এক বিশেষ প্রয়োজনে আজ দাসী ক্ষণেকের জন্য যশল্মীর-পতিকে উত্যক্ত করতে এসেছে।

খ্যাতি। না—না—নির্ব্বাসিত কেন? সে অন্যায়-আজ্ঞা আমি যে প্রত্যাহার করেছি! কুমার তো জানে—এই স্থুলক্ষণের মুখে সমস্ত শুনেছে! আর, সে যে ফিরে আসতেও সম্মত হয়েছে!

যমুনা। আশ্চর্য্য! কুমার তো আমার কাছে অপ্রকাশ রাখবে না?

স্থল। ছেলে মানুষ! লড়াই-ঝাপ্‌টায় অতটা খেয়াল নেই!

যমুনা। ইনি কি নূতন রাজ-কর্ম্মচারী?

খ্যাতি। সরযূর পিতৃ-রাজ্যের একজন কূটবুদ্ধি অমাত্য! অল্পদিন আমাদের দরবারে বাহাল হয়েছে!

যমুনা। কুমার কি এঁর পরিচিত?

স্থল। না—হাঁ—তা—অবশ্য—রাজপুত্তুর কিনা—চেহারা দেখলেই—বুঝতে তো পারছেন—

যমুনা। সম্ভবতঃ—কুমার-ভ্রমে অপর কাউকে ইনি রাজাদেশ জ্ঞাপন করেছেন!

স্থল। তা অবশ্য—ভুল-চুক মা হ'তেও পারে! যথন মুনীনাঞ্চ—

খ্যাতি। সে কি স্থলক্ষণ!

যমুনা। মহারাজ, এখন আমার নিবেদনে কর্ণপাত করুন। সম্প্রতি আমরা পাঠানের সহিত পুনর্যুদ্ধের আয়োজনে বিব্রত! আপনার পঞ্চদশ সহস্র যশল্মীর-সৈন্য পাঠান-যুদ্ধে সাহায্যের জন্য স্ব-ইচ্ছায় আমাদের শিবিরে উপস্থিত হয়েছে। কুমারের সৈন্যদলভুক্ত হ'বার জন্য তা'রা লালায়িত। মহারাজ যদি মনঃ-ক্ষুণ্ণ না হ'ন, কুমার তা'দের গ্রহণ করতে প্রস্তুত!

খ্যাতি। আবার যুদ্ধ! তুমি নিষ্ঠুর জননী—প্রস্তর-প্রতিমা! বীরশ্রেষ্ঠ বংশধর—ভারত-গৌরব—বারবার তা'কে উত্তেজিত করে' মৃত্যু-মুখে নিয়ে যেতে তোমার মমতা হয় না? না—আর যুদ্ধ নয়! যতদিন সুলতান হিন্দুস্থানে থাক্‌বে, আমি স্বয়ং কুমারকে বন্দী করে' এনে 'প্রাসাদে বুকের ভেতর আবদ্ধ করে' রাখব!

দেখি—এই অনুতাপ-জীর্ণ শুষ্ক পিতৃ-বক্ষে সে কোন্ প্রাণে আঘাত করে ?

যমুনা। মহারাজ, এ তিরস্কারে আনন্দে আমার চোখ অশ্রুপূর্ণ হ'ল ! পিতৃস্নেহ হ'তে কুমার তবে জন্মের মত বঞ্চিত হয় নি !

খ্যাতি। জান না মহিষী, ত'ার মুক্তি-কামনায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে' কি সর্ব্বান্তঃকরণে দেব-আরাধনা করেছি ! তা'কে এনে—যশল্মীর-সিংহাসন দেবার জন্য—রাজ-মর্য্যাদা লোক-নিন্দায় ভ্রুক্ষেপ না করে'—ভিক্ষুকের বেশে আবেদন-পত্র পাঠিয়ে পাঠান-কবল হ'তে তা'কে মুক্ত করেছি ! নচেৎ আজ এতক্ষণ তোমার আমার বোধ হয় পাঁজর খসে যেতো !

স্থূল। সে মা, বড় বিপদ হ'তে কুমারকে উদ্ধার করা গেছে ! জল্লাদ-বেটা তলোয়ার উঁচিয়েছে—ঘাড়ে পড়ে আর কি—এমন সময় এই দীন ভৃত্য চ্যোৎ করে' গুঁড়ি মেরে এক দুর্জ্জয় সেলাম ঠুকে জাঁহাপনাকে মহারাজের সেই চিঠি'—

(বীরচাঁদের প্রবেশ)

বীর। অমনি গন্‌গনে আগুনে কন্‌কনে জল পড়ল—জল্লাদ ভীর্ম্মি গেল—আর রাজ-কুমার বে-কসুর খালাস ! সাবাস্ ভায়া—কলির যুধিষ্ঠির বটে।

স্থূল। কে হে তুমি কৌতুক কর ?

বীর। ধর না—আমি একজন পাঠান—তখন সেখানে সজ্ঞানে উপস্থিত। মিথ্যাবাদী ! নির্লজ্জ !

স্থূল। (স্বগত) ক্রমেই যে জড়িপটি খেয়ে যাচ্চি ! কেটে বেরিয়ে আসা বুঝি দুষ্কর হ'ল !

খ্যাতি। বীরচাঁদ ! তুমি—

বীর। আমার ইতিহাস মহারাজ সে অনেক কথা! আপাততঃ—মা'র অনুচর হয়ে রাজ-দর্শনে এসেছি। এখন আমাদের আবেদনটা মঞ্জুর হলেই মহারাজের জয়-ধ্বনি করতে করতে মায়ে-পোয়ে বিদায় হব! তবে—যা'বার আগে এ বেহায়া মিথ্যুকটার জিভ্ কেটে নিয়ে যাবার বাসনা আছে।

সুল। (স্বগত) কাট্-খোট্টা বেটার আব্দার দেখ! মুখে বাধে না!

খ্যাতি। তবে কি আমার আবেদন-পত্র সুলতানের হস্তগত হয় নি?

বীর। ক্ষেপেছেন মহারাজ! সুলতানকে ও কখনও দেখেছে! বলুক তো—জাঁহাপনার কোন্ কান্টা কাটা—তলোয়ারের চোট খেয়েছে?

সুল। (স্বগত) যা থাকে কপালে। (প্রকাশ্যে) বাঁ কান্—তলোয়ারের চোটে একেবারে গোড়া ঘেঁসে উড়ে গেছে!

বীর। গোড়া ঘেঁসে?

সুল। না—না—এই সামান্য একটু লেগে আছে—তিন্-তিন্ করে' নড়ে!

বীর। শুনলেন তো? ও ছ্যাচ্ড়ার কান্ হ'টো আজ ছিঁড়ে ফেলবো। (কান ধরিতে অগ্রসর ও সুলক্ষণের হস্তদ্বারা উহা আবৃত করা) এ কি মহারাজ! মোহর-করা চিঠি—বিশ্বাস-ঘাতকের হাতে কি বিশ্বাসে দিয়াছেন?

খ্যাতি। ও তবে সেই আবেদন-পত্র! কুচক্রী! শয়তান! তোর মৃত্যু সন্নিকট!

সুল। ধর্ম্ম সাক্ষী মহারাজ—এ সে পত্র নয়—এবার অত্যন্ত সত্যি বলছি!

বীর। খোল তো যাদু মুঠো—দেখি তোমার অত্যন্ত সত্যি!

সুল। মহারাণীর হাতে এ পত্র দেবার আদেশ আছে!

বীর। বেশ! তা'ই কর ঠাকুর! মহারাণী তো এখানে উপস্থিত!

(সরযূর প্রবেশ)

সরযূ। না ব্রাহ্মণ, মহারাণী এখানে। সুলক্ষণ, পত্র আমায় দাও।

সুল। এই নাও মা—আমিও বাঁচি! (সরযূকে পত্র দিতে যাওয়া)

বীর। বেয়াদব্ রাজ-ভৃত্য! মহারাণীকে চেননা? (পত্র কাড়িয়া খ্যাতসিংহের হস্তে অর্পণ) পড়ুন তো মহারাজ!

খ্যাতি। এ যে সরযূর হস্তাক্ষর!

সুল। (স্বগত) গেল দেখ্‌ছি গর্দ্দানা! (প্রকাশ্যে) রাণীমা, মোড়কটাই তবে রাখ। (সরযূর হস্তে বিষের মোড়ক প্রদান)

খ্যাতি। (পত্র পড়িয়া) এ আবার কি চক্রান্ত! কুমারের খাদ্যের সঙ্গে চূর্ণ মিশ্রিত করবার উপদেশ!

যমুনা। কুমারের খাদ্যে!

সুল। নিবেদন করি মহারাজ, ও শুধু পাঞ্জাবী তালের মিছ্‌রী ফিকে করে' গুঁড়োন'।

বীর। কুমারের পোষ্টায়ের জন্যে—না? মহারাজ, ও বিষ না হয়ে যায় না!

খ্যাতি। আমারও সেই বিশ্বাস!

স্থূল। শিব ব্রহ্ম! রাম রাম! ছিছি! কি ঘেন্নার কথা! কে আমায় ডাকে হে? যাচ্ছি—যাচ্ছি— (দ্রুত প্রস্থানোদ্যোগ)

বীর। ডাকে তোমায় যম—শূল নিয়ে মশানে অপেক্ষা করছে। মহারাজ, এটাকে প্রহরীদের হাতে দিয়ে আসি। নইলে ফুর্‌সুত পেলেই পালাবে।

স্থূল। মার্জ্জনা করুন মহারাজ—আমি নির্দ্দোষী—আজ্ঞাধীন ভৃত্য—

[স্থূলক্ষণকে লইয়া বীরচাঁদের প্রস্থান।

খ্যাতি। কি দুঃসাহস! রাক্ষসী নরহত্যায়—পুত্র-হত্যায় কুণ্ঠিত নয়। তার পর, পথের কণ্টক দূর করতে আমারও প্রাণ সংহার কোরতো!

সরযূ। এত অপমান—মিথ্যা-অপবাদ? এই মুহূর্ত্তে যশল্মীর ত্যাগ করে' আমি পিতার কাছে যাব!

খ্যাতি। না গেলে অপমানিতা হয়ে বহিষ্কৃতা হ'তে হ'তো! কলঙ্কের প্রচারে অধিক কলঙ্ক, কেবল সেই জন্য বিনা শাস্তিতে অব্যাহতি পেলে! ছিছি! মূর্খ আমি—মায়াজালমুগ্ধ—এতদিন একটা পিশাচিনীর উপাসনা করেছি। এমন জগদ্ধাত্রী গৃহলক্ষ্মী যমুনা আমার—কার্ত্তিকের মত বীরপুত্র কুমার আমার—ক্রূর নির্য্যাতনে উৎপীড়িত হয়ে গৃহত্যাগ করেছে! কালসাপিনী! এত গরল কি কৌশলে এতকাল গোপন রেখেছিলি?

সরযূ। এই তবে মহারাজের ন্যায়সঙ্গত বিচার! কি প্রমাণ—এ চূর্ণে গরল মিশ্রিত আছে?

যমুনা। সত্য মহারাজ! হয়তো ও চূর্ণ নির্দ্দোষ!

খ্যাতি। পরীক্ষায় নির্ণীত হ'বে। (সরযূকে) দাও চূর্ণ।

সরযূ। এ আমি প্রাণান্তে হস্তান্তর করবো না!

খ্যাতি। বটে! দেখি কেমন কঠিন পণ! রক্ষী!

যমুনা। ছিছি! করেন কি মহারাজ!

সরযূ। এতদূর! কাপুরুষ! মান-সম্ভ্রম জলাঞ্জলি দিয়েছ? রক্ষীদের আহ্বান করতে তোমার কণ্ঠরোধ হ'ল না? এত নীচ বর্ব্বর যার স্বামী, এ চূর্ণ তার অমৃত। এই দেখ, আমি আনন্দে মুখে অর্পণ করছি। (মোড়ক হইতে চূর্ণ লইয়া ভক্ষণ)

যমুনা। সরযূ! বোন! দেবতার শপথ—সত্য বল—ও বিষ নয় তো?

সরযূ। দিদি! তোমার রাজত্ব-সম্পদ তুমি এসে গ্রহণ কর, দুশ্চারিণী বিদায় হ'ল। মহারাজ, পার যদি—পাতকিনীকে মার্জ্জনা কোরো। জীবনে একদণ্ড আমি তোমার অশুভ কামনা করি নি।

খ্যাতি। অ্যাঁ! আত্মহত্যা! সরযূ, কেন এ কাজ করলে?

সরযূ। কেন তুমি জগদ্ধাত্রী গৃহলক্ষ্মী থাকতে—কার্ত্তিকের মত বীরপুত্র থাকতে—আবার আমায় বিবাহ করেছিলে? বাল্য-কাল হতে পরশ্রীকাতরা আমি—সতিনীর শ্রেষ্ঠতা চক্ষুঃশূল হয়ে ছিল। তাই—একি! আগুন—মাথার ভেতর আগুন জ্বলে উঠ্‌ল—চোখ থেকে আগুন ঠিক্‌রে আসছে—জল—জল—জ্বালা নির্ব্বাপিত কর্‌বো— (উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া প্রস্থান।

যমুনা। সর্ব্বনাশ! মহারাজ, শীঘ্র আসুন। [প্রস্থান।

খ্যাতি। কে আছ—রাজবৈদ্যকে ডাক। সরযূ—সরযূ—

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পার্ব্বত্য-প্রদেশ।

জল-প্রপাত সন্নিকটস্থ গিরিগুহার সম্মুখ।

ধীরসিংহ।

ধীর। স্থান কোথা মম! ঘৃণিত কুক্কুর সম দূর-বিতাড়িত!
কোন্ লাজে পিতৃ-রাজ্যে দেখাব বদন?
পাঠানের পদ-লেহী বিশ্বাস-ঘাতকে
আর কে আশ্রয় দেবে?
নিরাশ্রয়—নিঃসম্বল—নির্ব্বন্ধু সংসারে।
উড়াও প্রান্তর ঘনধূলি
মেঘমন্দ্রে অবিরল বরিষ প্রপাত,
হাঁক বজ্র কঠোর গর্জ্জনে!
ঈর্ষামদোন্মত্ত হ'য়ে
ক্ষত্র-ধর্ম্ম বিসর্জ্জিনু ছার স্বার্থ-লোভে,
অপযশ পূর্ণিত সকল ধরা!
তাপ-হরা! বহিতে এ কলঙ্ক-পশরা
ছিল না কি অপরাধী আর? অভাগার 'পরে
অকাতরে বরষিলে দুর্নামের ধারা!

(বীরচাঁদের প্রবেশ)

বীর। সেলাম রাজকুমার!

ধীর। কে তুমি পাঠান?

বীর। আপনার এই বহুমূল্য তরবারি পাঠান-শিবিরে ছিল! সেনাপতির আদেশে প্রত্যর্পণ কর্‌তে এসেছি!

ধীর। সেনাপতির আজ সহসা এ ধর্ম্মজ্ঞান কেন?

বীর। গ্রহণ করুন কুমার! বান্দা নফর মাত্র!

ধীর। নিয়ে যাও পাঠান! কৃতঘ্ন শত্রুর অনুগ্রহ-দান রাজপুত ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে!

বীর। কসুর মার্জ্জনা হয়! হুকুম তামিল না হলে গোলামের প্রাণের আশঙ্কা আছে! অস্ত্র এই বৃক্ষশাখায় ঝুলিয়ে রেখে গেলাম। হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ হ'তে ইতিমধ্যে সহসা যদি আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয়,স্মরণ রাখ্‌বেন—আপনি নিরস্ত্র নন। (তরবারি বৃক্ষ-শাখায় ঝুলাইয়া রাখিয়া প্রস্থান)

ধীর। কি একটা চক্রান্ত! ক্ষতি কি? মরণ-পথে যাত্রার জন্য আমি তো অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করছি! পিপাসিত—যাই, প্রপাত-নিম্ন হ'তে তৃষ্ণা দূর করি! [প্রস্থান।

(বীরচাঁদ ও রোহিমের প্রবেশ)

বীর। বলি শোন না! এই ধীরসিংহের হীরেমুক্তবসান' তলোয়ারটা বেচে দোনো ভায়া আধা-আধা বখরা ক'রে নিলে কি মন্দ হয় চাচা?

রোহিম। উঁহু! বনেদ্ কাঁচা আছে! ধীরসিংহ যদি এর পর লোক পাঠিয়ে বা চিঠি লিখে তলোয়ার চেয়ে পাঠায়?

বীর। আর যদি ধীরসিংহকে কেটে এই ঝরণার জলে ভাসিয়ে দিয়ে জিনিষটা সাফ্ হজম করা যায়?

রোহিম। ইয়া পির্! কেয়া মতলব। কিন্তু, বেটা নাকি লড়ায়ে—শুনেছি সাংঘাতিক লড়ায়ে!

বীর। আরে লড়বে কি নিয়ে? গাঁট্টা ঘুরিয়ে কি হাতিয়ারের সঙ্গে টক্কর দিয়ে জিত্‌বে? এখন সে ডাহা নিরস্ত্র!

রোহিম। বটে—বটে! তবে আর কি? ঝাঁ ফতে করে' দেওয়া যাক!

বীর। আর—তার আঙ্গুলে যা একটা হীরের আংটী দেখ্‌লুম,—

রোহিম। আরে সে তো আমাদেরই! কিন্তু, হুঁসিয়ার, দলের কেউ না টের পায়! বখ্‌রা দিতে গেলে কিছু থাক্‌বে না!

বীর। সে ভার আমার! তুমি এখানে ঠাণ্ডা মাথায় তার ঘাড় থেকে মাথার বোঝাটা নামিয়ে ফেল, কথাবার্ত্তায় আমি ওদের আট্‌কে রাখ্‌ছি!

রোহিম। ওহে,ঠিক জানতো—বেটার কাছে গুপ্তি-টুপ্তি নেই?

বীর। আরে ছোছো! একটা খোঁচাখুঁচির পেরেক অবধি না। [প্রস্থান।

রোহিম। আংটীর বখ্‌রা আর যাদুকে দিচ্চি না! বলবো—'কোথায় আংটী, তুমিও যেমন'! আর, তলোয়ারটা বেচে তিন ভাগ আমার, এক ভাগ ওকে দিতে হবে! যখন জবান দিয়েছি—এই তো শিকার সুড়্‌ সুড়্‌ করে' হাজির হচ্ছে! ইয়া পীর! নিরস্ত্রই বটে!

(ধীরসিংহের পুনঃপ্রবেশ)

রোহিম। আরে! এই যে জাঁহাপনার সেই আংটী! মাল শুদ্ধ্‌ চোর গেরেপ্তার! দুঃসাহসিক কাফের! এ হীরক অঙ্গুরী সুলতানের স্নানাগার হ'তে তুমি চুরি করেছ! বেয়াদব্‌ তস্কর!

ধীর। সাবধান্‌ বর্ব্বর!

রোহিম। সুলতানের দ্রব্য অপহরণ কর্‌লে চোরের শাস্তি প্রাণদণ্ড! প্রস্তুত হও—তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। (অসি নিষ্কোষিত করা)

ধীর। একি! হত্যা করবে নাকি! নিরস্ত্র আমি—পাষণ্ড দস্যু!

রোহিম। চোরের হাতে কে কোথায় অস্ত্র দিয়ে থাকে? এখন শেষ-মুহূর্ত্তে তোমার ঈশ্বরকে স্মরণ কর!

ধীর। না, তার আগে আর একটা পার্থিব বস্তু স্মরণ হয়েছে! এই দেখ্ নরাধম! (বৃক্ষশাখা হইতে তরবারিগ্রহণ)

রোহিম। ইয়া আল্লা! সেই তলোয়ার!

ধীর। দুর্ব্বৃত্ত নরঘাতক! আত্মরক্ষা কর্!

রোহিম। শয়তানি! রহমত খাঁর ফিরিবি! পাঠান সব, ছুটে এস—জান্ যায়—রক্ষা কর!

ধীর। নীচ দস্যু! এই তোর উপযুক্ত শাস্তি! (অস্ত্রাঘাত)

রোহিম। ওঃ—(পতন ও মৃত্যু)

ধীর। বিড়ম্বনা! মমিন সুলতান বা এব্রাহেম খাঁর পরিবর্ত্তে একটা পশুর রক্তে কৃপাণ কলুষিত হ'ল! কলঙ্কের ওপর কলঙ্ক! (অসি ভূতলে নিক্ষেপ)

(বীরচাঁদ ও পাঠানগণের প্রবেশ)

১ম পা। নিশ্চয় রোহিমের কণ্ঠস্বর!

২য় পা। এই যে—রোহিম মৃত—রক্তমাখা পড়ে আছে!

বীর। তবে এই কাফেরই হত্যা করেছে। এই দেখ সেই হীরকমণ্ডিত অসি—রোহিমের তপ্ত রক্তে রঞ্জিত! (অসি তুলিয়া লওয়া) কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এ অস্ত্র আমিই দুর্ব্বৃত্তকে দিয়েছি! ভাই সকল, প্রতিহিংসা চাই! রক্তের পরিশোধে রক্ত চাই!

পাঠানগণ। আলবাৎ চাই!

বীর। বিশ্বাসঘাতক ক্ষত্রিয়-কুলাঙ্গার! চক্ষুলজ্জায় সুলতান তোমায় মার্জ্জনা করেছে, আমি কিন্তু করবো না! অনন্ত পাপ করেছ, পরিণাম তেমনি কঠোর সম্মুখে! বিলম্ব কেন বন্ধুগণ? হত্যাকারীকে টুক্‌রো করে' ফেল!

(বালক-বেশে চঞ্চলার প্রবেশ)

চঞ্চলা। সাবধান রহমত! রাজপুত্রের কেশাগ্র স্পর্শিত হ'লে তোমাকেও আজ এখানে টুক্‌রো হ'তে হবে। এমন মরণ মন্ত্র আমিও উচ্চারণ করতে জানি!

ধীর। অ্যাঁ! এ কি—

চঞ্চলা। অধীর হয়োনা রাজকুমার!

বীর। চঞ্চল বালক! এত স্পর্দ্ধা তোমার! প্রাণের ভয় দেখিয়ে আমায় উদ্দেশ্য হ'তে নিবৃত্ত করবে?

চঞ্চলা। হাঁ বীরচন্দ্র! প্রাণের ভয়ে না হোক—বৃহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'বার ভয়ে এই মুহূর্ত্তে নিবৃত্ত হবে! যাও—এখনই এদের এ স্থান হ'তে নিয়ে যাও!

বীর। পাঠানগণ! এ বালক শত্রুর গুপ্তচর! হুঁসিয়ার! আমাদের বন্দী করতে নিশ্চয় কোথায় শত্রু-সৈন্য লুকিয়ে আছে! একি! অশ্বের পদশব্দ! ওই দূর পর্ব্বত-অন্তরাল হ'তে অস্ফুট প্রতিধ্বনি আসছে!

চঞ্চলা। আসছে! কুমারসিংহ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে আসছে!

১ম পা। কাজ নেই খাঁ সাহেব—নর-হত্যা মহাপাপ!

পাঠানগণের দ্রুত পলায়ন)

ধীর। কই অশ্বারোহী?

চঞ্চলা। কেউ নেই রাজপুত্র! তুমি নিরাপদ!

বীর। চঞ্চলা, বুঝেছ কি—কা'কে আজ মৃত্যুমুখ হতে রক্ষা করলে? শক্তিপুরের এ দুর্দ্দশা-কলঙ্ক কা'র জন্য? রাজকন্যার সঙ্গিনী! ভুলে গেছ কি—কা'র প্রতি মুহূর্ত্ত সতর্ক প্রহরার জন্য বন্দিনী কুমারীকে পাঠান-শিবির হতে উদ্ধার করতে অশক্ত হয়েছিলে? আমি এক মৃত্যুবাণে দু'টো কালসর্পকে পৃথিবী হ'তে বিদায় দিতেম! একটা গেছে, এটাকে সমাদর করে' তুমি আশ্রয় দিয়েছ! কিন্তু, একদিন এই ক্রূর ভুজঙ্গ আবার যখন ফণা-বিস্তার করে' তোমায়—তোমার আত্মীয়-স্বজনকে নিষ্ঠুর দংশন করবে, নির্ব্বোধ নারী! স্মরণ কোরো—তখন আমার এই ভবিষ্যত-বাণী!

ধীর। তুমি শত্রু—আমার মৃত্যুর জন্য লালায়িত, কিন্তু অসত্যবাদী নও! চঞ্চলা, কেন আমায় রক্ষা করলে?

বীর। তোমায় রক্ষা? কা'র সাধ্য তোমায় রক্ষা করে? যদি ওই সূর্য্য, আকাশ, পর্ব্বত প্রপাত, সত্য হয়,—অন্তরীক্ষে অপরাধীর দণ্ডবিধাতা জগদীশ্বর বিরাজ করে, শোন তুমি বিশ্বাস-ঘাতক—আমি এই সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করছি—

চঞ্চলা। (বীরচাঁদের পদতলে পড়িয়া) ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! রক্ষা কর—দয়া কর—অনুতপ্ত রাজপুত্রকে অভিশাপ দিও না!

ধীর। ব্রাহ্মণ? (পদতলে পড়িয়া) দেব! উদ্ধার করুন! ওই অসি আমার বক্ষে আমূল বিদ্ধ ক'রে দিন!

বীর। না—ব্যর্থ হল! কাতরতার বর্ম্মে ঠেকে ব্রাহ্মণের ক্রোধ বিচূর্ণ হয়ে গেল! যাও হতভাগিনি! কালসর্পের কণ্ঠহার

গলায় বেষ্টন করে থাক! আর, তুমি ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়! এই নাও তরবারি! একান্ত মনে এখনও যদি প্রায়শ্চিত্ত কর, উদ্ধার ইহলোকেই আছে! [প্রস্থান।

ধীর। কে এই ছদ্মবেশী মহাপুরুষ?

চঞ্চলা। বলতে নিষেধ আছে! এস রাজপুত্র!

ধীর। না চঞ্চলা, লোকসমাজে আর নয়! এই গিরি-গুহায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত ক'রব!

চঞ্চলা। এ তো ক্ষত্রিয়ের কথা নয়! চেয়ে দেখ—ওই উদ্দাম জলপ্রপাত! অবিশ্রান্ত বর্ষণে বজ্র-কঠিন প্রস্তরও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে! বীরত্বের প্রতিষ্ঠায় দুর্নাম মুছতে ক'দিন? যাও তুমি, রণক্ষেত্রে কুমারের সহায় হয়ে লুপ্ত নাম পুনরুদ্ধার কর!

ধীর। বারবার শত্রুতা করেছি, আর কি কুমার-–

চঞ্চলা। আমার সঙ্গে এস! মিলন-সংঘটন আমি করিয়ে দোব! [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পাঠান-শিবির।

মমিন ও এব্রাহেম।

মমিন। কুমার যশল্মীর-অধিপতি? সমাচার সত্য তো?

এব্রা। খ্যাতিসিংহ যমুনা দেবীর কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করে' কুমারকে সিংহাসন দিয়ে স্বয়ং রাজকার্য্য হ'তে অবসর-গ্রহণ করেছেন। যশল্মীর-সৈন্য এখন কুমারের হস্তগত।

মমিন। বিপক্ষের সৈন্যবল কত?

এব্রা। আনুমানিক দেড় লক্ষ।

মমিন। দুরন্ত সংক্রামক ব্যাধির অত্যাচারে এখন মাত্র চল্লিশ হাজার পাঠান আমার হস্তগত।

এব্রা। আবার, তা'দের মধ্যে অধিকাংশই ভগ্নস্বাস্থ্য।

মমিন। তাই তো এব্রাহেম! এ মুষ্টিমেয় সেনার সাহায্যে জয়লাভের আশা আকাশ-কুসুম। কিন্তু, ফিরতে তো হবে! একমাত্র সরল পথ বিপক্ষ কর্ত্তৃক রুদ্ধ! এই রণক্লান্ত পীড়িত সৈন্য আর কি এখন চতুর্গুণ রাজপুত-বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হ'তে সক্ষম হবে?

এব্রা। অন্য উপায় তো নেই সুলতান?

মমিন। উপায় আছে, কিন্তু বিপদ-সঙ্কুল।

এব্রা। কি উপায় জাঁহাপনা?

মমিন। যদি আমরা সিন্ধুর মধ্য দিয়ে মরুভূমির পথ অবলম্বন করি?

এব্রা। তা হ'লে দিগ্বিজয়ী মমিনের অক্ষুণ্ণ যশে অপবাদ স্পর্শ করবে!

মমিন। কিন্তু, এই মমিন আবার যখন রাজ্য হ'তে উপযুক্ত সৈন্যবল নিয়ে হিন্দুস্থান পুনরাক্রমণ করে' ভারত হ'তে কুমার-সিংহের নাম লুপ্ত করে দেবে, তখন এ ক্ষীণ কলঙ্ক-রেখা কোথায় থাক্‌বে এব্রাহেম?

(বীরচাঁদের প্রবেশ ও অভিবাদন)

বীর। পট্টন-রাজপুত্র ধীরসিংহ ক্ষমা-প্রার্থনা করে' কুমার-সিংহের সহিত যোগদান করেছেন!

মমিন। যাক্‌, সে বিশ্বাসঘাতকের জন্য চিন্তার কারণ নেই।

এব্রা। কিন্তু, জাঁহাপনা, মরুভূমি অতিক্রম করে' যাওয়া একান্ত দুঃসাধ্য! তা হলে এই চল্লিশ সহস্রের অল্পসংখ্যকই রাজধানীতে উপস্থিত হবে।

বীর। জনাব, খোদার কৃপায় মরুভূমির গুপ্তপথ এ দাস সম্যক অবগত। ইতিপূর্ব্বে আরও একবার এই পথ-অবলম্বন ক'রে গোলাম হিরাটে গিয়েছিল।

এব্রা। কিন্তু, পানীয় অভাবে বহুসংখ্যক পাঠান মৃত্যুমুখে পতিত হবে। জাঁহাপনা! এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন।

বীর। জনাব! যে পথ আমি নির্দ্দেশ করবো, তার মধ্যে মধ্যে প্রচুর জলাশয় আছে। আমার স্থির বিশ্বাস—অল্পদিনেই সসৈন্য সুলতানকে নিরাপদে রাজধানীতে নিয়ে যেতে পারবো।

মমিন। খোদা! তোমার করুণা সহস্রধারে সেবকের প্রতি বর্ষণ করছ! পাঠান! তোমার পুরস্কারের কথা সুলতানের স্মরণ থাক্‌বে! মরু-যাত্রার আয়োজন কর এব্রাহেম! তার পর, এর প্রতিফল দিতে মমিন আবার হিন্দুস্থানে আসবে। তখন দেখ্‌বো—কুমারসিংহ কত সৈন্যবল নিয়ে পাঠানের গতি প্রতিরোধ করে! [সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

যশল্মীর—কক্ষ।

রুদ্রদেব ও কুমার।

কুমার। এ দীর্ঘকাল অক্লান্ত আয়োজনে সিদ্ধ-মনোরথ পাঠান সহসা যে বিনাদণ্ডে আপনাকে অব্যাহতি দেবে, কে কল্পনা করেছিল?

রুদ্র। শুনলেম—আমার বিরুদ্ধে গুপ্ত-হত্যার অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে, তাই আমি মুক্ত। এখন—আর এ নিরর্থক যুদ্ধ—অকারণ প্রাণীহত্যা কেন কুমার?

কুমার। ক্ষমা করুন গুরুদেব। যুদ্ধে নিরস্ত হ'তে অনুরোধ করবেন না। রণক্ষেত্রে পরাজয়-অপমানের প্রতিশোধ দেওয়া—অন্ততঃ তার জন্য প্রাণপণে চেষ্টিত হওয়া ক্ষত্রিয়ের একান্ত কর্ত্তব্য।

(যমুনা, ইন্দু ও চঞ্চলার প্রবেশ)

যমুনা। পিতা কি তীর্থ-ভ্রমণে চলেছেন?

রুদ্র। যাঁর আশ্রয়ে বাল্যাবধি পালিত, তিনি যখন নির্ম্মম হয়ে পরিত্যাগ ক'রে গেলেন,আর সংসারে কেন মা? একবার হিমালয় পর্য্যটন করে' জাহ্নবী-তীরে বাস করবো,সঙ্কল্প করেছি। মহারাণী! ব্রাহ্মণের আবার একটি ভিক্ষা আছে। এই মা শেষ ভিক্ষা!

যমুনা। আদেশ করুন,অনুমতি পালন করে' দাসী কৃতার্থ হোক্।

রুদ্র। শক্তিপুর-রাজ ব্রহ্মদেবের একান্ত বাসনা, আর এ ব্রাহ্মণেরও সাধ—রণ-অবসানে রাজকুমারী ইন্দুমুখীকে তুমি পুত্র-বধূত্বে বরণ কর।

যমুনা। পিতা! এ অমূল্য উপহার গ্রহণ করে' যশল্মীর চরিতার্থ হবে!

রুদ্র। কুমার, এ দুর্লভ রত্ন তোমারই যোগ্য। আশীর্ব্বাদ করি—উভয়ে চিরসুখী হও। মা, মহারাজ কোথায়?

যমুনা। আর তিনি কোন্ মুখে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হ'তে সাহসী হবেন?

রুদ্র। গুরুর কাছে শিষ্যের তো অপরাধ নেই মা! চল—তাঁ'কে আশীর্ব্বাদ করে' তীর্থ-যাত্রা ক'রবো।

(ধীরসিংহের প্রবেশ)

ধীর। দেব! এ পাষণ্ডকে সঙ্গে নিন! আপনার পবিত্র সংস্পর্শে যদি আমার পাপ-কলঙ্ক কতকাংশে প্রক্ষালিত হয়!

রুদ্র। অনুতপ্ত ধীরসিংহ! গৃহীর প্রধান তীর্থ সংসার। দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি, বিপন্নকে রক্ষা, আর্ত্তকে অভয়দান, পীড়িতের শুশ্রূষা,সংসারে কার্য্যের অভাব নাই। আমি জানি—চঞ্চলা তোমার অনুরাগিণী! তুমি একে পত্নীরূপে গ্রহণ কর।

ধীর। ক্ষমা করুন প্রভু! আমি পত্নী-গ্রহণের অযোগ্য। লোক-চক্ষে ঘৃণ্য—কাপুরুষ!

রুদ্র। (চঞ্চলার হস্ত ধীরসিংহের হস্তে দিয়া) এই প্রকৃতির মিলনে আবার প্রকৃত পুরুষে রূপান্তরিত হবে। চল মা!

[রুদ্রদেব, যমুনা, কুমার ও ইন্দুর প্রস্থান।

ধীর। চঞ্চলা, কি বলে' তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবো? আমার কলঙ্ক যে মরণেও যাবার নয়!

চঞ্চলা। গায়ে ধূলো লেগেছে, মুছে ফেল—আবার নির্ম্মল হও! এমন পরিবর্ত্তন দেখাও, তোমার সৌরভ যেন দিগ্‌দিগন্তে প্রবাহিত হয়!

(গীত)

কতদিন পরে পেয়েছি তোমারে, এস হে আদরে এস হে বুকে।
রহিব বেড়িয়া লতিকা যেমন তমালের চির-নির্ভর-সুখে।
নব ঘনে রাকা শ্রীমুখ-জ্যোতি
জনম জনম করিব আরতি,
স্নিগ্ধ-মধুর-উজল প্রীতি উছলি' পলকে পলকে—
এস হে হৃদয়ে— এস হে মরমে—ভুজ-বন্ধনে—চোখে চোখে।

[ধীরসিংহ ও চঞ্চলার প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মরুভূমি।

মমিন।

মমিন। জল—জল—কোথায় পাওয়া যায়? একবিন্দু জলের দাম লক্ষ মুদ্রা দিতে প্রস্তুত। যা আছে, সর্ব্বস্ব দেব। কি ভীষণ মরুছবি! যতদূর দৃষ্টি চলে, বালুকার মহাসাগর। রৌদ্র-তপ্ত প্রচণ্ড বাতাস অনল-শিখা বর্ষণ করছে—পিপাসায় বক্ষঃ বিদীর্ণ-প্রায়! কোথায় তুমি দয়ার সাগর—বিপন্নের আশ্রয়-দাতা! এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না!

(জনৈক পাঠান-সৈন্যের প্রবেশ)

পাঠান। সুলতান,—— (অভিবাদন)

মমিন। কই? জল কই? বল—শীঘ্র বল—জলের সন্ধান পেয়েছ?

পাঠান। জনাব! চতুর্দ্দিক তন্ন তন্ন করে' তল্লাস করেছি, জলাশয়ের চিহ্নমাত্র নেই!

মমিন। নেই বটে? তবে কোথায় সে পথ-প্রদর্শক রহমত? পথের মধ্যে জলাশয় আছে, এই স্তোকবাক্যে যে আমাদের জল-সঞ্চয় করতে নিষেধ করেছিল—যা'র কুমন্ত্রণায় আজ আমরা চল্লিশ সহস্র—প্রাণ হারাতে বসেছি, কোথায় সে প্রতারক? তা'কে ধর—নিয়ে এস—মুণ্ডচ্ছেদ করে' তা'র তরল শোণিতে শুষ্ক কণ্ঠের তৃপ্তিসাধন করবো!

[পাঠান-সৈন্যের প্রস্থান।

(আর্ত্ত পাঠানগণের প্রবেশ)

১ম পা। জল—জল—ছাতি ফেটে গেল—(পতন)

২য় পা। বাপ্—আর শক্তি নেই! (পতন)

মমিন। খোঁড়—বালি খুঁড়ে দেখ—রসাতল থেকে জল নিয়ে এস। জল চাই—যে করে' হোক, জল চাই। হিরাট-সিংহাসন নাও, জলের সন্ধান বলে' দাও।

[মমিন ও পাঠানগণের প্রস্থান।

(বীরচাঁদের প্রবেশ)

বীর। খোঁড়—পাতাল খুঁড়ে দেখ—মরু-নিম্ন-বাহিনী ভোগবতী পর্য্যন্ত যাও—জল নেই, কেবল বালির ফোয়ারা উঠ্‌বে! আমার সেই আট বছরের সোণার জলের চাপে হাঁক্-পাঁক্ ক'রে দম্ ফেটে মরেছে, জলের সে অমানুষিক অপব্যবহার মনে নেই? এখন জল কোথায় পাবে পাঠান? উঃ—বিকারের তৃষ্ণা! আর পারি না। (পাত্র বাহির করিয়া কিঞ্চিৎ জলপান) আঃ—আর এই টুকুই শেষ, তার পরে বীরচাঁদেরও শেষ।

(এব্রাহেমের প্রবেশ)

এব্রা। আর তো পা চলে না! সূর্য্যকিরণে অগ্নি—বাতাসে অগ্নি—বালুকায় অগ্নি—সব অগ্নি-ময়! তৃষ্ণায় এ মরণ-যন্ত্রণা, আগে জানতেম না! ওঃ—একটু জল পেলে বুঝি এখনও দু'দিন বাঁচতে পারি!

বীর। সেনাপতি! এই অল্পমাত্র জল আমার সঞ্চিত আছে, পান করে' তৃষ্ণা দূর করুন!

এব্রা। তুমি—তোমার কি হ'বে রহমত?

বীর। আমার চেয়ে আপনি অধিক তৃষ্ণার্ত্ত! আর,আপাততঃ আমি তৃষ্ণা-নিবারণ করেছি।

এব্রা। রহমত! ভাই! জল নয়—আমার প্রাণদান করলে! আমার গ্রহণ করা উচিত নয়, কিন্তু, লোভ-সম্বরণ করতে পারছি না! দাও রহমত, খোদা তোমার মঙ্গল করুন! (পাত্র গ্রহণ করিয়া পান করিতে উদ্যত)

(মমিন ও পাঠানগণের পুনঃপ্রবেশ)

মমিন। একি এব্রাহেম! জল কোথায় পেলে? শীঘ্র দাও—সুলতানের প্রাণরক্ষা কর।

এব্রা। (দীর্ঘ নিঃশ্বাসে) এই নিন জাঁহাপনা!

বীর। (এব্রাহেমের হস্ত ধরিয়া) খবরদার! এ জল আপনার জন্য দিয়েছি খাঁ সাহেব! সুলতানের জন্য নয়!

এব্রা। আমার প্রাণ অপেক্ষা সুলতানের প্রাণ সহস্রগুণ মূল্যবান!

বীর। তবে আপনি পান করবেন না?

এব্রা। খুল্লতাত পিপাসায় মৃত্যুমুখে, আর আমি পান ক'রব? হাত ছাড় রহমত!

বীর। কখনও না—আমার জল আমায় ফিরিয়ে দিন!

মমিন। বেয়াদব্! হস্ত পরিত্যাগ কর্।

এব্রা। সরে' দাঁড়াও রহমত!

বীর। তা হয় না খাঁ সাহেব! এ জল তবে বালুকার তৃষ্ণা দূর করুক। (পাত্রস্থ বারি ভূতলে নিক্ষেপ)

এব্রা। কি করলে উন্মত্ত রহমত?

মমিন। সৈন্যগণ! পাষণ্ড পাঠানকে বন্দী কর।

[পাঠানগণ কর্ত্তৃক বীরচাঁদ ধৃত।

বীর। পাঠান নই সুলতান, আমি হিন্দু! (ছদ্ম শ্মশ্রু উন্মোচন)

এত্রা। সে কি!

মমিন। বিশ্বাস-ঘাতক!

বীর। মনে পড়ে পাঠান—তোমার দুই মদগর্ব্বী ওমরাহ এক সুকুমার ব্রাহ্মণ-শিশুকে কূপমধ্যে হত্যা করেছিল? এই বিশ্বাস-ঘাতকই তা'র পিতা! সে হত্যার জন্য পরোক্ষে তুমিও কতক অপরাধী! দুরন্ত অনুচরদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে' না রেখে—দরিদ্রের বুক ভেঙ্গে দিতে কেন শক্তিপুরে পাঠিয়েছিলে? চতুর্দ্দিকে আসন্ন মৃত্যুর কঙ্কাল ছায়া দেখে নিরুপায়ে—আতঙ্কে—যেমন আজ ক্ষিপ্তপ্রায় হয়েছ, এমনই দিন আমারও গেছে জাঁহাপনা! সে বালক আমার কাছে পৃথিবীর লোক-সমষ্টির অধিক ছিল! তাই এই মরিয়া হয়ে প্রতিশোধ দিতে এসেছি।

মমিন। পৈশাচিক প্রতিহিংসা!

বীর। হাঁ সুলতান! নিরীহ ব্রাহ্মণ যখন প্রতিশোধ দেবে সঙ্কল্প করে, এই রকম করেই দেয়! সেই ব্রাহ্মণ চাণক্য, সেই ব্রাহ্মণই আমি!

মমিন। এখনই শয়তানের প্রাণ বধ কর।

বীর। হাঃ হাঃ! প্রাণের মমতা নিয়ে এমন করে' মরু-ভূমিতে কেউ আসে না সুলতান!

এত্রা। বিশ্বাসঘাতক! প্রস্তুত হও।

বীর। আমায় অপ্রস্তুত পাবেন না খাঁ সাহেব! আমি

সর্ব্বক্ষণই প্রস্তুত। সোণার—সোণার! বাপ আমার! এতদিনে দেখতে পাব! আসুন সেনাপতি, আমি প্রস্তুত!

এব্রা। (অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইয়া স্বগত) না—দারুণ দুঃসময়ে এ আমার প্রাণরক্ষা করতে উদ্যত হয়েছিল! স্বহস্তে পারবো না। (প্রকাশ্যে) মুক্তিয়ার,—(ইঙ্গিত)

(পাঠান কর্ত্তৃক বীরচাঁদের মস্তকচ্ছেদন)

এব্রা। কি নির্ভীকতা! পলক পড়্‌লো না!

(জনৈক পাঠানের দ্রুত প্রবেশ)

পাঠান। জনাব, সর্ব্বনাশ উপস্থিত! অসংখ্য উটের ওপর থেকে পিল্ পিল্ করে' রাজপুত নাম্‌ছে। বালি ফুঁড়ে দুষমণ বেরোচ্চে! আর রক্ষা নাই!

মমিন। ধন্য খোদা। পিপাসায় রুক্ষকণ্ঠে ছাতি ফেটে মৃত্যুর চেয়ে বীরের মত যুদ্ধ ক'রে মরবো! পাঠান সকল! এ খোদার মেহেরবাণী! যতক্ষণ জ্ঞান লুপ্ত না হয়—পলক ফেলবার সামর্থ্য থাকে, প্রাণপণে অস্ত্রচালনা কর।

পা-গণ। আল্লা—আল্লা হো—

(কুমারের প্রবেশ)

কুমার। ক্ষান্ত হ'ন জাঁহাপনা! রাজপুত আজ রণ-অভিপ্রায়ে আসেনি! পরাজিত কুমারসিংহ দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাবীরের জন্য নজর স্বরূপ তিন সহস্র বারি-পূর্ণ কলস নিয়ে নতমস্তকে উপস্থিত। পানীয় গ্রহণ করে'—তৃষ্ণা দূর করে' আমাদের শ্রম সার্থক করুন!

মমিন। আবার একটা শয়তানী! জলে বিষ মিশ্রিত আছে!

এব্রা। সন্দিগ্ধ হবেন না খুল্লতাত ! নীচ অভিসন্ধি কুমারসিংহে সম্ভব নয় ! আমি নিঃসঙ্কোচে এ জল পান করতে প্রস্তুত।

পাঠান-সৈন্য। জনাব! আগে আমাদের দ্বারা এ জল পরীক্ষিত হোক !

মমিন। তাই হোক এব্রাহেম! তৎপূর্ব্বে ও জল তুমি স্পর্শ পর্য্যন্ত কোরোনা !

[এব্রাহেম ও পাঠানগণের প্রস্থান।

আমরা যে এখানে তৃষ্ণায় মৃত্যু-মুখে পতিত, এ সংবাদ কোথায় পেলে কুমার ?

কুমার। পাঠান-শিবির হ'তে প্রেরিত এক পত্রে অবগত হয়েছি ! পত্রলেখকের বিশ্বাস—মরুভূমিতে পানীয় অভাবে পাঠান-বাহিনী ধ্বংস হবে। আমার প্রতি উপদেশ ছিল যে, ছদ্মবেশী পত্রলেখকের মৃতদেহের সৎকার যেন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয় !

মমিন। এ সেই বিশ্বাসঘাতক রহমত ! সাক্ষাৎ শয়তান।

(বারিপূর্ণ পাত্র লইয়া এব্রাহেমের পুনঃপ্রবেশ)

এব্রা। সুলতান, এ জল নির্ম্মল ! আপনি নিশ্চিন্তে পান করুন ! (বারিপূর্ণ পাত্রপ্রদান)

মমিন। (পানান্তে) রাজপুত্র ! দিগ্বিজয়ী মমিন সুলতান আজ এই প্রথম মানবের কাছে পরাস্ত হল ! বালক! এ তোমার অল্প গৌরবের কথা নয় !

কুমার। জনাব, অধীনের এক ভিক্ষা আছে।

মমিন। বল কুমার, যদি মানব-শক্তির সাধ্যাতীত না হয়, তোমার অনুরোধ রক্ষিত হবে !

কুমার। সেই পত্রলেখক ছদ্মবেশী পাঠান বীরচাঁদকে মার্জ্জনা করে' আমার হাতে ফিরিয়ে দিন!

মমিন। রহমতকে? দিতেম কুমার, কিন্তু এখন তা অসাধ্য! ওই দেখ!

কুমার। অ্যাঁ! বেঁচে নেই? বীরচাঁদ! ভাই! তোমায় রক্ষা করতে পারলেম না! আসবার সময় মা যে লক্ষবার তোমার কথা বলেছেন!

যবনিকা